‘ইসবাতু আযাবিল কবর’ গ্রন্থের অনুবাদ

মৃত্যু থেকে কিয়ামাত

মূল (আরবি):
ইমাম বাইহাকি رحمه الله

অনুবাদ:
জিয়াউর রহমান মুন্সী

মৃত্যু থেকে কিয়ামোতে

'ইসবাতু আযাবিল কবর' গ্রন্থের অনুবাদ

মৃত্যু থেকে কিয়ামতে

'ইসবাতু আযাবিল কবর' গ্রন্থের অনুবাদ

মূল (আরবি):

ইমাম বাইহাকি ﷺ

[মৃত্যু: ৪৫৮ হি./ ১০৬৬ খৃ.]

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী

মৃত্যু থেকে কিয়ামাত

ISBN: 978-98434-3411-1
প্রথম বাংলা সংস্করণ:
১ রজব ১৪৩৯ হিজরি/ ২০ মার্চ ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

মূল্য: ২৬৫ টাকা

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি
ওয়াফিলাইফ

১১,১১/১, ইসলামি টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Mrittu theke Qiyamat (From Death to Resurrection) being a Translation of *Ithbāt Adhāb al-Qabr* of Imām al-Baihaqī translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2018

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমাদের মৃত্যু যেন কেবল তখনই হয়, যখন তোমরা থাকবে (আল্লাহর বিধানের সামনে) অনুগত।

(সূরা আ-ল ইমরান ৩:১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে, ভবিষ্যতের জন্য সে আগাম কী পাঠাচ্ছে? আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করছ, আল্লাহ অবশ্যই তার খোঁজখবর রাখছেন।

(সূরা আল-হাশর ৫৯:১৮)

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

"সকল স্বাদ ধ্বংসকারী [মৃত্যু]-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।" '

(আহমাদ, কিতাবুয যুহ্দ বা রাসূলের চোখে দুনিয়া, হাদীস নং ৮৭)

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

কুরআন মাজীদে আখিরাত বা পরকালের বিস্তারিত বিবরণ আছে; কিন্তু ওই বিবরণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে আছে কিয়ামাত বা পুনরুত্থান-পরবর্তী অবস্থা। মৃত্যু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এ বিশাল সময় সম্পর্কে কুরআনে খুব বেশি তথ্য নেই; তবে কুরআনের শিক্ষক ও ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবি ﷺ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।

হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই মৃত্যু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে। তবে, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে ইমাম বাইহাকি ؒ-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ বিষয়ের উপর আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম إثبات عذاب القبر / *'ইসবাতু আযাবিল কবর'*, যার আক্ষরিক অনুবাদ *'কবরের শাস্তি প্রতিপাদন'।* বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির দিকে খেয়াল রেখে, বাংলা অনুবাদে আমরা এর শিরোনাম দিয়েছি *"মৃত্যু থেকে কিয়ামাত"।*

বাংলা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের দু'টি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে: ড. শারাফ মাহমূদ কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৮৩ সালের দারুল ফুরকান সংস্করণ, ও ১৯৮৬ সালের মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামি সংস্করণ। উল্লেখ্য, এ অনুবাদে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পূর্ণাঙ্গ সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা উল্লেখ না করে, কেবল সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পরপর উল্লেখকৃত দু'টি হাদীসে কেবল আরবি শব্দের প্রতিশব্দের ভিন্নতা ছাড়া কোনও বাড়তি তথ্য না থাকলে, প্রথম হাদীসটির অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থেকেছি। তবে এর সংখ্যাও কেবল হাতেগোনা কয়েকটা।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে, দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার

করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে, নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়ামাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলি প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে, বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

২০ জুমাদাস সানী, ১৪৩৯/ ৯ মার্চ, ২০১৮

jiarht@gmail.com

লেখক পরিচিতি

ইমাম বাইহাকি। যে ক'জন মহান বিদ্বান হাদীস ও ফিক্‌হ (ইসলামি আইন)—উভয় শাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তিনি তাঁদের একজন।

পুরো নাম আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনি আলি ইবনি মূসা আল-খুসরাওজিরদি। জন্ম ৩৮৪ হিজরি/ ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে। জন্মস্থান বাইহাক অঞ্চলের খুসরাওজিরদ গ্রাম; খোরাসান অঞ্চলের তৎকালীন জেলা নিশাপুর থেকে একটু পশ্চিমে।

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে বহু দেশ সফর করেছেন। শিক্ষকের সংখ্যা শতাধিক। প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের একজন হলেন *'আল-মুস্‌তাদ্‌রাক আলাস্‌ সহীহাইন'* গ্রন্থের লেখক হাকিম নিশাপুরি ﵀।

তাঁর লিখিত বই-পুস্তকের সংখ্যা অনেক; খণ্ড সংখ্যা প্রায় এক হাজার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে:

* *'আস-সুনানুল কুবরা'*, ২৪ খণ্ডে সমাপ্ত। এটি তাঁর সেরা কীর্তি। হাদীসের এই বিশদ সংকলন প্রসঙ্গে তাজুদ্দীন সুবকি ﵀ লিখেছেন, হাদীস শাস্ত্রে এত উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ আর লেখা হয়নি।
* *'আল-মাদখাল ইলা কিতাবিস সুনান'*, ২ খণ্ড। *'আস-সুনানুল কুবরা'*-এর ভূমিকা। এ গ্রন্থে তিনি জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।
* *'মা'রিফাতুন সুনান ওয়াল আসার'*। শাফিয়ি মাযহাবের আইনগত মতামতের পেছনে যেসব হাদীস রয়েছে, সেসবের সংকলন।
* *'দালাইলুন নুবুওয়াহ'*, ৭ খণ্ড। নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের প্রমাণাদি সহ সীরাত গ্রন্থ।
* *'শু'আবুল ঈমান'*, ৯ খণ্ড। ঈমানের বিভিন্ন শাখার বিশদ বিবরণ।
* *'কিতাবুদ দা'ওয়াত আল-কাবীর'*। নবি ﷺ-এর দুআসমূহের সংকলন।
* *'ইসবাতু আযাবিল কবর'*। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই বাংলা অনুবাদ।
* *'আল-বা'ছ ওয়ান নুশূর'*। পুনরুত্থান ও বিচারের বিবরণ।

* *'আহকামুল কুরআন'।*

* *'আল-ই'তিকাদ'।*

৪৫৮ হিজরিতে/১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। খুসরাওজির্দ গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়।

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

- ﷺ ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- عليه السلام ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- عليها السلام ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- عليهما السلام ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- عليهم السلام ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- رضي الله عنه ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- رضي الله عنها ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- رضي الله عنهما ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- رضي الله عنهم ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

- رضي الله عنهن ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

মৃত্যু থেকে কিয়ামতে

এ গ্রন্থে কুরআনের আয়াত, হাদীসের বিবরণী ও এ উম্মাহর পূর্বসূরীদের বক্তব্যের মাধ্যমে কবরের শাস্তি ও শারীআতে উল্লিখিত দু' ফেরেশতার জিজ্ঞাসাবাদ প্রমাণ করার পাশাপাশি দেখানো হয়েছে যে, পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার শক্তিমত্তা বিবেচনায় এসব বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও সম্ভব।

প্রশ্নোত্তর পর্বে মুমিনের শক্তি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন; আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)[১]

(১) বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَبْرِهِ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"মুমিন যখন কবরে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে পারবে, সেটিই হবে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিফলন—

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)[২]

[২] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

---

[১] শক্তি যোগানো কিংবা না যোগানোর বিষয়টি হয়ে থাকে দুনিয়াতে মানুষের অবস্থা অনুযায়ী; সে মুমিন হলে, তাকে শক্তি যোগানো হবে, আর কাফির হলে, আল্লাহ তাকে পথহারা করে দেবেন, ফলে সে সঠিক জবাব খুঁজে পাবে না। তার কারণ হলো, [পরকালীন জীবনে] কেবল সেই আমলই গ্রহণযোগ্য, যা দুনিয়াতে করা হয়েছে। মৃত্যু-পরবর্তী সময়কাল প্রতিদানের জন্য, কাজের জন্য নয়। [ড. শারাফ মাহমূদ]

[২] বুখারি, *সহীহ্*, ১৩৬৯, ৪৬৯৯; বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ*, ১০৭, ১০৮; মুসলিম, *সহীহ্*, ২৮৭১ (৭৩); নাসাঈ, ৪/১০১, ১০২; ইবনু মাজাহ, ৪২৬৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৪/২৯১; আব্‌দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, *আস-সুন্নাহ*, ১৩৬৪, ১৩৭৮; আবূ দাউদ, ৪৭৫০; বাগাবি, *শারহুস সুন্নাহ*, ১৫২০; তাবারি,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِيْ الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"মুসলিমকে কবরে প্রশ্ন করা হলে, সে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। সেটিই হলো আল্লাহ তাআলার এ কথার তাৎপর্য—

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)[১]

[৩] আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন; আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

এই আয়াত প্রসঙ্গে বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত,

إِذَا جَاءَ الْمَلَكُ الرَّجُلَ فِيْ الْقَبْرِ حِيْنَ يُدْفَنُ فَقَالَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَقَالَ رَبِّيَ اللهُ فَقَالَ وَمَادِيْنُكَ قَالَ دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ وَقَالَ لَهُ مَنْ نَبِيُّكَ قَالَ نَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ فَذٰلِكَ التَّثْبِيْتُ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"দাফন করার পর, কবরে-থাকা লোকটির কাছে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার রব কে?' সে বলবে, 'আমার রব আল্লাহ।' তারপর জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলবে, 'আমার দ্বীন ইসলাম।' এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার নবি কে?' সে বলবে, 'আমার নবি মুহাম্মাদ

১৪/১৪২; তিরমিযি, ৩১২০। তিরমিযি বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ্।'

[১] আবূ দাঊদ, *সুনান,* ২/৫৩৯; বুখারি, *সহীহ্,* ৪৬৯৯।

[ﷺ]।' সেটিই হলো দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগানো।"[১]

[৪] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَشْيَاءَ لَمْ أَحْفَظْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا سُئِلَ فِي قَبْرِهِ قَالَ رَبِّيَ اللَّهُ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"নবি ﷺ মুমিন ও কাফির সম্পর্কে আলোচনা করার পর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন, যা আমি মুখস্থ রাখতে পারিনি। এরপর তিনি বলেন, 'মুমিনকে যখন [তার রব সম্পর্কে] কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে বলবে—'আমার রব আল্লাহ।' সেটিই হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত কথার তাৎপর্য—

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)"[২]

[৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْقَبْرِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ فَيُقَالُ صَدَقْتَ عَلَى هَذَا حَيِيتَ وعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ এই আয়াতটি পাঠ করেন:

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার

---

[১] ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, ৩/৩৭৭।

[২] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক*, ১/৩৯।

জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।”

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

এরপর তিনি বলেন, ‘এটি ওই সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন তাকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে—“তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?” তখন সে বলবে—“আল্লাহ্ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন, আর মুহাম্মাদ ﷺ আমার নবি; তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছি।” তখন তাকে বলা হবে, “তোমার উত্তর সঠিক। এ কথার উপর তুমি জীবন কাটিয়েছ, এরই উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর—ইন শা আল্লাহ্—এরই উপর তোমাকে [কিয়ামাতের দিন] ওঠানো হবে।” ’ ’ [১]

[৬] আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন,

إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ آتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ أُجْلِسَ فِيهِ فَقِيلَ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ يَعْنِي وَمَنْ نَبِيُّكَ قَالَ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ قَالَ فَيُوسَعُ لَهُ قَبْرُهُ وَيَرُوحُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

الْآيَةُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ أُجْلِسَ فِيهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَيُعَذَّبُ فِيهِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

‘আমরা যখন তোমাদের কোনও কথা বলি, তখন এর সমর্থনে আল্লাহ্ তাআলার কিতাব থেকে প্রমাণ নিয়ে আসি। [মৃত্যুর পর] একজন মুসলিম কবরে প্রবেশ করলে, তাকে সেখানে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় “তোমার রব

---

[১] তাবারি, *তাফসীর,* মাহমূদ শাকির (সম্পা.), ২০৭৬৯; ইবনু কাসীর, *তাফসীর,* ২/৫৩৪; সুয়ূতি, *আদ-দুর্‌রুল মানসূর,* ৪/৮১।

কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?” তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে শক্তি যোগান। ফলে সে বলে—“আমার রব আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম, আর আমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ।” তখন তার জন্য কবরটিকে প্রশস্ত করে সুখকর বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।” এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন—

> *“যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।”*
>
> (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

“আর একজন কাফির যখন কবরে প্রবেশ করে, তখন তাকে সেখানে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় “তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?” সে বলে, ‘আমি জানি না।’ তখন তার কবরটি সংকীর্ণ করে দিয়ে সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।” তারপর আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ ﷺ) পাঠ করেন—

> *‘আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন; আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে ওঠাবো অন্ধ করে।’*
>
> (ত্ব-হা ২০:১২৪)’[১]

[৭] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

قَالَ الْمُخَاطَبَةُ فِي الْقَبْرِ يَقُولُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ وَفِي الْآخِرَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

> *“ ‘যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।’*
>
> (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

—এই আয়াতটি কবরের কথোপকথন প্রসঙ্গে। [ফেরেশতা] জিজ্ঞাসা করবে—‘তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?’ আখিরাতেও অনুরূপ [প্রশ্ন করা হবে]।”[২]

---

[১] তাবারি, *তাফসীর*, ২০৭৭১।

[২] নাসাঈর বরাতে *তুহ্‌ফাতুল আশরাফ*, ৫৫১২; তাবারি, তাফসীর, ৩০৭৭৪।

অবাধ্যের জন্য কবরের আযাব

[৮] বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।'

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

এই আয়াত কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। (কবরবাসীকে) জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমার রব কে?' (মুমিন) বলবে, 'আমার রব আল্লাহ্। আর আমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ।' আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত কথার তাৎপর্য এটিই:

'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে শক্তি যোগাবেন।'

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)' "[১]

[৯] বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।'

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

(এ আয়াত সম্পর্কে) তিনি বলেন, 'আয়াতটি কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।'[২]

---

[১] বুখারি, *সহীহ্*, ১৩৬৯; মুসলিম, *সহীহ্*, ২৮৭১; নাসাঈ, ৪/১০১; ইবনু মাজাহ, ৪২৬৯।

[২] মুসলিম, *সহীহ্*, ২৮৭১; নাসাঈ, ৪/১০১; আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ, *আস্-সুন্নাহ্*, ১৩৫৮।

[১০] ইকরিমা ﷺ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

الشَّهَادَةُ يُسْأَلُونَ عَنْهَا فِي قُبُورِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ قَالَ قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ مَا هُوَ قَالَ يُسْأَلُونَ عَنْ إِيمَانٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرِ التَّوْحِيدِ قَالَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَالَ تِلْكَ الشَّهَادَةُ فَلَا يَهْتَدُونَ أَبَدًا

“ *‘যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।’*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

(এই আয়াতে) ওই সাক্ষ্যের কথা (বলা হয়েছে), যার সম্পর্কে মানুষের মৃত্যুর পর কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বর্ণনাকারী) বলেন, ‘আমি ইকরিমাকে জিজ্ঞাসা করি—কী সেটি? তিনি বলেন, ‘মুহাম্মাদ ﷺ–এর প্রতি ঈমান ও তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। *‘আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন।’*—এর মানে হলো, ওই সাক্ষ্য তারা কখনও সঠিকভাবে দিতে পারবে না।”

[১১] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

بِي يُفْتَنُ أَهْلُ الْقُبُورِ وَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

“আমাকে দিয়ে কবরবাসীদের পরীক্ষা করা হবে। আর আমার ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে—

‘যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে শক্তি যোগাবেন।’

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)”

[১২] মুজাহিদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

“ *‘যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে শক্তি যোগাবেন।’*

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

—এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে।”

মুমিন ও কাফির উভয়েই প্রশ্নের মুখোমুখি

[১৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ فِي النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا

"বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সঙ্গীরা চলে আসে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এরপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে বলে, 'এ ব্যক্তি (অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ﷺ) সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' মুমিন বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।' তখন তাকে বলা হবে, 'জাহান্নামে তোমার আসনটির দিকে তাকাও; ওই আসনটির বদলে, আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতে একটি আসন দিয়েছেন।' সে দু'টিই দেখতে পাবে।"[১]

[১৪] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ وَفِي رِوَايَةِ الْقَطَّانِ فَإِنْ هَدَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرَهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَصَمَكَ

---

[১] বুখারি, ১৩৩৮, ১৩৭৪; মুসলিম, *সহীহ*, ২৮৭০; নাসাঈ, ৪/৯৭; আবূ দাউদ, ৩২৩১, ৪৭৫২; আহমাদ, ৩/২৩৩।

وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ

وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْهَرُهُ فَيَقُولُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ فَيَقُولُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

'আল্লাহর নবি ﷺ বানুন নাজ্জারের একটি খেজুর বাগানে ঢুকে একটি আওয়াজ শুনতে পান। ফলে তিনি আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'এসব কবরে কারা শুয়ে আছে?' তারা বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, (এরা হলেন) জাহিলি যুগে মারা যাওয়া কিছু লোক।' এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব ও দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।' তারা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এর মানে কী?' তিনি বলেন,

'এ উম্মাহকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে। মুমিনকে কবরে রাখা হলে, একজন ফেরেশতা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করবে—তুমি (দুনিয়ার জীবনে) কীসের গোলামি করতে? আল্লাহ যেহেতু তাকে হিদায়াত দিয়েছিলেন—কাত্তানের বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিয়ে থাকলে—সে বলবে, 'আমি আল্লাহর গোলামি করতাম।' তখন তাকে বলা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' সে বলবে, 'তিনি আল্লাহর গোলাম ও তাঁর রাসূল।' তারপর তাকে একটি ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যা ছিল জাহান্নামের ভেতর তার জন্য নির্ধারিত। তাকে বলা হবে, 'এটা তোমার ঘর, যা জাহান্নামে ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুরক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার প্রতি দয়া দেখিয়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন!' সে বলবে, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি গিয়ে আমার পরিবারকে (এই) সুসংবাদ দিই।' তাকে বলা হবে, 'শান্ত হও!'

আর কাফিরকে কবরে রাখা হলে, তার কাছে একজন ফেরেশতা এসে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি (দুনিয়ার জীবনে) কীসের গোলামি করতে?' সে বলবে, 'আমি জানি না।' (ফেরেশতা) বলবে, 'তুমি (দুনিয়াতে

থাকাকালে) অনুধাবন করোনি! তুমি (আসমানি কিতাব) পাঠ করোনি!' তারপর জিজ্ঞাসা করবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' সে বলবে, 'লোকজন যা বলত, আমিও তা-ই বলতাম।' এ উত্তর শুনে, ফেরেশতা একটি লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার দু কানের মাঝখানে আঘাত করবে। তাতে সে এমন চিৎকার দেবে, যার আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টি শুনতে পাবে।'[১]

[১৫] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرَاهُمَا كِلَاهُمَا أَوْ قَالَ جَمِيعًا

"বান্দাকে কবরে রেখে তার সঙ্গীরা চলে আসার সময়, সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। তার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। অতঃপর জিজ্ঞাসা করে, 'এ ব্যক্তি, অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ, সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' মুমিন বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর গোলাম ও তাঁর রাসূল।' তখন তাকে বলা হবে, 'জাহান্নামে তোমার আসনটির দিকে তাকাও। আল্লাহ এটিকে জান্নাতে প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন।' সে উভয়টিই দেখতে পাবে।"

কাতাদা ﷺ বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছে—তার কবরটিকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত (সময়ের জন্য) তা সবুজে ভরপুর করে দেওয়া হবে।' তারপর তিনি আনাস ﷺ-এর হাদীসে ফিরে আসেন। তিনি বলেন,

وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

---

[১] আবূ দাঊদ, ২/৫৩৯; আহমাদ ইবনু হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, ৩/২৩৩।

'আর কাফির কিংবা মুনাফিককে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' সে বলবে, 'আমি জানি না; লোকজন যা বলত আমিও তা-ই বলতাম।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি (দুনিয়াতে থাকাকালে) অনুধাবন করোনি! তুমি (আসমানি কিতাব) পাঠ করোনি!' তারপর একটি লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার দু' কানের মাঝখানে আঘাত করা হবে। তাতে সে এমন চিৎকার দেবে, যার আওয়াজ মানুষ ও জিন বাদে তার আশেপাশের সবাই শুনবে।'[১]

[১৬] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا

"বান্দাকে কবরে রেখে তার সঙ্গীরা চলে আসার সময়, সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। তার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। অতঃপর জিজ্ঞাসা করে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' মুমিন বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর গোলাম ও তাঁর রাসূল।' তখন বলা হবে, 'জাহান্নামে তোমার আসনটির দিকে তাকাও। আল্লাহ্ এটিকে জান্নাতে প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন।' আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন, "সে উভয়টিই দেখতে পাবে।" '[২]

[১৭] শাইবান ইবনু আব্দির রহমান ﷺ আমাদের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার শেষের দিকে এটুকু বাড়তি বিবরণী রয়েছে—কাতাদা বলেন, 'তার কবরটিকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত (সময়ের জন্য) সবুজে ভরপুর করে দেওয়া হবে।'[৩]

[১৮] আসমা বিন্তু আবী বাকর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] বুখারি, ১৩৭৪; মুসলিম, ২৮৭০; *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৮/১১১।

[২] মুসলিম, ২৮৭০।

[৩] মুসলিম, ২৮৭০।

أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي قَالَتْ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِيَ الْمَاءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ

مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ

‘আমি নবি ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশার কাছে আসি। তখন সূর্যগ্রহণ চলছে। এসে দেখি, লোকজন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। আয়িশাও সালাতে দাঁড়ানো। আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘লোকজনের হয়েছে কী?’ সে তার হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলে, ‘সুবহানাল্লাহ/ আল্লাহ পবিত্র।’ আমি বলি, ‘(এটি কি কোনও) নিদর্শন?’ সে ইশারায় বলে, ‘হ্যাঁ!’ তখন আমিও (সালাতে) দাঁড়িয়ে যাই। একপর্যায়ে আমার মাথা ঘুরাতে থাকলে, মাথায় পানি ঢালতে থাকি। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাত শেষ করে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বলেন,

‘ইতঃপূর্বে আমি যা দেখিনি, আমার এ অবস্থান থেকে আমি তা-ই দেখেছি, এমনকি জান্নাত-জাহান্নামও। আমার কাছে এ মর্মে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়—অথবা তার কাছাকাছি পর্যায়ের—পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে। অতঃপর ঈমানদার, কিংবা দৃঢ় ঈমানের অধিকারী (বর্ণনাকারী বলেন, আসমা এ দুটি শব্দের কোনটি বলেছিলেন—তা মনে করতে পারছি না), বলবে—‘তিনি আল্লাহর রাসূল

মুহাম্মাদ ﷺ; তিনি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর আমরা (তাঁর ডাকে) সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং (তাঁর নির্দেশাবলির) অনুসরণ করেছি।' তখন তাকে বলা হবে, 'সুখনিদ্রায় চলে যাও। আমরা ভালোভাবেই জানি, তুমি ঈমানদার ছিলে।'

আর মুনাফিক, কিংবা সংশয়বাদী (বর্ণনাকারী বলেন, আসমা এ দুটি শব্দের কোনটি বলেছিলেন—তা মনে করতে পারছি না), বলবে—'আমি জানি না। লোকদের একটা কিছু বলতে শুনেছি, আর আমিও তা-ই বলেছি।' " '[১]

[১৯] হিশাম ইবনু উরওয়া ﷺ নিজের সূত্রে যে বর্ণনা পেশ করেছেন, তার শেষে বলা হয়েছে, (নবি ﷺ বলেন)

وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبْرِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ

فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ مَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا شَيْئًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا فَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ

"আর আমার কাছে এ মর্মে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে মাসীহ্ (ত্রাণকর্তা!) দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়—অথবা তার কাছাকাছি পর্যায়ের—পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে। ফেরেশতা এসে তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?'

মুমিন বলবে, 'তিনি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ; তিনি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর আমরা (তাঁর ডাকে) সাড়া দিয়েছি এবং (তাঁর নির্দেশাবলির) অনুসরণ করেছি।' তখন

---

[১] বুখারি, ১০৫৩; মুসলিম, ৩/৩২; *তানবীরুল হাওয়ালিক*, ১/১৯৬; *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৬/২২১।

তাকে বলা হবে, 'সুখনিদ্রায় চলে যাও। আমরা ভালোভাবেই জানি, তুমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলে।'

আর মুনাফিক কিংবা সংশয়বাদী বলবে, 'আমি জানি না। লোকদের একটা কিছু বলতে শুনেছিলাম। তারা যা বলেছিল, আমিও তা-ই বলেছিলাম।' অতঃপর তাকে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হবে।"[১]

[২০] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ فَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَخْفِضُ بَصَرَهُ وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَهَا مِرَارًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي قِبَلٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا جَاءَهُ مَلَكٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ فَتَخْرُجُ نَفْسُهُ فَتَسِيلُ كَمَا يَسِيلُ قَطْرُ السَّمَاءِ قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ لَمْ يَقُلْهُ أَبُو عَوَانَةَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ غَيْرَ ذَلِكَ وَتَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ أَكْفَانٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِهَا فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ فَإِذَا قَبَضَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

قَالَ فَتَخْرُجُ نَفْسُهُ كَأَطْيَبِ رِيحٍ وُجِدَتْ

فَتَعْرُجُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَلَا يَأْتُونَ عَلَى جُنْدٍ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذِهِ الرُّوحُ فَيُقَالُ فُلَانٌ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى أَبْوَابِ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُفْتَحَ لَهُ وَتُشَيِّعَهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ

---

[১] মালিক, *মুওয়াত্তা,* ১/১৮৮(৪); বুখারি, ৮৬, ৯২২; মুসলিম, ৫০৯; বাগাবি, *শারহুস সুন্নাহ,* ১১৩৮।

فَيُقَالُ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ ثُمَّ يُقَالُ رُدُّوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

قَالَ فَيُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَا الِانْتِهَارِ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّنَا فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ثُمَّ قَالَ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْرُشُوهُ مِنْهَا وَأَرُوهُ مَنْزِلَهُ فِيهَا فَيَلْبِسُ مِنَ الْجَنَّةَ وَيُفْرَشُ مِنْهَا وَيَرَى مَنْزِلَهُ فِيهَا وَيُفْسَحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ

وَيَمْثُلُ لَهُ عَمَلُهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ طَيِّبِ الرِّيحِ حَسَنِ الثِّيَابِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ أَبْشِرْ بِرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ وَجَنَّاتٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ فَيَقُولُ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي جَاءَنَا بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا كُنْتَ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيئًا فِي مَعْصِيَتِهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ كَيْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ

وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَاجِرًا وَكَانَ فِي قِبَلٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا جَاءَهُ مَلَكٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ أَبْشِرِي بِسَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ فَتَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ مُسُوحٌ فَإِذَا قَبَضَهَا الْمَلَكُ قَامُوا فَلَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَسْتَخْرِجُهَا تُقَطَّعُ

مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ كَالسَّفُودِ الْكَثِيرِ الشُّعَبِ فِي الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَتُؤْخَذُ مِنَ الْمَلَكِ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ وُجِدَتْ فَلَا تَمُرُّ عَلَى جُنْدٍ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ فَيَقُولُونَ هَذَا فُلَانٌ بِأَسْوَإِ أَسْمَائِهِ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَا يُفْتَحُ لَهُ فَيَقُولُ رُدُّوهُ إِلَى الْأَرْضِ إِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَيُرْمَى مِنَ السَّمَاءِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

قَالَ فَيُعَادُ إِلَى الْأَرْضِ وَتُعَادُ فِيهِ رُوحُهُ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَا الِانْتِهَارِ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ وَيُقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ فَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ

وَيَتَمَثَّلُ لَهُ عَمَلُهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ قَبِيحِ الْوَجْهِ مُنْتِنِ الرِّيحِ قَبِيحِ الثِّيَابِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي جَاءَنَا بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا كُنْتَ بَطِيئًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَتِهِ

فَيُقَيَّضُ لَهُ أَصَمُّ أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ لَوْ ضُرِبَ بِهَا فِيلٌ صَارَ تُرَابًا أَوْ قَالَ رَمِيمًا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً تَسْمَعُهَا الْخَلَائِقُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى

'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক আনসার সাহাবির জানাযার উদ্দেশে রওয়ানা হই। কবরের কাছে পৌঁছে দেখি, কবর খননের কাজ চলছে। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসেন। আমরাও তাঁর পাশে এমনভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তিনি দৃষ্টি উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে থাকেন, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে মাটির দিকে তাকান।

তারপর বলেন, "কবরের শাস্তি থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।" এ কথাটি কয়েকবার বলার পর তিনি বলেন,

"মুমিন বান্দা যখন দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাতের দিকে (রওয়ানা) হয়, তখন একজন ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে বলেন, 'ওহে স্থির আত্মা, বেরিয়ে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে।' তখন তার আত্মা এমন (মসৃণ)ভাবে বেরিয়ে যায়, যেভাবে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়; যদিও তোমরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাও। (তখন) জান্নাত থেকে শুভ্র-চেহারার ফেরেশতারা নেমে আসেন। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় (উজ্জ্বল)। সঙ্গে থাকে জান্নাতের বস্ত্র ও সুগন্ধি। তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে তারা বসেন। জান কবয করার সময় তারা তা এক মুহূর্তের জন্যও ছাড় দেন না। এ কথাটিই এ আয়াতে বলা হয়েছে,

"আমার দূতবর্গ তার মৃত্যু ঘটায়; কোনও অবহেলা করে না।"

(সূরা আল-আনআম ৬:৬১)

সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির ন্যায় তার আত্মা (দেহ থেকে) বেরিয়ে যায়।

তারপর ফেরেশতারা সেটি নিয়ে উপরে উঠেন। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে তারা যেসব দলের পাশ দিয়ে যান, তাদের প্রত্যেকেই বলে—এ রূহটি কী? বলা হয়, (এটি) অমুক। তারা তাকে সর্বোত্তম নামে উল্লেখ করেন। নিকটতম আকাশের দরজাসমূহে পৌঁছার পর, তার জন্য (দরজা) খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতারা তাকে সঙ্গ দেন। এভাবে তাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে, বলা হয়—তার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিপিবদ্ধ করে রাখো। তারপর বলা হয়, তাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাও, কারণ আমি তাদের এই বলে ওয়াদা দিয়েছিলাম—

"তোমাদেরকে এখান থেকে সৃষ্টি করেছি, এখানে আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেবো, আর এখান থেকে তোমাদের আরেকবার বের করব।"

(সূরা ত্ব-হা ২০:৫৫)

তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে তার দেহে পুনরায় আত্মা প্রবেশ করানো হয়। অত্যন্ত কর্কশ স্বভাবের দুজন ফেরেশতা এসে তাকে ধমক দিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার রব কে? আর তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ। আর আমার দ্বীন ইসলাম।' তারপর তারা বলেন, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বল, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা

হয়েছিল?' সে বলে, 'তিনি আল্লাহর রাসূল।' তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কীভাবে জানো?' সে বলে, 'তিনি আমাদের কাছে আমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি।' আর এটিই হলো নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য:

'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।'

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

(তখন) আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করেন, 'আমার গোলাম সত্য বলেছে। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও; তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, আর সেখানে তার আবাসস্থলটি দেখিয়ে দাও।' অতঃপর তাকে জান্নাতের পোশাক পরানো হয়, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছানো হয় এবং সেখানে তার আবাসস্থলটি তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। তার দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত হয়, (কবরটি) তার জন্য ততদূর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

তার আমল তার সামনে একজন সুশ্রী মানুষের সুরতে হাজির হয়, যার (পরিধেয়) বস্ত্র সুন্দর ও যার কাছ থেকে সুঘ্রাণ আসতে থাকে। সে বলে, 'আল্লাহ তোমার জন্য যা তৈরি করে রেখেছেন, তার সুসংবাদ নাও। সুসংবাদ নাও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্থায়ী নিয়ামতবিশিষ্ট জান্নাতের।' সে (অর্থাৎ মুমিন) বলে, 'আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিন! কে তুমি? তুমি তো আমাদের জন্য কল্যাণ নিয়ে এসেছ!' সে বলে, 'আজ সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমি তোমার সৎকর্ম। শপথ আল্লাহর, তোমার ব্যাপারে আমি কেবল এটুকুই জানি যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে তুমি ছিলে সদা তৎপর, আর তাঁর অবাধ্যতায় তুমি ছিলে অত্যন্ত ধীরগতির। যার ফলে আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করেছেন।' সে বলে, 'হে রব, কিয়ামাত ঘটাও, যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি।'

আর অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে পরপারে পাড়ি জমানোর সময় এলে, একজন ফেরেশতা এসে তার মাথার পাশে বসেন, এবং তাকে বলেন, 'ওহে নোংরা আত্মা, বেরিয়ে আসো। আল্লাহর রাগ ও ক্রোধের সুসংবাদ লও।' (তখন) কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা নেমে আসেন। তাদের সঙ্গে থাকে একখণ্ড খসখসে কাপড়। ফেরেশতা তার জান কবয করার

সময় তারা উঠে দাঁড়ান; এক মুহূর্তের জন্যও তারা তাকে তার ছাড় দেন না। আত্মাটি তার দেহে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। ফেরেশতা তা টেনে বের করেন। এর ফলে তার শিরা-উপশিরা ও স্নায়ু ছিঁড়ে যায়; অনেক শাখাবিশিষ্ট লৌহশলাকা দিয়ে ভেজা তুলার মধ্যে মোচড়ানো হলে যে অবস্থা হয়, অনেকটা সে রকম। অতঃপর ফেরেশতার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হয়। তা থেকে সবচেয়ে বাজে গন্ধ বেরিয়ে আসে।

আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে তারা যেসব দলের পাশ দিয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকেই বলে—এ নোংরা রূহটি কী? বলা হয়, (এটি) অমুক। তারা তাকে সর্বনিকৃষ্ট নামে উল্লেখ করেন। নিকটতম আকাশের দরজাসমূহে পৌঁছার পর, তার জন্য (দরজা) খোলা হয় না। (আল্লাহ) বলেন, 'তাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাও, কারণ আমি তাদের এই বলে ওয়াদা দিয়েছিলাম যে, আমি তাদের এখান থেকে সৃষ্টি করেছি, এখানে তাদের ফিরিয়ে দেবো, আর এখান থেকে তাদের আরেকবার বের করব।' তখন তাকে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয়। এ কথা বলে তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন,

> *'যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলবে, যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'*
>
> (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩১)

অতঃপর তাকে পৃথিবীতে আনা হয়। তার দেহে পুনরায় রূহ প্রবেশ করানো হয়। অত্যন্ত কর্কশ স্বভাবের দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে ধমক দিয়ে বসান। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল?' সে তাঁর নামের কোনও দিশা পায় না। বলা হয়, '(ইনি কি) মুহাম্মাদ?' সে বলে, 'আমি জানি না। লোকদের এরূপ বলতে শুনেছি।' তখন বলা হবে, 'তুমি (দুনিয়ায় থাকতে) অনুধাবন করোনি।' অতঃপর তার কবরটি এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, এর চাপে তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

তার আমল তার সামনে একজন কুশ্রী মানুষের সুরতে হাজির হয়, যার (পরিধেয়) বস্ত্র নোংরা ও যার কাছ থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। সে বলে, 'সুসংবাদ লও আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধের।' সে (অর্থাৎ কাফির) বলে, 'কে তুমি? তুমি তো আমাদের জন্য অনিষ্ট নিয়ে এসেছ।' সে বলে, 'আমি তোমার

নোংরা কর্ম। শপথ আল্লাহর, তোমার ব্যাপারে আমি কেবল এটুকুই জানি যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে তুমি ছিলে অত্যন্ত ধীরগতির, আর তাঁর অবাধ্যতায় তুমি ছিলে সদা তৎপর।'

অতঃপর তার জন্য একজন বধির ও বোবা (ফেরেশতা) নিযুক্ত করা হয়। তার সঙ্গে থাকে একটি প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড, যা দিয়ে হাতিকে আঘাত করা হলে তা ধুলায় পরিণত হতো কিংবা (তিনি বলেছেন) ক্ষয়ে যেত। ফেরেশতা তাকে (ওই লৌহদণ্ড দিয়ে) এমন একটি আঘাত করে, যার আওয়াজ জিন ও মানুষ বাদে সকল সৃষ্টি শুনতে পায়। তার দেহে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয়, তারপর সে তাকে আরেকটি আঘাত করে।' "[১]

[২১] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ

'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক আনসার সাহাবির জানাযার উদ্দেশে রওয়ানা হই। কবরের কাছে পৌঁছে দেখি, কবর খনন করা হচ্ছে।'

তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা পেশ করেন। (এ ব্যাপারে) আবূ আওয়ানার বর্ণনাটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। আবূ দাউদ[২] মুমিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন,

زَادَ فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

'জারীরের বর্ণনায় আরও বাড়তি উল্লেখ রয়েছে যে, এটিই হলো নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য:

'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার

---

[১] আহমাদ, *আল-মুসনাদ, আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৭/৭৪; *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৪৯; আবূ দাউদ, ২/৫৪০।

[২] আবূ দাউদ, *সুনান*, ২/৫৪১।

জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন।'

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

আর কাফিরের কথা উল্লেখ করে বলেন,

زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا بِضَرْبَةٍ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ

'জারীরের বর্ণনায় আরও বাড়তি উল্লেখ রয়েছে—তিনি বলেন, "অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির[১] (ফেরেশতা) নিযুক্ত করা হয়। তার সঙ্গে থাকে একটি প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড, যা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করা হলে তা ধুলায় পরিণত হবে। ফেরেশতা তাকে (ওই লৌহদণ্ড দিয়ে) এমন একটি আঘাত করে, যার আওয়াজ জিন ও মানুষ বাদে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবকিছুই শুনতে পায়। এর ফলে সে ধুলায় পরিণত হয়। তারপর তার দেহে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয়।" '[২]

[২২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনিও বারা ইবনু আযিব ﷺ এর ন্যায় বর্ণনা পেশ করেছেন। তবে সেখানে উল্লেখ আছে,

قَالَ ارْقُدْ رَقْدَةَ الْمُتَّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَالُ لِلْفَاجِرِ ارْقُدْ مَنْهُوشًا قَالَ فَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَلَهَا فِي جَسَدِهِ نَصِيبٌ

"তিনি (মুমিনের উদ্দেশে) বলেন, 'আল্লাহ-ভীরু ও বিশ্বাসীর ঘুম ঘুমাও।' আর পাপিষ্ঠকে বলা হয়, 'কষ্টের ঘুম ঘুমাও।' তার দেহে সকল প্রাণীর জন্য অংশ থাকে।"[৩]

[২৩] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَتْ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٌ فَقَالَتْ أَطْعِمِينِي أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ قَالَتْ فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ هَذِهِ

---

[১] ফলে সে কবরবাসীর শাস্তি দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। (অনুবাদক)

[২] আবূ দাঊদ তায়ালিসি, *মুসনাদ*, ৭৪৩; আবূ দাঊদ, *সুনান*, ৪৭৫৩; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৪/২৭৮।

[৩] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক*, ১/৩৮।

الْيَهُودِيَّةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ قُلْتُ تَقُولُ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيذُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ

فَأَمَّا الدَّجَّالُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ وَسَأُحَذِّرُكُمُوهُ تَحْذِيرًا لَمْ يُحَذِّرْهُ نَبِيٌّ أُمَّتَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَآمَنَّا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَا فِيهَا مِنْ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَا هُنَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْنَا النَّاسَ يَقُولُونَ فَيُفْرَجُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ وَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ ثُمَّ يُقَالُ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُعَذَّبُ

'আমার কাছে এক ইয়াহূদি মহিলা এসে বলে, 'আমাকে কিছু খাবার দিন। আল্লাহ আপনাকে দাজ্জাল ও কবরের পরীক্ষার ব্যাপারে আশ্রয় দেবেন!' নবি ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত আমি তাকে আটকে রাখি। তারপর আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই ইয়াহূদি মহিলা (এসব) কী বলছে?' আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'সে কী বলে?' আমি বলি, 'সে বলে—'আল্লাহ আপনাকে দাজ্জাল ও কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখুন!' আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে যান।

তারপর দু'হাত উপরে তুলে প্রসারিত করেন, এবং দাজ্জাল ও কবরের শাস্তির ব্যাপারে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় চান। এরপর বলেন,

'এমন কোনও নবি নেই, যিনি দাজ্জালের ব্যাপারে তার উম্মাহকে সতর্ক করেননি। আমি অচিরেই দাজ্জালের ব্যাপারে তোমাদের এমনভাবে সতর্ক করব, যেভাবে কোনও নবি তার উম্মাহকে সতর্ক করেননি। সে একচোখা; আর আল্লাহ কিন্তু একচোখা নন! তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা আছে 'কাফির' (খোদাদ্রোহী); প্রত্যেক মুমিন তা পড়তে পারবে। আর কবরের পরীক্ষার বিষয়টি হলো—আমাকে দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে; আমার সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।

ব্যক্তি সৎ হলে তাকে কবরে বসানো হবে। তার মধ্যে কোনও ভয়-ভীতি ও উন্মাদনা থাকবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'কীসের মধ্যে জীবন কাটিয়েছ?'[১] সে বলবে, 'আল্লাহর আনুগত্যে।' জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এই ব্যক্তি কে?' সে বলবে, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি; তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'আল্লাহকে দেখেছিলে?' সে বলবে, 'আল্লাহ তাআলাকে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।' অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি ছিদ্র বা সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে। সেদিকে তাকালে সে দেখবে, জাহান্নামের একটি অংশ অপর অংশকে চুরমার করে ফেলছে। তাকে বলা হবে, 'দেখো, আল্লাহ তোমাকে কী থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন!' অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্র বা সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে। সেদিকে তাকালে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও অন্যান্য অনুগ্রহ দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, 'এখানেই তোমার অবস্থান।' এরপর তাকে বলা হবে, 'তুমি সংশয়মুক্ত জীবনযাপন করেছ, এরই উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর ইন শা আল্লাহ এরই উপর তোমাকে পুনরায় ওঠানো হবে।'

আর খারাপ ব্যক্তিকে কবরে বসানো হবে। সে থাকবে ভীত-সন্ত্রস্ত ও উন্মাদের ন্যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'কীসের মধ্যে জীবন কাটিয়েছ?' সে বলবে, 'আমি জানি না।' জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এই ব্যক্তি কে?' সে বলবে, 'লোকজনকে (কিছু একটা) বলতে শুনেছিলাম।' তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্র বা সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে। সেদিকে তাকালে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও

---

[১] আক্ষরিক অনুবাদ: 'কীসের মধ্যে ছিলে?'

অন্যান্য অনুগ্রহ দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, 'দেখো, আল্লাহ তোমার কাছ থেকে কী সরিয়ে নিলেন!' এরপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি ছিদ্র বা সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে। সেদিকে তাকালে সে দেখবে, জাহান্নামের একটি অংশ অপর অংশকে চুরমার করে ফেলছে। তাকে বলা হবে, 'এখানেই তোমার অবস্থান।' এরপর তাকে বলা হবে, 'তুমি সংশয়ের মধ্যে জীবনযাপন করেছ, এরই উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর ইন শা আল্লাহ এরই উপর তোমাকে পুনরায় ওঠানো হবে।' তারপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।' '[১]

[২৪] আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً فَقَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ بِهِ فَهَذَا مَنْزِلُكَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ

وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا هُدِيتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا لَكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقْمَعُهُ بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَقَةٌ إِلَّا هِيلَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[১] আহমাদ, *আল-মুসনাদ, আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৮/১১২; সনদটি বিশুদ্ধ। ইবনু মাজাহ, ৪২৬৮; *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৪৮।

'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন,

"লোকসকল! এ উম্মাহকে তাদের কবরে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে। মানুষকে দাফনের পর তার সঙ্গী-সাথীরা চলে এলে, একজন ফেরেশতা তার কাছে আসবে। হাতে থাকবে একটি হাতুড়ি। ফেরেশতা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো?' মুমিন হলে সে বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ তার গোলাম ও রাসূল।' সে তাকে বলবে, 'তুমি সত্য বলেছ।' তখন তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে। ফেরেশতা বলবে, 'তোমার রবের অবাধ্য হলে, এটি ছিল তোমার ঠিকানা। তুমি যেহেতু তাঁর উপর ঈমান এনেছিলে, তাই তোমার ঠিকানা হলো এটি।' এরপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে। সে সেখানে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ফেরেশতা তাকে বলবে, 'শান্ত হও।' (তখন) তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

আর যদি (কবরবাসী) কাফির বা মুনাফিক হয়, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো?' সে বলবে, 'আমি জানি না; লোকদের একটা কিছু বলতে শুনেছি, আর আমিও (তাই) বলেছি।' ফেরেশতা বলবে, 'তুমি (দুনিয়ায় থাকতে) অনুধাবন করোনি এবং (আসমানি কিতাব) পাঠ করোনি, ফলে সঠিক পথের দিশা পাওনি। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুরঙ্গ তৈরি করা হবে, এবং তাকে বলা হবে—তোমার রবের প্রতি ঈমান আনলে, এটি তোমার হতো! তুমি যেহেতু আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছ, তাই তিনি তোমার জন্য এটির বদলে এটি দিয়েছেন। (এ কথা বলে) তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুরঙ্গ তৈরি করা হবে। তারপর হাতুড়িটি দিয়ে ফেরেশতা তাকে আঘাত করবে, যার আওয়াজ জিন ও মানুষ ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সবাই শুনবে।

এ কথা শুনে কিছু লোক বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রাসূল, যে-কোনও ব্যক্তির সামনে একজন ফেরেশতা হাতুড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়ালে তো সে তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে! আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

'যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে শক্তি যোগাবেন।'

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)"[১]

---

[১] *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৪৭। তিনি বলেন, 'হাদীসটি আহমাদ ও বায্‌যার বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।' *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৮/১০৮।

মৃত্যুর সময় ফেরেশতার আগমন

মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা অবতরণ করেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন মুমিনের জন্য সুসংবাদ, আর কাফিরের জন্য (শাস্তির) হুমকি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

"যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে (এবং তাদের বলে), ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।"

(সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৩০)

তিনি বলেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

"হে স্থির আত্মা! ফিরে আসো তোমার রবের দিকে, (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট এবং (তোমার রবের) সন্তোষভাজন হয়ে। শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"

(সূরা আল-ফাজ্‌র ৮৯:২৭-৩০)

তিনি আরও বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"তুমি যদি জালেমদের সে অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলতে থাকবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও! তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেসব অন্যায় ও অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, তারি শাস্তি স্বরূপ আজ

তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।”

(সূরা আল-আনআম ৬:৯৩)

[২৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ مَنْ تَعْمُرِينَهُ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ

وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ ذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ وَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا

‘মুমিনের রূহ (দেহ থেকে) বের হলে, দুজন ফেরেশতা তা গ্রহণ করে এবং তা নিয়ে উপরে উঠে।’ (বর্ণনাকারী) হাম্মাদ বলেন, এ কথা বলার পর আবূ হুরায়রা ওই আত্মার সুগন্ধ ও মেশ্‌কের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, ‘আকাশবাসীরা বলে, ‘(এ তো) পবিত্র আত্মা! পৃথিবীর দিক থেকে এসেছে। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন এবং রহম করুন ওই দেহের উপর যাকে তুমি (এতদিন) আবাদ রেখেছিলে!’ অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিয়ে তার রবের দিকে যায়। তারপর তিনি বলেন, ‘তাকে নিয়ে সময়ের প্রান্তসীমায় চলে যাও।’

আর কাফিরের রূহ (দেহ থেকে) বের হলে...’ (বর্ণনাকারী) হাম্মাদ বলেন, এ কথা বলার পর আবূ হুরায়রা ওই আত্মার দুর্গন্ধ ও অভিসম্পাতের বিষয়টি উল্লেখ করেন, ‘আর আকাশবাসীরা বলে, ‘(এ তো) নোংরা আত্মা! পৃথিবীর দিক থেকে এসেছে।’ বলা হয়, ‘তাকে নিয়ে সময়ের প্রান্তসীমায় চলে যাও।’ এ কথা বলে (অর্থাৎ কাফিরের দুর্গন্ধযুক্ত আত্মার কথা উল্লেখ করার পর), আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর (শরীরের) উপর থাকা একটি রুমাল তাঁর নাকের এভাবে রাখলেন।’[১]

[২৬] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] মুসলিম, ২৮৭২।

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا احْتُضِرَ حَضَرَهُ مَلَكَانِ يَقْبِضَانِ رُوحَهُ فِي حَرِيرَةٍ فَيَصْعَدَانِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَصْعَدَانِ بِهِ فَيُقَالُ أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ ثُمَّ يُقَالُ رُدُّوهُ إِلَى آخِرِ الْأَجَلَيْنِ

وَإِنْ كَانَ كَافِرًا يَقْبِضَانِ رُوحَهُ فِي مِسْحٍ ثُمَّ يَصْعَدَانِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْخُذُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَنْفِهَا وَيَقُولُونَ رِيحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَصْعَدَانِ بِهِ فَيُقَالُ أَبْشِرْ بِعَذَابِ اللَّهِ وَهَوَانِهِ ثُمَّ يُقَالُ رُدُّوهُ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ أَوِ الْأَجَلَيْنِ

'মুমিনের (মৃত্যুর সময়ক্ষণ) ঘনিয়ে এলে, তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়। তারা তার রূহ কবয করে একটি রেশমি রুমালের উপর রাখে। তারপর তাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করে। ফেরেশতারা বলতে থাকে, '(এ তো) পবিত্র আত্মা! পৃথিবীর দিক থেকে এসেছে।' তখন বলা হয়, 'সুসংবাদ লও (আল্লাহর) সন্তুষ্টি, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন রবের!' তারপর বলা হয়, 'তাকে দু'সময়ের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দাও।'

আর কাফির হলে, দু'জন ফেরেশতা তার রূহ কবয করে একটি খসখসে কাপড়ের উপর রাখে। অতঃপর তাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করে। ফেরেশতারা নিজেদের নাক চেপে বলতে থাকে, '(এ তো) নোংরা আত্মা! পৃথিবীর দিক থেকে এসেছে।' অতঃপর তাকে নিয়ে তারা (আরও) উপরে আরোহণ করে। তখন বলা হয়, 'সুসংবাদ লও আল্লাহর শাস্তি ও তাচ্ছিল্যের!' তারপর বলা হয়, 'তাকে সময়ের অথবা দু'সময়ের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দাও।' '[১]

[২৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَمَا يَزَالُ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ فَيُعْرَجَ بِهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحَ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ

---

[১] মুসলিম, ২৮৭২।

وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ أَظُنُّهُ أَرَادَ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قَالَ

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ فَيَنْتَهِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ

'মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে ফেরেশতারা এসে হাজির হয়। লোকটি সৎ হলে, তারা বলে, 'ওহে দেহের ভেতরে থাকা স্থির আত্মা, বেরিয়ে আসো। প্রশংসিত অবস্থায় বেরিয়ে আসো, আর সুসংবাদ লও (আল্লাহর) সন্তুষ্টি, উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন রবের।' আত্মা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাকে এসব বলা হতে থাকে। অতঃপর আত্মা বেরিয়ে এলে, তাকে নিয়ে উপরে ওঠা হয়। আকাশে পৌঁছে তার জন্য (দরজা) খুলতে বলা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এই ব্যক্তি কে?' বলা হয়, 'অমুকের ছেলে অমুক।' প্রত্যুত্তরে বলা হয়, 'পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা পবিত্র দেহে ছিল! প্রশংসিত অবস্থায় প্রবেশ করো, আর সুসংবাদ লও (আল্লাহর) সন্তুষ্টি, উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন রবের।' (...) আকাশে পৌঁছা পর্যন্ত তাকে এসব বলা হতে থাকবে।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তিনি (আকাশ বলতে) সপ্তম আকাশের কথা বুঝিয়েছিলেন।

আর লোকটি মন্দ হলে, তারা বলে, 'ওহে নোংরা দেহের ভেতরে থাকা নোংরা আত্মা, ধিকৃত হয়ে বেরিয়ে আসো। আর সুসংবাদ লও ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও এ ধরনের অন্যান্য তিক্ততার।' আত্মা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাকে এসব বলা হতে থাকে। অতঃপর আত্মা বেরিয়ে এলে, তাকে নিয়ে আকাশের দিকে ওঠা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এই ব্যক্তি কে?' বলা হয়, 'অমুকের ছেলে অমুক।' প্রত্যুত্তরে বলা হয়, 'নোংরা আত্মাকে কোনও স্বাগত জানানো হবে না। এটি নোংরা দেহে ছিল! ধিকৃত হয়ে ফিরে যাও; তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।' এরপর তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। তারপর সে

কবরে যাবে।'[১]

[২৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ حَتَّى إِنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَشُمُّونَهُ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ جَاءَتْكُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَكُلَّمَا أَتَوْا سَمَاءً قَالُوا ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعْهُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ لَهُمْ أَمَا أَتَاكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ يَقُولُونَ ذُهِبَ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ تَأْتِيهِ بِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطَةً عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ كُلَّمَا أَتَوْا عَلَى أَرْضٍ قَالُوا ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ إِلَى أَرْوَاحِ الْكُفَّارِ

"মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এলে, তার কাছে রহমতের ফেরেশতারা একটি সাদা রেশমি রুমাল নিয়ে হাজির হয়। অতঃপর তারা বলে, 'সন্তুষ্ট অবস্থায় ও (রবের) সন্তোষভাজন হয়ে বেরিয়ে আসো। (বেরিয়ে আসো) আল্লাহর সন্তুষ্টি, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি ও ক্রোধবিহীন রবের দিকে।' অতঃপর সর্বোৎকৃষ্ট মানের মেশ্‌কের ঘ্রাণের ন্যায় আত্মাটি বেরিয়ে আসে। ফেরেশতারা সেটি হাতে নিয়ে একে অপরকে দেয় এবং তার ঘ্রাণ নেয়। একপর্যায়ে তারা সেটি নিয়ে আকাশের দরজায় উপনীত হয়। তখন (আকাশের) ফেরেশতারা বলে, 'এর ঘ্রাণ কতই না উত্তম! এটি পৃথিবীর দিক থেকে তোমাদের কাছে এসেছে।' প্রত্যেক আকাশে উপনীত হলে তারা এ কথা বলে। একপর্যায়ে তারা সেটি নিয়ে মুমিনদের আত্মাসমূহের নিকট হাজির হয়। দীর্ঘদিন-অনুপস্থিত-

[১] আহমাদ, *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৭/৭১; ইবনু মাজাহ, ৪২৬২। সনদটি সহীহ্।

ছিল এমন কেউ তোমাদের কারও কাছে এলে, সে যতটা খুশি হয়, মুমিনরা ওই আত্মাটি পেয়ে তার চেয়ে বেশি খুশি হয়। তারা তার কাছে জানতে চায়, 'অমুকের কী হয়েছে? অমুকের কী হয়েছে?' তখন তারা বলে, 'তাকে ছেড়ে দাও, কিছুটা বিশ্রাম নিক, কারণ সে (এতদিন) দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ছিল।' তারপর সে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? সে তো ইতোমধ্যে মারা গিয়েছে!' তারা বলে, '(তাহলে) সে জাহান্নামে গিয়েছে।'

আর কাফিরের (মৃত্যুর) বেলায় শাস্তির ফেরেশতারা একটি খসখসে কাপড় নিয়ে তার কাছে আসে। অতঃপর বলে, 'অসন্তুষ্ট অবস্থায় ও (রবের) অসন্তোষ নিয়ে বেরিয়ে আসো। (বেরিয়ে আসো) আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধের দিকে। অতঃপর তা লাশের সবচেয়ে বাজে গন্ধের ন্যায় বেরিয়ে আসে। তারা সেটি নিয়ে পৃথিবীর দরজায় চলে যায়, আর বলতে থাকে—ছিঃ! কী বাজে গন্ধ! প্রত্যেক ভূখণ্ডে উপনীত হলে তারা এ মন্তব্য করে। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে নিয়ে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে হাজির হয়।" '[১]

[২৯] উবাদা ইবনুস সামিত ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَحَبَّ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ لَهُ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ فَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন, আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।"

আয়িশা ﵂ অথবা নবি ﷺ এর কোনও এক স্ত্রী বললেন, 'আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।' তিনি বললেন, "বিষয়টি এমন নয়। বরং মুমিনের মৃত্যু

---

[১] নাসাঈ, *সুনান*, ৪/৮।

ঘনিয়ে এলে, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনে যা পেশ করা হয়, তার চেয়ে অধিক পছন্দের আর কিছুই থাকে না। তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ তার জন্য প্রিয় হয়ে উঠে, আর তার সাক্ষাৎও আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে যায়। আর কাফিরের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে, তাকে আল্লাহর শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনে যা পেশ করা হয়, তার চেয়ে অধিক অপছন্দের আর কিছুই থাকে না। তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ তার জন্য অপ্রিয় হয়ে উঠে, আর তার সাক্ষাৎও আল্লাহর কাছে অপ্রিয় হয়ে যায়।" '[১]

[৩০] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, কারণ তারা অগ্রিম যা পাঠিয়েছে, সেই গন্তব্যে তারা পৌঁছে গিয়েছে।"[২]

[৩১] উসমান ﵁ এর আযাদকৃত দাস হানি ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَمَنْظَرُ الْقَبْرِ أَفْظَعُ مِنْهُ

'উসমান ﵁ কোনও কবরের সামনে দাঁড়ালে এত বেশি কাঁদতেন যে, তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করা হয়, তখন আপনি কাঁদেন না, আর এতে কাঁদছেন!' তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। এখানে মুক্তি পেলে, পরের ধাপগুলো এর চেয়ে

---

[১] নাসাঈ, *সুনান,* ৪/৯; ইবনু মাজাহ, *সুনান,* ৪২৬৪; বুখারি, ৬৫০৭; মুসলিম, ২৬৮৪; দারিমি, *সুনান,* ২/২২০।

[২] নাসাঈ, ৪/৫৩; দারিমি, *সুনান,* ২/১৫৬; বুখারি, ১৩৯৩।

সহজ; আর এখানে মুক্তি না পেলে, পরের ধাপগুলো এর চেয়ে নিকৃষ্ট।" তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ (আরও) বলেছেন, "আমি যেসব দৃশ্য দেখেছি, তার মধ্যে কবরের দৃশ্য সবচেয়ে ভয়ংকর।" '[১]

[৩২] উসমান ﷺ এর আযাদকৃত গোলাম হানি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِجِنَازَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَصَاحِبُهُ يُدْفَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

'আমি উসমান ইবনু আফ্‌ফান ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি কবরের নিকট লাশের পাশ দিয়ে যান। তাকে তখন দাফন করা হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো, এবং আল্লাহর নিকট চাও—তিনি যেন তাকে শক্তি যোগান, কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।" ' '[২]

---

[১] তিরমিযি, *সুনান,* ২৪১০; ইবনু মাজাহ, ৪২৬৭; হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক,* ১/৩৭১; *আল-ফাতহুর রব্বানি,* ৮/১০৬।

[২] আবূ দাউদ, ২/১৯৪; হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক,* ১/৩৭০ (হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম যাহাবি হাকিমের সাথে একমত); বাইহাকি, *সুনান,* ৪/৫৬।

দ্রুত জানাযা দেওয়া

[৩৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"তোমরা দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা কোরো; কারণ মৃতব্যক্তি সৎ হলে তো, তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিচ্ছো, আর সৎ ছাড়া অন্য কিছু হলে, তোমরা কেবল তোমাদের ঘাড় থেকে একটি অনিষ্ট নামিয়ে দিচ্ছো।"[১]

---

[১] বুখারি, ১৩১৫; মুসলিম, ৯৪৪; আবূ দাউদ, ২/১৮৩; বাইহাকি, *সুনান*, ৪/২১।

বাস্তবতা দেখে মৃতব্যক্তি যা বলে

[৩৪] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

"যখন মৃতব্যক্তিকে (খাটিয়ায়) রেখে, লোকজন তা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়, তখন সে সৎ হলে বলে, 'আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলো!' আর অসৎ হলে বলে, 'হায় দুর্ভোগ! তোমরা এটি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?' তার আওয়াজ মানুষ ছাড়া সবকিছুই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে, অজ্ঞান হয়ে পড়ত।"[১]

---

[১] বুখারি, ১৩১৪; বাইহাকি, *সুনান*, ৪/২১।

মৃত্যুর পর দেহে রূহ ফিরে আসার দলীল

মৃতব্যক্তির দেহে রূহ ফিরে আসে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়; মুমিনকে পুরস্কার ও কাফিরকে শাস্তি দেওয়া হয়—এ মর্মে দলিল-প্রমাণ:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে কোরো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। আর যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনও সেখানে পৌঁছায়নি, তাদের জন্যও কোনও ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।"

(আ-ল ইমরান ৩:১৬৯-১৭০)

কাফিরদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

"কিয়ামতের দিন তাদের ডেকে বলা হবে, "আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতটা ক্রোধান্বিত হচ্ছো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত হতেন তখন, যখন তোমাদের ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হতো আর তোমরা উল্টো কুফরি করতো" তারা বলবে: হে আমাদের রব, প্রকৃতই তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার জীবন দান করেছ। এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান

থেকে বের হওয়ার কোনও উপায় আছে কি?"

(আল-মুমিন/ গাফির ৪০:১০-১১)

[৩৫] মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি ﷬-এর ব্যাপারে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, 'এটি কাফিরদের বক্তব্য। কাফিরের (একটি) মৃত্যু হলো তার পার্থিব জীবনে কুফরির উপর (অটল) থাকা, আর দ্বিতীয়টি হলো তার (স্বাভাবিক) মৃত্যু। এ হলো দুটি মৃত্যু। আর দু' জীবনের একটি হলো তার মৃত্যুর পর কবরের জীবন, আর দ্বিতীয়টি হলো পুনরুত্থানের জন্য জীবনলাভ।'

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি ﷬ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কাফিরের দেহ জীবিত, কিন্তু তার অন্তঃকরণ মৃত। এটিই হলো আল্লাহর এ কথার তাৎপর্য:

أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

"যে ব্যক্তি (প্রথমে) মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি।"

(সূরা আল-আনআম ৬:১২২)

তিনি বলেন, '(এ আয়াতের অর্থ হলো) যে কাফির ছিল, আর আমি তাকে হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দিয়েছি। সুতরাং কাফিরের মৃত্যু ও জীবন দ্বারা মূলত ওই মৃত্যু ও জীবনকে বুঝানো হয়, যা সে তার (স্বাভাবিক) মৃত্যুর পর লাভ করে, যে মৃত্যুর পর সে পানাহার করে না; তারপর সে পুনরুত্থানের জন্য জীবন লাভ করে।'

অন্য আরেকজনের ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেন, 'দু'টি মৃত্যুর একটি হলো ওই মৃত্যু, যা সে দুনিয়ার জীবন শেষে লাভ করে, আর অপর মৃত্যুটি সে পাবে যখন শিঙ্গায় প্রথমবার ফু দেওয়া হবে। দু'টি জীবনের একটি হলো তার মৃত্যুর (অব্যবহিত) পরের জীবন, যা সে লাভ করে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ও শাস্তি উপলব্ধির জন্য, আর অপর জীবনটি হলো পুনরুত্থানের জন্য।' অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এ উদ্দেশে (মৃত্যুর পর) তার দেহে তার রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। প্রমাণস্বরূপ নিচের হাদীসসমূহ দেখুন:

[৩৬] বারা ইবনু আযিব ﷛ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ

اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمُ الشَّمْسَ مَعَهُمْ حَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ وَكَفَنٌ مِنْ كَفَنِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ نَفْسُهُ فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ

فَأَخَذَهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَلَا يَمُرُّونَ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى

فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيَقُولَانِ مَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَافْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ

وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ فَهَذَا يَوْمُكَ

الَّذِى كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ الَّذِى يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي

قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِى إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهَا فَيَنْتَزِعُونَهَا وَمَعَهَا الْعَصَبُ وَالْعُرُوقُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُونَهَا فَيَجْعَلُونَهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ قَالَ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ

فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ قَالَ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

قَالَ ثُمَّ تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِى قَالَ فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِى

قَالَ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِى قَالَ فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِى فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ وَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ

قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِى يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ وَمَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِّ قَالَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ قَالَ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ

'আমরা এক আনসার ব্যক্তির জানাযার উদ্দেশে রওয়ানা হই। কবরের কাছে পৌঁছে দেখি, কবরের খননকাজ চলছে। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বসেন। আমরাও তাঁর পাশে এমনভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে একটি কাঠি। তা দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাটছেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে বলেন,

"তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। কারণ, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাতের দিকে (রওয়ানা) হয়, তখন শুভ্র-চেহারার ফেরেশতারা আকাশ থেকে নেমে তার কাছে আসেন। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় (উজ্জ্বল)। সঙ্গে থাকে জান্নাতের বস্ত্র ও সুগন্ধি। একজন ফেরেশতা তার মাথার কাছে বসে বলেন, 'ওহে স্থির আত্মা, বেরিয়ে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে।' তখন তার আত্মা এমন (মসৃণ)ভাবে বেরিয়ে যায়, যেভাবে চামড়ার মশ্‌কের মুখ থেকে পানি বেরিয়ে আসে।

তারা আত্মাটি গ্রহণ করেন; জান কবয করার সময় তারা তা এক মুহূর্তের জন্যও ছাড় দেন না। একপর্যায়ে তারা সেটি নিয়ে ওই বস্ত্র ও সুগন্ধির মধ্যে রাখেন। অতঃপর তা থেকে বেরিয়ে আসে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি—মেশ্‌ক। তারা ফেরেশতাদের যেসব দলের পাশ দিয়ে যান, তাদের প্রত্যেকেই বলেন—এ পবিত্র রূহটি কী? তারা বলেন, (এটি) অমুকের ছেলে অমুক; দুনিয়ায় তাকে যেসব নামে ডাকা হতো, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর

নাম সহকারে তার পরিচয় দেওয়া হয়। নিকটতম আকাশের দরজাসমূহে পৌঁছার পর, তার জন্য (দরজা) খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আকাশ পর্যন্ত সঙ্গ দেয়। এভাবে তাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দার আমলনামা সপ্তম আকাশের ইল্লিয়্যীনে লিপিবদ্ধ করে রাখো। আর তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নাও, কারণ আমি তাদের এখান থেকে সৃষ্টি করেছি, এখানে আমি তাদের ফিরিয়ে দেবো, আর এখান থেকে তাদের আরেকবার বের করব।' (সূরা ত্ব-হা ২০:৫৫)

তারপর তার দেহে পুনরায় আত্মা প্রবেশ করানো হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসান। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার রব কে? সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'আমার দ্বীন ইসলাম।' তারপর তারা বলেন, 'এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?' সে বলে, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ।' তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কীভাবে জানো?' সে বলে, 'আমি আল্লাহ তাআলার কিতাব পাঠ করেছি। তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং (তাকে) সত্যায়ন করেছি।' তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করেন, 'আমার গোলাম সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।' তারপর জান্নাতের সুঘ্রাণ ও সুবাতাস তার নিকট আসতে থাকে। দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত হয়, (তার কবরটি) তার জন্য ততদূর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

তার আমল তার সামনে একজন সুশ্রী মানুষের সুরতে হাজির হয়, যার কাছ থেকে সুঘ্রাণ আসতে থাকে। সে বলে, 'সুসংবাদ লও এমন কিছুর যা তোমাকে খুশি করে দেবে। এটি হলো তোমার দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।' সে (অর্থাৎ মুমিন) বলে, 'কে তুমি? তুমি তো কল্যাণ নিয়ে এসেছ!' সে বলে, 'আমি তোমার সৎকর্ম।' সে বলে, 'হে রব, কিয়ামাত ঘটাও! হে রব, কিয়ামাত ঘটাও! যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি।'

আর অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে পরপারে পাড়ি জমানোর সময় এলে, আকাশ থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা নেমে তার

কাছে আসে। সঙ্গে থাকে খসখসে কাপড়। তারা এসে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে বলে, 'ওহে নোংরা আত্মা, আল্লাহর রাগ ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে আসো।' আত্মাটি তার দেহে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। ফেরেশতা তা টেনে-হিঁচড়ে বের করে। এর ফলে তার শিরা-উপশিরা ও স্নায়ু ছিঁড়ে যায়; অনেক শাখাবিশিষ্ট লৌহশলাকা দিয়ে ভেজা তুলার মধ্যে মোচড়ানো হলে যে অবস্থা হয়, অনেকটা সে রকম। অতঃপর ফেরেশতারা তা নিয়ে ওই খসখসে কাপড়ের মধ্যে রাখে। তা থেকে লাশের সবচেয়ে বাজে গন্ধ বেরিয়ে আসে।

তারা ওই আত্মাটি নিয়ে ফেরেশতাদের যেসব দলের পাশ দিয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকেই বলে—এ নোংরা রূহটি কী? তারা বলে, (এটি) অমুকের ছেলে অমুক। দুনিয়ায় তাকে যেসব নামে ডাকা হতো, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্রী নাম সহকারে তার পরিচয় দেওয়া হয়। নিকটতম আকাশে পৌঁছার পর, তার জন্য (দরজা) খুলতে বলা হয়; কিন্তু তার জন্য (দরজা) খোলা হয় না। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঠ করে শোনান,

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭:৪০)

এ আয়াতটির শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠ করে শোনান। তখন বরকতময় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তার আমলনামা সপ্তম পৃথিবীর নিচে অবস্থিত সিজ্জীনে লিখে রাখো। আর তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নাও, কারণ আমি তাদের এখান থেকে সৃষ্টি করেছি, এখানে আমি তাদের ফিরিয়ে দেবো, আর এখান থেকে তাদের আরেকবার বের করব।' তখন তাকে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয়। এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, অথবা বাতাস তাকে নিয়ে এমন জায়গায় ছুড়ে ফেলবে, যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

(সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩১)

অতঃপর তার দেহে পুনরায় রূহ প্রবেশ করানো হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' সে বলে, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না।' তারপর তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন

কী?' সে বলে, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না।' তারপর তারা তাকে বলেন, 'এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?' সে বলে, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না।' তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করেন, 'আমার গোলাম মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।' এরপর জাহান্নামের উত্তাপ ও গরম বাতাস তার কাছে আসতে থাকে। আর তার কবরটি এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, (এর চাপে) তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

তার সামনে একজন কুশ্রী মানুষ হাজির হয়, যার কাছ থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। সে বলে, 'সুসংবাদ লও এমন কিছুর যা তোমাকে অখুশি করে দেবে। এটি হলো তোমার দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।' সে বলে, 'কে তুমি? তুমি তো অকল্যাণ নিয়ে আসছ।' সে বলে, 'আমি তোমার নোংরা কর্ম।' সে বলে, 'হে রব, কিয়ামাত সংঘটিত কোরো না! হে রব, কিয়ামাত সংঘটিত কোরো না!' "[১]

[৩৭] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الرُّوحُ بِيَدِ الْمَلِكِ وَالْجَسَدُ يُقَلَّبُ فَإِذَا حَمَلُوهُ تَبِعَهُمْ فَإِذَا وُضِعَ فِي الْقَبْرِ بَثَّهُ فِيهِ

'(মানুষের মৃত্যুর অব্যবহিত পর) রূহ থাকে ফেরেশতার হাতে, আর (এদিকে) দেহের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। তারপর লোকজন যখন তাকে বহন করে নিয়ে চলে, তখন ফেরেশতা তাদের পেছনে পেছনে যায়। অতঃপর দেহটি কবরে রাখা হলে, ফেরেশতা ওই আত্মাটি এর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।'[২]

---

[১] আবূ দাউদ, *সুনান,* ২/৫৪০ (এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন); *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৪৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ, আল-ফাতহুর রব্বানি,* ৭/৭৪।

[২] সুয়ূতি, *জামিউল জাওয়ামি',* ২/৩৬৫ (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি); *কানযুল উম্মাল,* ১৫/৭৪২।

প্রশ্নোত্তর শেষে সকাল-সন্ধ্যায় গন্তব্য উপস্থাপন

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে মৃতব্যক্তিকে সকাল-সন্ধ্যায় তার (চূড়ান্ত) গন্তব্য দেখানো হয়। এই সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

“আর ফিরআউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে। দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদের সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফিরআউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।”

(সূরা আল-মুমিন/ গাফির ৪০:৪৫-৪৬)

মুজাহিদ ﷺ বলেন, ‘ “দোযখের আগুনের সামনে তাদের সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়।”—এর মানে হলো যতদিন দুনিয়া থাকবে, ততদিন এ অবস্থা চলতে থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভর্ৎসনা, তাচ্ছিল্য ও শাস্তির সুরে তাদের বলা হয়, “ওহে ফিরআউনের লোকজন! এই হলো তোমাদের গন্তব্যস্থল।” ’

[৩৮] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ

“তোমাদের কেউ মারা গেলে, সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তার (ভবিষ্যৎ) আবাসস্থলের সামনে হাজির করা হয়; জান্নাতবাসীকে জান্নাতের সামনে, আর জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামের সামনে। (তখন) বলা হয়, ‘এটি তোমার আবাসস্থল; যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করছেন।’ ”[১]

[৩৯] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

[১] বুখারি, ১৩৭৯; ইবনু মাজাহ, ৪২৭০; মুসলিম, ২৮৬৬; তিরমিযি, ৩/৩৮৪।

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ

"ব্যক্তি মারা গেলে, তার সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তার গন্তব্যস্থল হাজির করা হয়; জান্নাতবাসী হলে জান্নাত, আর জাহান্নামবাসী হলে জাহান্নাম (হাজির করা হয়)।"

হাদীসটিতে (বর্ণনাকারী) আবদুর রায্যাককে জিজ্ঞাসা করা হলো, '(তাকে) কি এভাবে বলা হয়: কিয়ামাতের দিন তোমাকে পুনরুত্থিত করে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ!'[১]

[৪০] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْقَبْرُ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ جَهَنَّمَ أَوْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"কবর হলো জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত, কিংবা জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান।"[২]

[৪১] মাইমূন ইবনু মাইসারা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ صَرْخَتَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كَانَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ذَهَبَ اللَّيْلُ وَعُرِضَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَى النَّارِ فَلَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَإِذَا كَانَ الْعَشِيُّ قَالَ ذَهَبَ النَّهَارُ وَجَاءَ اللَّيْلُ وَعُرِضَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَى النَّارِ فَلَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

"আবূ হুরায়রা ﷺ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দু'বার জোরে চিৎকার করতেন। দিনের শুরুতে তিনি বলতেন, 'রাত তো শেষ হয়ে গেল। ফিরআউনের দলবলকে জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয়েছে।' তারপর কেউ তাঁর আওয়াজ শুনতে পেত না; কেবল এটুকু (শোনা যেত) যে, তিনি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন। সন্ধ্যাবেলা বলতেন, 'দিন শেষ হয়ে

---

[১] মুসলিম, ২৮৬৬।

[২] তিরমিযি, ২৫৭৮। তিরমিযি বলেন, 'এটি একটি গরীব হাদীস।' তিরমিযির সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৪৬।

রাত চলে এল! ফিরআউনের দলবলকে জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয়েছে।’ তারপর কেউ তাঁর আওয়াজ শুনতে পেত না; কেবল এটুকু (শোনা যেত) যে, তিনি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন।”

মুনাফিকদের শাস্তি দু'বারে

মুনাফিকরা জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার আগে কবরে শাস্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

"তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন থাকে, তাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক আছে। অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও আছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকিতে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছে। তোমরা তাদের চিনো না, আমি তাদের চিনি। শীঘ্রই আমি তাদের দু'বার শাস্তি দেবো। তারপর আরও বড় শাস্তির জন্য তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

(সূরা আত-তাওবাহ ৯:১০১)

"শীঘ্রই আমি তাদের দু'বার শাস্তি দেবো।"-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা ﵀ বলেন, 'একটি শাস্তি হলো কবরে, আর অপরটি জাহান্নামে।'

[৪২] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوهُ قَالُوا هَذَا كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُعْجِبُوا بِهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا

"আমাদের মধ্যে এক লোক ছিল বানুন নাজ্জার গোত্রের। সে সূরা আল-বাকারাহ ও আ-ল ইমরান পড়েছিল। সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর (ওহি)-লেখকের কাজ করত। এরপর সে পালিয়ে গিয়ে আহলুল কিতাব (ইয়াহূদি ও খৃষ্টান)-দের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা এ কথা বলে তাকে উচ্চ পদমর্যাদা প্রদান করে, 'এই লোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর (ওহি)-লেখক ছিলেন!' তাকে পেয়ে তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই, আল্লাহ তার মৃত্যু ঘটান। তারা একটি গর্ত করে সেখানে তাকে দাফন করে। কিন্তু ভূ-গর্ভ তাকে বাইরে

ছুড়ে ফেলে। (তারা তাকে পুনরায় দাফন করে। কিন্তু একই ঘটনা তিনবার ঘটার পর) তারা তাকে (আর দাফন না করে) সেভাবেই ফেলে রাখে।"[১]

[৪৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَلَّ فِينَا وَكَانَ النَّبِيُّ يُمْلِي عَلَيْهِ غَفُورًا رَحِيمًا فَيَقُولُ أَكْتُبُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ وَيُمْلِي عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فَيَقُولُ أَكْتُبُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ قَالَ

فَارْتَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّي كُنْتُ لَأَكْتُبُ كَيْفَ شِئْتُ فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ

قَالَ أَنَسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوَجَدَهُ مَنْبُوذًا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ مَا شَأْنُ هَذَا الرَّجُلِ قَالُوا قَدْ دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ

"এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর (ওহি) লেখকের কাজ করত। ইতোমধ্যে সে সূরা আল-বাকারাহ ও আ-ল ইমরান পড়ে নিয়েছিল। আমাদের মধ্যে সে চমৎকারভাবে আল-বাকারাহ ও আ-ল ইমরান পড়তে পারত। নবি ﷺ তাকে লিখতে বলতেন, غَفُورًا رَحِيمًا (সূরা আন-নিসা ৪:২৩); সে বলত, 'আমি লিখতাম عَلِيمًا حَكِيمًا (সূরা আন-নিসা ৪:১১)। তখন নবি ﷺ তাকে বলতেন, 'তুমি যেভাবে চাও, লিখো।' তিনি তাকে লিখতে বলতেন, عَلِيمًا حَكِيمًا (সূরা আন-নিসা ৪:১১); সে বলত, 'আমি লিখতাম سَمِيعًا بَصِيرًا (সূরা আন-নিসা ৪:৫৮)। নবি ﷺ তাকে বলতেন, 'তুমি যেভাবে চাও, লিখো।'

পরবর্তীকালে ওই লোকটি মুরতাদ (ইসলামত্যাগী) হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে (তাদের) বলে, 'তোমাদের মধ্যে আমিই মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে অধিক জানি। আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই (ওহি) লিখতাম!'

---

[১] মুসলিম, ২৭৮১।

অতঃপর লোকটি মারা যায়। তখন নবি ﷺ বলেন, 'ভূমি তাকে গ্রহণ করবে না।' "

আনাস رضي الله عنه বলেন, "আবূ তালহা رضي الله عنه আমাকে বলেছেন যে, ওই লোকটি যেখানে মারা গিয়েছিল, তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন—তার লাশ (মাটির উপরে) পড়ে আছে। আবূ তালহা رضي الله عنه জিজ্ঞাসা করেন, 'এই লোকের এ অবস্থা কেন?' তারা বলে, 'আমরা তাকে কয়েকবার দাফন করেছিলাম, কিন্তু ভূমি তাকে গ্রহণ করেনি।' "[১]

[৪৪] ইবনু হান্তাব মাখযূমি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فِي الْمَقَابِرِ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَحَادَتْ بِهِ بَغْلَتُهُ حَيْدَةً فَوَثَبَ إِلَيْهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَأْخُذُوا بِلِجَامِهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا سَمِعَتْ عَذَابَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ رَجُلًا مُنَافِقًا

'তাঁর কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর একটি সাদা খচ্চরে চড়ে বাকীউল গারকাদ-এর কবরগুলোর পাশ দিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর খচ্চরটি রাস্তা থেকে সরে অন্যদিকে চলে যায়। এর লাগাম ধরার জন্য মুসলিমদের কয়েকজন দৌড়ে যান। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এটিকে ছেড়ে দাও! সা'দ ইবনু যুরারা-কে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; আর খচ্চরটি তা শুনতে পেয়েছে।" সা'দ ইবনু যুরারা ছিল একজন মুনাফিক।'

[৪৫] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَوِ الْإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُنْكَرٌ وَلِلْآخَرِ نَكِيرٌ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ

إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيَقُولَانِ إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ

---

[১] বুখারি, ৩৬১৭।

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ دَعُونِي أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي أُخْبِرُهُمْ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَكُنْتُ أَقُولُهُ فَيَقُولَانِ إِنَّا كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ

“যখন তোমাদের কাউকে—অথবা কোনও মানুষকে—কবর দেওয়া হয়, তখন তার কাছে কালো ও নীল (চক্ষুবিশিষ্ট) দু'জন ফেরেশতা আসে; তাঁদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপরজনকে নাকীর। তারা জিজ্ঞাসা করে, ‘এই ব্যক্তি, অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ, সম্পর্কে তুমি কী বলতে?’ সে (দুনিয়াতে) যা বলত, (কবরেও) তা-ই বলবে।

মুমিন হলে সে বলবে, ‘তিনি আল্লাহর গোলাম ও তাঁর রাসূল।’ এবং সে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম ও রাসূল। ফেরেশতা দু'জন বলবে, ‘আমরা জানতাম, তুমি ওই কথা বলবে।’ এরপর তার কবরকে দৈর্ঘ্যে সত্তর হাত ও প্রস্থে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তার জন্য কবরটিকে আলোকিত করে তোলা হবে। তারপর তাকে বলা হবে, ‘ঘুমাও!’ সে বলবে, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের (এই) খবর দিই।’ তখন তাকে বলা হবে, ‘নব-বিবাহিতের ন্যায় ঘুম দাও! যার ঘুম তার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয়জন ছাড়া অন্য কেউ ভাঙায় না।’ (সে ঘুমাতে থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাকে ওই শয্যা থেকে ওঠাবেন।

আর (কবরবাসী) মুনাফিক হলে বলবে, ‘আমি জানি না। লোকদের ওটা বলতে শুনেছিলাম। আর আমিও সেটা বলতাম।’ ফেরেশতা দু'জন বলবে, ‘আমরা জানতাম, তুমি ওই কথা বলবে।’ তারপর ভূগর্ভকে বলা হবে, ‘তাকে চাপ দাও।’ (মাটি) তাকে এত জোরে চাপ দেবে যে, তাতে তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। তারপর তাকে সেখানে শাস্তি দেওয়া হতে

থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাকে ওই শয্যা থেকে ওঠাবেন।”[১]

[১] তিরমিযি, ১০৭৭।

যারা আল্লাহর স্মরণ এড়িয়ে চলে

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার স্মরণ এড়িয়ে চলে, সে কিয়ামাতের দিন শাস্তি পাওয়ার আগে কবরে শাস্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণকে এড়িয়ে চলে, তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন, এবং কিয়ামাতের দিন আমি তাকে ওঠাবো অন্ধ করে।"

(সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)

[৪৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

' "তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন।"

(সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)"[১]

—এ প্রসঙ্গে নবি ﷺ বলেছেন, 'এর অর্থ হলো কবরের শাস্তি।' '

[৪৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ عَذَابُ الْقَبْرِ

"সংকীর্ণ জীবন মানে কবরের শাস্তি।" '

[৪৮] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَعِيشَةً ضَنْكًا عَذَابُ الْقَبْرِ

" 'সংকীর্ণ জীবন' (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪) মানে কবরের শাস্তি।" '[২]

[৪৯] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, ' 'সংকীর্ণ জীবন' (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪) প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ فِيهِ

"তার জন্য তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তাতে তার

---

[১] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক,* ১/৩৮১। তিনি বলেন, 'হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।' যাহাবি তাঁর সাথে একমত।

[২] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক,* ১/৩৮১।

পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে।" '

[৫০] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الْمَعِيشَةَ الضَّنْكَ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَيْهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا يَنْهَشْنَهُ فِي الْقَبْرِ

'সংকীর্ণ জীবন মানে—কবরে তার উপর নিরানব্বইটি সরীসৃপ লেলিয়ে দেওয়া হবে, যেগুলো তাকে দংশন করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।'[১]

[৫১] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, "مَعِيشَةً ضَنْكًا সংকীর্ণ জীবন। (সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)"—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এর অর্থ হলো কবরের শাস্তি।' '

***[২]

[৫২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّوْنَ عَنْهُ

فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ

فَيُقَالُ لَهُ اجْلِسْ فَيَجْلِسُ قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَا تَقُولُ فِيهِ فَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي قَالَ فَيَقُولَانِ إِنَّكَ سَتَفْعَلُ هَذَا فَأَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ عَمَّا تَسْأَلُونِي قَالَ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي فِيكُمْ وَبِمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِالْحَقِّ

---

[১] অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীসের জন্য দেখুন: ইবনু হিব্বান, *সহীহ,* ৭৮২, ৭৮৩; হাদীসটি 'হাসান'। দ্রষ্টব্য: *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৫৫।

[২] 'সংকীর্ণ জীবন'-এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'কবর তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে।'

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَيِيْتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ وَيُعَادُ الْجَسَدُ كَمَا بَدَأَ وَتُجْعَلُ نَسَمَتُهُ مِنَ النَّسِيمِ الطَّيِّبِ وَهُوَ طَايِرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ثُمَّ أُتِيَ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ثُمَّ أُتِيَ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ثُمَّ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ فَيُقَالُ لَهُ اجْلِسْ فَيَجْلِسُ خَايِفًا مَرْعُوبًا فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ فِيكُمْ أَيُّ رَجُلٍ هُوَ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَيُّ رَجُلٍ فَيُقَالُ الَّذِى كَانَ فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِى لِاسْمِهِ حَتَّى يُقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ مَا أَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَيِيْتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে তার সঙ্গীরা চলে আসার সময়, সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

সে মুমিন হলে, সালাত তার মাথার কাছে অবস্থান নেয়, সিয়াম থাকে তার ডানে, যাকাত থাকে বামে, আর দান-সদাকাহ্, সম্পর্ক রক্ষা, ভালো কাজ ও মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ সংক্রান্ত কল্যাণজনক কাজসমূহ থাকে তার দু'পায়ের কাছে। (ফেরেশতাকে) তার মাথার দিক দিয়ে আনা হলে, সালাত বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই। ডানদিক দিয়ে আনা হলে, সিয়াম বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই। বাম দিক দিয়ে আনা হলে, যাকাত বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই। দু'পায়ের দিক দিয়ে আনা হলে, দান-সদাকাহ্, সম্পর্ক রক্ষা, ভালো কাজ ও মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ সংক্রান্ত কল্যাণজনক কাজসমূহ বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই।

তখন তাকে বলা হবে, 'বসো।' সে বসবে। ইতোমধ্যে তার সামনে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যেন কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য অস্ত যাবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'এই যে! তাঁর ব্যাপারে তুমি কী বলো?' সে বলবে, 'ছেড়ে দিন আমাকে! আমি সালাত আদায় করব।' তারা বলবে, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তা করতে পারবে। আমরা তোমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করছি, (আগে) তার উত্তর দাও।' সে বলবে, 'আপনারা কী বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন?' ফেরেশতা বলবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল? তাঁর ব্যাপারে তোমার সাক্ষ্য কী?' তখন সে বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছিলেন।' তাকে বলা হবে, 'এরই উপর তুমি জীবন কাটিয়েছ, এরই উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর এরই উপর—ইন শা আল্লাহ—তোমাকে ওঠানো হবে।'

তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে বলা হবে, 'এর ভেতর তোমার আসনটির দিকে তাকিয়ে দেখো, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন!' এতে তার সুখ ও আনন্দ বেড়ে যাবে। তারপর তার কবরটিকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে তার জন্য আলোকিত করে দেওয়া হবে। তার দেহটি শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। সেখানে মৃদুমন্দ সমীরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আর সে (জান্নাতে) উড়ে বেড়াবে এবং জান্নাতের বৃক্ষ থেকে আহার করবে।

(বর্ণনাকারী) মুহাম্মাদ বলেন, 'আমি উমার ইবনুল হাকাম ইবনি

সাওবান-কে বলতে শুনেছি—সে নব-বিবাহিতের ন্যায় ঘুম দেবে, যার ঘুম তার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয়জন ছাড়া অন্য কেউ ভাঙায় না। (সে ঘুমাতে থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাকে ওই শয্যা থেকে ওঠাবেন।' তারপর তিনি আবূ হুরায়রার হাদীসে ফিরে আসেন—

আর এটিই হলো নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য:

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন, আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন। তিনি যা চান, তা-ই করবেন।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:২৭)

আর (মৃত ব্যক্তি) কাফির হলে, (ফেরেশতাকে) তার ডান, বাম ও দু'পায়ের দিক দিয়ে আনা হবে; কিন্তু তার কোনও দিকে কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর তাকে বলা হবে, 'বসো।' সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসবে। তাকে বলা হবে, 'আচ্ছা, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে ছিলেন, ইনি কে? তাঁর ব্যাপারে তুমি কী বলো। তাঁর ব্যাপারে তোমার সাক্ষ্যই বা কী?' সে বলবে, 'কোন লোক?' বলা হবে, 'যিনি তোমাদের মধ্যে ছিলেন।' সে তাঁর নামের কোনও দিশা খুঁজে পাবে না। একপর্যায়ে (তাকে) বলা হবে, '(ইনি) মুহাম্মাদ!' সে বলবে, 'আমি জানি না। (তবে) লোকদের কিছু একটা বলতে শুনেছিলাম, আর আমিও তা-ই বলেছি।' অতঃপর তাকে বলা হবে, 'এরই উপর তুমি জীবন কাটিয়েছ, এরই উপর তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর এরই উপর—ইন শা আল্লাহ—তোমাকে ওঠানো হবে।'

তারপর তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে বলা হবে, 'জাহান্নামের ভেতর ওইটি তোমার আসন। (দেখো,) আল্লাহ সেখানে তোমার জন্য কত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন।' এতে তার পরিতাপ ও বিধ্বস্ত-ভাব (আরও) বেড়ে যাবে। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দিয়ে বলা হবে, 'তুমি যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাহলে এটি হতো তোমার আসন! (দেখো,) আল্লাহ সেখানে তোমার জন্য কত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলেন!' এতে তার পরিতাপ ও বিধ্বস্ত-ভাব (আরও) বেড়ে যাবে। তারপর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তাতে তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে।'

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, এটিই হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত কথার

তাৎপর্য—

“তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন, এবং কিয়ামাতের দিন আমি তাকে ওঠাবো অন্ধ করে।”

(সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)[১]

[৫৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَيَرْحُبُ قَبْرُهُ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُونَ فِيمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا أَتَدْرُونَ مَا التِّنِّينُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَيَّةً لِكُلِّ حَيَّةٍ تِسْعَةُ رُءُوسٍ يَنْفُخُونَ فِي جِسْمِهِ وَيَلْسَعُونَهُ وَيَخْدُشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“মুমিন কবরে থাকবে সবুজ উদ্যানের মধ্যে। তার কবরটি সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। সেটি তার জন্য পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে। তোমরা কি জানো, এই আয়াত কাদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে?—

“তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন, এবং কিয়ামাতের দিন আমি তাকে ওঠাবো অন্ধ করে।”

(সূরা ত্ব-হা ২০:১২৪)

তোমরা কি জানো, সংকীর্ণ জীবন কী?” তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বলেন,

“কাফিরের কবরে শাস্তি (প্রসঙ্গে)। শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তার উপর নিরানব্বইটি 'তিন্নীন' লেলিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা কি জানো, 'তিন্নীন' কী? (তা হলো) নিরানব্বইটি সাপ। প্রত্যেকটি সাপের রয়েছে নয়টি মাথা। সেগুলো তার দেহে নিঃশ্বাস ছাড়বে, তাকে দংশন করবে এবং আঁচড়

---

[১] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক,* ১/৩৭৯; ইবনু হিব্বান, *সহীহ্,* দ্রষ্টব্য: *মাওয়ারিদুয যাম্‌আন,* ৭৮১; তাবারানি, *আল-মু'জামুল আওসাত,* বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ,* ১০৮ (এর ইসনাদটি হাসান)। দেখুন: *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৫১।

দেবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে।" '[১]

[৫৪] যাজান ﷺ এর বরাতে সুফ্ইয়ান ﷺ বলেন,

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ

' "আর সেদিনটি আসার আগেও জালিমদের জন্য একটা আযাব আছে।"

(সূর আত-তূর ৫২:৪৭)

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '(সেটি হলো) কবরের আযাব।' '

[৫৫] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ

"আর সেদিনটি আসার আগেও জালিমদের জন্য একটা আযাব আছে।"

(সূরা আত-তূর ৫২:৪৭)

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '(সেটি হলো) কিয়ামাত দিবসের আযাবের আগে কবরের আযাব।'

---

[১] ইবনু হিব্বান, *সহীহ্*, দ্রষ্টব্য: *মাওয়ারিদুয যাম্আন*, ৭৮২, ৭৮৩; হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৫৫।

বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শাস্তির সম্ভাব্যতা

বিচ্ছিন্ন অঙ্গে প্রাণ থাকা সম্ভব। (পূর্ণাঙ্গ) দেহকাঠামো প্রাণের জন্য শর্ত নয়; যেমন শর্ত নয় প্রাণীর জন্য। আর এখান থেকে বুঝা যায়, বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

"তোমার রব যা চান, সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচিত করে নেন।"

(সূরা আল-কাসাস ২৮:৬৮)

তিনি বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন, আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন। তিনি যা চান, তা-ই করবেন।"

(সূরা ইব্রাহীম ১৪:২৭)

তিনি আরও বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

"আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই। (তিনি) চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।"

(সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫৫)

তিনি বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোনও কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।"

(সূরা আশ-শূরা ৪২:১১)

[৫৬] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ

يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةُ بْنَ

رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا

فَسَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُونَ وَأَنَّى يُجِيبُونَ وَقَدْ جَيَّفُوا فَقَالَ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا

ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ

قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ بِأَعْيَانِهِمْ حَتَّى يَسْمَعُوا قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَصَغَارًا وَنِقْمَةً وَنَدَامَةً

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বদরে নিহত (কাফির)-দের লাশ তিনদিন ফেলে রেখেছিলেন। তারপর তিনি এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন,

> 'ওহে আবূ জাহ্ল ইবনু হিশাম, ওহে উমাইয়া ইবনু খালাফ, ওহে উতবা ইবনু রবীআ, ওহে শাইবা ইবনু রবীআ! তোমাদের রব তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তোমরা সত্য পেয়েছ? আমার রব আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু তা সত্য পেয়েছি!'

উমার ؓ নবি ﷺ-এর বক্তব্য শুনে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ওরা কীভাবে শুনবে, আর কীভাবেই বা উত্তর দেবে? ওদের লাশ তো (পচে) দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে!' তিনি বলেন,

> "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা আমার কথা যত স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, ওর চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে তোমরা শুনতে পাও না। কিন্তু তারা জবাব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।"

তারপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তাদের টেনে হ্যাঁচড়ে নিয়ে বদরের কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়।'[১]

কাতাদা ؒ বলেন, 'আল্লাহ্ সেসব নেতাকে জীবিত করে দিয়েছিলেন, যাতে তারা তাঁর কথা শুনতে পায়। তাদেরকে ভর্ৎসনা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, প্রতিশোধ ও অনুশোচনার মুখোমুখি করার উদ্দেশে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

---

[১] মুসলিম, *সহীহ্*, ২৮৭৪।

(মৃত্যুর পর) তাদের মধ্যে এতটুকু প্রাণসঞ্চার করা হয়েছে যে, তারা নবি ﷺ-এর কথা শুনতে পেয়েছে। এখান থেকে বুঝা গেল, তাদের (শারীরিক) অবস্থার পরিবর্তন (মৃত্যুর পর) প্রাণসঞ্চারণে বাধা সৃষ্টি করেনি। লাশ ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

[৫৭] খলাফ ইবনু খলীফা رحمه الله তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

شَهِدْتُ مَقْتَلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمَّا بَانَ رَأْسُهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا

'সাঈদ ইবনু জুবাইরের নিহত হওয়ার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর মাথা (দেহ থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই।" তৃতীয়বার বলতে গিয়ে তিনি তা সম্পূর্ণ বলতে পারেননি।'[১]

---

[১] এর সনদটি শক্তিশালী নয়। (ড. শারাফ মাহমূদ)

মৃত ব্যক্তির জীবন

যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করেন, যা আমরা দেখি না, অনুধাবনও করতে পারি না। সেখানে একদল থাকে রকমারি অনুগ্রহের মধ্যে, আর অপর দল থাকে নানা কষ্টে। এ সংক্রান্ত দলীলপ্রমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

মহামহিম আল্লাহ যাদের ঈমান ও দৃঢ়তা দান করেছেন, তাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

"(যারা ঘোষণা করেছে—আল্লাহ আমাদের রব, এরপর তার উপরে স্থির থেকেছে,) তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে (এবং বলে), ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।"

(সূরা ফুস্সিলাত/ হা-মীম আস-সাজদাহ ৪১:৩০)

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'এটি মৃত্যুর সময় ঘটে থাকে।'

সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ ৪১:৩০-এর ব্যাখ্যায় সুফ্ইয়ান ﷺ বলেন,

তাদের কাছে মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আসে (এবং বলে), তোমাদের সামনে কী আছে—তা ভেবে ভীত হয়ো না, পেছনে ফেলে আসা সহায়-সম্পদের জন্য দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, (মুমিনকে) তিনটি সুসংবাদ দেওয়া হবে: মৃত্যুর সময়, কবর থেকে বের হওয়ার সময়, আর যখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

(ফেরেশতারা তাকে অভয় দিয়ে বলবে)

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও।"

(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ ৪১:৩০)

আল্লাহ যাদের শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন, তাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে কোরো না। তারা আসলে জীবিত; নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত।"

(সূরা আ-ল ইমরান ৩:১৬৯-১৭০)

অতএব, তাদের ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত হলো—তারা জীবিত, যদিও পৃথিবীতে দেখা যায়, তাদের দেহ রক্তে রঞ্জিত, কোনো কোনোটি পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং সেগুলো হিংস্র পাখি ও বন্য জীবজন্তু খাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করেন, যেখানে তারা (বিভিন্ন বিষয়) উপভোগ করতে পারে। যদিও আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না।

[৫৮] মাসরূক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً فَقَالَ سَلُونِي مَا شِئْتُمْ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا مَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا إِلَى أَجْسَادِنَا فِي الدُّنْيَا تُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ قَالَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا هَذَا تُرِكُوا

'আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি:

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে কোরো না।

তারা আসলে জীবিত; নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে।”

(সূরা আ-ল ইমরান ৩:১৬৯-১৭০)

(জবাবে) তিনি বলেন, 'আমরাও (আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন,

"তাদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির ন্যায় জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর তারা আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত প্রদীপসমূহে আশ্রয় নেয়। তখন তাদের রব তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমাদের যা ইচ্ছা, আমার কাছে চাও।' তারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার কাছে আর কী চাইব?' তারা যখন দেখে, কোনও কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদের ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বলে, 'আমরা চাই—আমাদের আত্মাসমূহ আমাদের দুনিয়ার দেহে ফেরত পাঠান। এ দেহগুলোকে আপনার রাস্তায় (লড়াই করার দরুন) হত্যা করা হোক!' আল্লাহ যখন দেখেন, এটি ছাড়া তারা আর কিছুই চায় না, তখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।" '[১]

[৫৯] ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

"শহীদগণ থাকেন জান্নাতের দরজার কাছে বারিক নামক একটি ঝর্ণার পাশে; একটি সবুজ গম্বুজে। সেখানে তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যায় রিয্ক পরিবেশন করা হয়।"[২]

শাইখ رحمه الله বলেন,

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَكَأَنَّهُ فِي قَوْمٍ مِنْهُمْ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي آخَرِينَ وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ مَنَازِلُ وَدَرَجَاتٌ وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ

---

[১] মুসলিম, *সহীহ,* ১৮৮৭।

[২] হাকিম, *আল-মুস্তাদ্‌রাক,* ২/৭৪; ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: *মাওয়ারিদুয যাম্আন,* ১৬১১।

أَحْوَالُهُمْ فِيمَا يُعَذَّبُونَ بِهِ مُخْتَلِفَاتٌ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا رُوِيْنَا فِي أَنْوَاعِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَيُصْنَعُ بِقَوْمٍ هَكَذَا وَبِقَوْمٍ كَذَلِكَ لَا أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُخَالِفُ صَاحِبَهَا خِلَافَ تَنَاقُضٍ وَلَكِنَّ أَحْوَالَهُمْ تَخْتَلِفُ فِي أَنْوَاعِ مَا يُجْزَوْنَ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ

'প্রথম হাদীসটি এর তুলনায় বিশুদ্ধতর। ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ একটি হাদীস ইবনু আব্বাস ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এটি বিশুদ্ধ হলে, তা সেসবের সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হবে। প্রথম হাদীসের মূলভাব শেষের দুটি হাদীসে বিদ্যমান। জান্নাতবাসীদের যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও পদমর্যাদা রয়েছে, জাহান্নামবাসীদের অবস্থাও তদনুরূপ। তাদের শাস্তিও নানা রকমের। রকমারি প্রতিদান ও শাস্তি সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেগুলোকে এ নীতির ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করা যায়। অর্থাৎ, এক দলের সঙ্গে আচরণ হবে এই রকম, আর অপর দলের সঙ্গে আচরণ হবে ওই রকম। বিষয়টি এমন নয় যে, এসব বর্ণনার মধ্যে মীমাংসার-অযোগ্য বৈপরীত্য রয়েছে; বরং তাদের যেসব কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে, সেসব কাজের রকমফেরের ভিত্তিতে তাদের অবস্থা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।'

[৬০] মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَوْنِي عَنْ ذَلِكَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَتْ عَيْنَيَّ تَبْكِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِ أَوْ مَا يُبْكِيكَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ

"উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতা নিহত হওয়ায় আমি কাঁদতে থাকি এবং তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে নিতে যাই। নবি ﷺ-এর সাহাবিগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করছেন; কিন্তু, নবি ﷺ আমাকে তা করতে নিষেধ করছেন না। আমার দু' চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'কেঁদো না!' কিংবা 'কাঁদছো কেন? ফেরেশতারা নিজেদের ডানা দিয়ে

তাঁকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ না তোমরা তাকে (দাফনের জন্য) উত্তোলন করছ।' "[১]

[৬১] আদি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বারা ইবনু আযিব ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

"(নবি ﷺ-এর শিশুপুত্র) ইব্রাহীম ﷺ মারা গেলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'জান্নাতে তার জন্য একজন ধাত্রী আছে।' " '[২]

فَحَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ مَدْفُونٌ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فِي مَقْبَرَةِ الْمَدِينَةِ وَأَخْبَرَ عَنْ إِظْلَالِ الْمَلَائِكَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَا يَقِفُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُعَايَنَةً

وَفِي كُلِّ ذَلِكَ وَفِيمَا رُوِيَ مِنْ أَمْثَالِهِ تَرَكْنَاهُ لِأَجْلِ التَّخْفِيفِ وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ مِنْ جَوَازِ حُدُوثِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ عَلَى مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَإِنْ كُنَّا لَا نُشَاهِدُهَا وَلَا نَقِفُ عَلَيْهَا وَوَجَبَ إِسْنَادُهَا عِنْدَ وُرُودِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهَا

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ছেলে ইবরাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে জানিয়েছেন যে, জান্নাতে তার জন্য একজন ধাত্রী আছে। তাঁকে মদীনার কবরস্থান বাকীউল গারকাদে দাফন করা হয়েছে। তিনি এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, ফেরেশতারা আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনি হারাম ﷺ-কে ছায়া দিয়েছেন; যদিও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ তার কিছুই দেখতে ও বুঝতে পারেননি।

এর প্রত্যেকটি ঘটনা ও তদনুরূপ যেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে—সহজে উপস্থাপন ও দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানোর স্বার্থে যা আমরা (এখানে উল্লেখ করা থেকে) বাদ দিয়েছি—তা থেকে প্রমাণিত হয়, আমরা যা বলার চেষ্টা

---

[১] বুখারি, *সহীহ্*, ২৮১৬, ১২৯৩।

[২] বুখারি, *সহীহ্*, ১৩৮২।

করেছি তা হওয়া সম্ভব; অর্থাৎ যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তাদের ক্ষেত্রে এসব অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়েছে; যদিও তা আমরা দেখতে ও বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ বর্ণনা থাকায়, এর উপর নির্ভর করা আবশ্যক। যাদের শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

“হায়, যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা নিহত কাফিরদের রূহ কবয করেছিল। তারা তাদের চেহারায় ও পিঠে আঘাত করছিল এবং বলে চলছিল—নাও এখন জ্বালাপোড়ার শাস্তি ভোগ করো। এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই করে এসেছ। নয়তো আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর জুলুমকারী নন।”

(সূরা আল-আনফাল ৮:৫০–৫১)

তিনি (আরও) বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

“তুমি যদি জালেমদের সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলতে থাকবে, নাও, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেসব অন্যায় ও অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, তারি শাস্তিস্বরূপ আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।”

(সূরা আল-আনআম ৬:৯৩)

ফিরআউনের দলবলের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

“জাহান্নামের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদের সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফিরআউনের

অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।”

(সূরা গাফির/ আল-মুমিন ৪০:৪৬)

তিনি সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে, ফেরেশতারা যখন ওইসব লোকের মৃত্যু ঘটায়, তখন তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদ্দেশে আঘাত করে, যদিও আমরা তা দেখি না। তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা নিজেদের হাত প্রসারিত করে তাদের কিছু বলে, যদিও আমরা তা শুনতে পাই না। ফিরআউনের দলবলকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয়। দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন এ অবস্থা চলতে থাকবে। যদিও আমরা তা অনুধাবন করি না। এ সবগুলোই আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

[৬২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصَبَهُ فِي النَّارِ كَانَ أَوَّلَ مِنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ

“আমি আমর ইবনু আমির খুযাঈ-কে দেখেছি, সে জাহান্নামের ভেতর নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করছে। সে-ই প্রথম ‘সা-ইবা’ (উষ্ট্রীকে দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেওয়ার প্রথা) চালু করেছিল।”[১]

[৬৩] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي أَتَأَخَّرُ وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ يَجُرُّ قُصَبَهُ فِي النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ

‘(একবার) সূর্যগ্রহণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে যান।’ তারপর তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেন। ‘তিনি বলেন, “আমি দেখতে পাই, জাহান্নামের একটি অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। এটি ঘটেছে যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখেছিলে। আর আমি দেখি, আমর ইবনু লুহাই জাহান্নামের ভেতর নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করছে। সে-ই প্রথম ‘সা-ইবা’ (উষ্ট্রীকে দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেওয়ার প্রথা) চালু করেছে।” ’[২]

---

[১] বুখারি, ৪৬২৪; মুসলিম, ২৮৫৬।

[২] বুখারি, ৪৬২৪; মুসলিম, ৯০১।

[৬৪] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ

إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقُرِّبَتْ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا قُصِرَتْ يَدِى عَنْهُ أَوْ قَالَ نِلْتُهُ شَكَّ هِشَامٌ

وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّرُ رَهْبَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ

‘একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হয়।’ তারপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, ‘নবি ﷺ সামনে-পেছনে যেতে থাকেন। তারপর তিনি তাঁর সাহাবিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন,

“আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। আমাকে জান্নাতের এত নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে, আমি চাইলে সেখান থেকে আঙুরের একটি থোকা নিতে পারতাম।”

অথবা তিনি বলেছিলেন, “আমি সেখানকার আঙুরের একটি থোকা ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হাতে নাগাল পাইনি।”

এ দু'টির মধ্যে তিনি কোনটি বলেছিলেন—এ নিয়ে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সংশয় রয়েছে।

“আমার সামনে জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়েছিল, ফলে আমি পিছু হটতে থাকি, পাছে তা তোমাদের আচ্ছাদিত করে নেয় কিনা! আর আমি দেখি, এক দীর্ঘদেহী কালো হিম্‌ইয়ারি মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; কারণ সে তার একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাবার দেয়নি, আবার তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে ভূপৃষ্ঠের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ খেয়ে বাঁচতে পারে। আর আবূ সুমামা আমর ইবনু মালিককে দেখলাম, সে জাহান্নামের ভেতর নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করছে।” ’[১]

---

[১] মুসলিম, ১৩১; বাইহাকি, *সুনান*, ৩/৩২৪।

[৬৫] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ حَتَّى لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ فَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا

‘একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হয়।’

তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, ‘নবি ﷺ বলেন,

“অতঃপর তোমরা যদি সূর্যগ্রহণের কোনও আলামত দেখতে পাও, তাহলে সালাত আদায় করতে থেকো, যতক্ষণ না তা শেষ হচ্ছে। তোমাদেরকে (ইতোমধ্যে) যেসব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার এমন একটি বিষয়ও অবশিষ্ট নেই, যা আমি এই সালাতের মধ্যে দেখিনি। এমনকি আমার কাছে জাহান্নামকেও আনা হয়েছে। এটি ঘটেছে যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখেছিলে; আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এর অগ্নিশিখা আমাকে স্পর্শ করে কিনা। (তখন) আমি বলি, ‘হে আমার রব, আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত?’ একপর্যায়ে সেখানে এক বাঁকা-লাঠিওয়ালাকে দেখলাম, সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করছে। সে ওই বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজিদের জিনিসপত্র চুরি করত। তাকে (ওই কাজ করতে) কেউ দেখে ফেললে, সে বলত—আমার লাঠির আঁকড়ায় ওটি আটকে গিয়েছিল! আর কেউ খেয়াল না করলে, সে তা নিয়ে চলে যেত। একসময় দেখলাম, সেখানে এক মহিলা। তার একটি বিড়াল ছিল। সেটিকে সে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু তাকে খাবার ও পানীয় দেয়নি, আবার তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে ভূপৃষ্ঠের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ

খেয়ে বাঁচতে পারে। একপর্যায়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিড়ালটি মারা যায়।" '[১]

[৬৬] আবূ আইয়ূব আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ هَذِهِ أَصْوَاتُ يَهُودٍ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا

'আল্লাহর রাসূল ﷺ সূর্যাস্তের পর বের হয়ে (একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পান)। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "এটি ইয়াহূদিদের আওয়াজ। তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।" '[২]

[৬৭] 'আমরা বিন্‌তু আব্‌দির রহমান ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

> أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهِيَ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

'তিনি আয়িশা ﷺ থেকে শুনেছেন। তাঁর সামনে আব্‌দুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ-এর কথা উল্লেখ করা হলো যে, তিনি বলেন, "জীবিত ব্যক্তির কান্নার দরুন মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।" এ কথা শুনে আয়িশা ﷺ বলেন,

> 'সাবধান! তিনি মিথ্যা বলেন না; তবে (মাঝেমধ্যে) ভুল করেন কিংবা ভুলে যান। (আসল ঘটনা ছিল এ রকম:) আল্লাহর রাসূল ﷺ এক (মৃত) ইয়াহূদি মহিলার পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তার পরিবারের লোকজন তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, "এরা তো ওর জন্য কান্নাকাটি করছে, অথচ (ওদিকে) ওর কবরে ওকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে!" '[৩]

[৬৮] যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] মুসলিম, ১৩১; বাইহাকি, *সুনান*, ৩/৩২৬।

[২] বুখারি, ১৩৭৫; মুসলিম, ২৮৬৯।

[৩] বুখারি, ১২৮৯; মুসলিম, ৯৩২।

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ فَمَرَّتْ عَلَى قُبُورٍ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ فَحَادَتْ بِهِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا هُمْ قَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا وَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ يَعْنِي الَّذِي هُمْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ثُمَّ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর একটি খচ্চরে চড়ে বানুন নাজ্জারের এক বাগানে ঢুকেন। তারপর পাঁচ-ছয়টি কবর অতিক্রম করতেই, খচ্চরটি তাঁকে নিয়ে আচমকা রাস্তা বদলে ফেলে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের মধ্যে কে এসব কবরের বাসিন্দাদের চিনো?" এক ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি (চিনি)।' তিনি জানতে চান, "এরা কারা?" সে বলে, 'এরা শির্কে লিপ্ত থাকাবস্থায় মারা গিয়েছে।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

"এই উম্মাহকে তাদের কবরে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়। তোমরা একে অপরকে দাফন করবে না[১]—এই আশঙ্কা না থাকলে, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাবের কিয়দংশ শুনতে দেন।" অর্থাৎ তারা যেসব শাস্তিতে নিপতিত আছে। তারপর তিনি বলেন, "তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও! আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও জাহান্নামের শাস্তি থেকে!" তারপর বলেন, "তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পরীক্ষাসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও! আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে!" '[২]

[৬৯] আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ فَمَرَّ عَلَى حَائِطٍ لِبَنِي

---

[১] আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, 'তোমরা গোপন রাখতে পারবে না।'

[২] মুসলিম, ২৮৬৭।

النَّجَّارِ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَحَاصَتِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ ধূসর রঙের একটি খচ্চরে আরোহণ করে বানুন নাজ্জারের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যান। ওই সময় তিনি এমন এক কবরের কাছে উপনীত হন, যার বাসিন্দাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। তখন খচ্চরটি আচমকা দৌড় দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "তোমরা একে অপরকে দাফন করবে না—এই আশঙ্কা না থাকলে, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনতে দেন।" '[১]

[৭০] দীর্ঘদেহী হুমাইদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ فَقَالَ مَتَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا أَوْ كَمَا قَالَ لَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ

'আমি আনাস ইবনু মালিক ﵁-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি কবর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, 'এই লোক কবে মারা গিয়েছে?' তাঁরা জানান, 'সে জাহিলি যুগে মারা গিয়েছে।' মনে হলো, এ কথা শুনে তিনি চমকে গিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, 'তোমরা একে অপরকে দাফন করবে না—এই আশঙ্কা না থাকলে,'—অথবা তিনি অনুরূপ কিছু একটা বলেছিলেন—'আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনতে দেন।' "[২]

[৭১] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন,

لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ

"তোমরা একে অপরকে দাফন করবে না—এই আশঙ্কা না থাকলে, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনতে

---

[১] মুসলিম, ২৮৬৮; নাসাঈ, *সুনান*, ৪/১০২।

[২] নাসাঈ, *সুনান*, ৪/১০২।

[৭২] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبًا لِبَنِي النَّجَّارِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً فَخَرَجَ وَهُوَ مَذْعُورٌ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعَنِي

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বানুন নাজ্জারের একটি ধ্বংসস্তূপে প্রবেশ করেন। সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তারপর ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, "তোমরা একে অপরকে দাফন করবে না—এই আশঙ্কা না থাকলে, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি আমাকে কবরের যে আযাব শুনিয়েছেন, তা যেন তোমাদের শুনতে দেন।" '

[৭৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلٍ لَنَا نَخْلِ أَبِي طَلْحَةَ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَامَ حَتَّى مَرَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ فَقَالَ صَاحِبُ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَوَجَدَهُ يَهُودِيًّا

'আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন আবূ তালহার খেজুর বাগানে। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে যান। একপর্যায়ে বিলাল ﷺ তাঁর কাছে যান। তিনি বলেন, "বিলাল! আমি যা শুনছি, তুমি তা শুনছ?" এরপর তিনি বলেন, "(এই) কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।" পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কবরবাসী একজন ইয়াহূদি।'[২]

[৭৪] উম্মু মুবাশ্‌শির ﷺ-এর সূত্রে জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ

---

[১] মুসলিম, ২৮৬৮।

[২] হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৫৬। তিনি বলেন, 'হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।' আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৩/১৫১।

'আমার কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ আসেন। আমি তখন বানুন নাজ্জারের একটি বাগানে। সেখানে তাদের কিছু লোকের কবর ছিল। তিনি বলতে থাকেন, "তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।" আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল, কবরে কি শাস্তি হয়?' তিনি বলেন, "তাদের কবরে এমন শাস্তি দেওয়া হয়, যা জীবজন্তুরা শুনতে পায়।" '[১]

[৭৫] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يَمْشِيَانِ فِي الْبَقِيعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُ فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ

'(একবার) আল্লাহর রাসূল ﷺ ও বিলাল ﷺ বাকীউল গারকাদ কবরস্থানে হাঁটছেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'বিলাল! আমি যা শুনছি, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ?" তিনি বলেন, 'না। শপথ আল্লাহর! হে আল্লাহর রাসূল, আমি শুনতে পাচ্ছি না।' তখন তিনি বলেন, "কবরবাসীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না?" '

শাইখ বলেন,

وَهَذَا أَيْضًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ شَاهِدٌ لَمَّا تَقَدَّمَ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ لِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَوَازِ تَعْذِيبِ مَنِ انْتَقَضَتْ بِنْيَتُهُ فِي رُؤْيَتِنَا أَوْ صَارَ رَمِيمًا فِي أَعْيُنِنَا عَذَابًا يَسْمَعُهُ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يُرِدْهُ وَيُشَاهِدُهُ مِنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُشَاهِدَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يُرِدْ فَقَدْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْوَاتَ مَنْ يُعَذَّبُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَسْمَعْهَا مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَرَأَى حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْخُسُوفِ مَنْ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي السَّرِقَةِ وَالْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ تُعَذَّبُ فِي الْهِرَّةِ وَقَدْ صَارُوا فِي قُبُورِهِمْ رَمِيمًا فِي أَعْيُنِ أَهْلِ زَمَانِهِ وَلَمْ يَرَ مَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَأَى

---

[১] তাবারানি, *আল-মু'জামুল কাবীর।* মুনযিরি'র মতে, এর ইসনাদটি হাসান। দ্রষ্টব্য: *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব,* ৬/১৫৭।

وَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ عَنْهُ فِي مَنَامِهِ وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحْى جَمَاعَةً يُعَذَّبُونَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي جَرَائِمَ مُخْتَلِفَةٍ وَلَعَلَّهُمْ صَارُوا رَمِيمًا فِي قُبُورِهِمْ فِي أَعْيُنِنَا

'এটিও একটি বিশুদ্ধ দলীল, যা আগের বক্তব্যকে সমর্থন করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যারা ঈমান পোষণ করে, তারা এ (ধরনের) প্রত্যেকটি বর্ণনা থেকে প্রমাণ পায় যে, আমাদের দৃষ্টিতে যাদের শরীরের ভৌতকাঠামো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিংবা পচে-গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—তাদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ আছে। ওই শাস্তি কেবল তারাই শুনে, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা শোনাতে চান; যাদের তিনি (শোনাতে) চান না, তাদের বাদে। ওই শাস্তি কেবল তারাই দেখে, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা দেখাতে চান; যাদের তিনি (দেখাতে) চান না, তাদের বাদে। যেমন—আল্লাহর রাসূল ﷺ কবরবাসীর শাস্তি[র আওয়াজ] শুনেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে-থাকা সাহাবিগণ তা শুনতে পাননি। তিনি সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়কালে দেখেছেন—এক ব্যক্তি জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করছে, আরেকজন চুরির অপরাধে শাস্তি ভোগ করছে, এবং বিড়ালের (সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণের) জন্য এক মহিলা শাস্তি পাচ্ছে। অথচ সমকালীন লোকদের চোখে তাদের দেহকাঠামো কবরের ভেতর পচে-গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি যা দেখেছেন, তা তাঁর সঙ্গে সালাত-আদায়-করা কেউ দেখতে পাননি।

বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বপ্নে দেখেছেন—আর নবিগণের ﷵ স্বপ্ন ওহির অন্তর্ভুক্ত—একদল লোককে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের দায়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমাদের চোখে সম্ভবত তাদের দেহকাঠামো কবরের ভেতর পচে গলে গিয়েছে।'

[৭৬] সামুরা ইবনু জুন্দুব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ

لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ

فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَايِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِى شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَيِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَضَعُ الْكَلُّوبَ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقِ انْطَلِقْ

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٍ قَايِمٍ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَيِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقِ انْطَلَقْ

فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقِ انْطَلِقْ

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَايِمٌ عَلَى شَاطِئِ النَّهَرِ وَرَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النَّهَرِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَرَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِى فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى فِى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِى أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدُوا بِىَ إِلَى الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِى دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِى مِنْهَا فَصَعِدَا بِى الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِى دَارًا هِىَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ

قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِى اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِى عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ

الَّذِى رَأَيْتَهُ يَشُقُّ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يَشْدَخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ

وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا

وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ

'নবি ﷺ সালাত আদায় শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বলতেন, "আজ রাতে তোমাদের কে কে স্বপ্ন দেখেছ?" কেউ দেখে থাকলে, সে তার বিবরণ দিত। শুনে তিনি বলতেন, "মা শা আল্লাহ/ আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)!" একদিন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের কেউ কি (আজ) স্বপ্ন দেখেছ?" আমরা বলি, 'না।' তিনি বলেন,

"তবে আজ রাতে আমি (স্বপ্নে) দেখি: দু'জন লোক এসে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে এক লোক বসে আছে, আর আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে লোহার হুক হাতে নিয়ে। সে হুকটি তার চোয়ালে ঢুকিয়ে মাথার পেছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারপর অপর চোয়ালেও একই কাজ করছে। এই (এক চোয়াল) জোড়া লেগে গেলে, সে এসে আগের মতো হুক ঢুকিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি, এটি কী? তারা বলেন, 'চলুন, চলুন।'

তারপর চলতে চলতে এক লোকের কাছে এসে হাজির হই। লোকটি চিত হয়ে শুয়ে আছে। আরেকজন তার মাথার কাছে একটি পাথর বা শিলাখণ্ড নিয়ে দাঁড়ানো। সে তা দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করছে। আঘাতের ফলে পাথরটি গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। পাথরটি আনতে গেলে, চূর্ণ হয়ে যাওয়া মাথাটি আগের অবস্থায় ফিরে আসছে। লোকটি ফিরে এসে আবার আঘাত করছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই লোক কে? তারা বলেন, 'চলুন, চলুন।'

তারপর চলতে চলতে চুল্লি-সদৃশ একটি ঘরের নিকট এসে হাজির হই। ঘরটির উপরিভাগ সংকীর্ণ, আর নিম্নভাগ প্রশস্ত। এর নিচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুনের শিখার তেজ বাড়লে, লোকগুলোও উপরে উঠতে থাকে; প্রায় যেন (চুল্লি থেকে) বেরিয়ে যাবে। শিখার তেজ কমলে, তারা নিচে ফিরে আসে। (চুল্লির) ভেতরকার নারী-পুরুষগণ ছিল বিবস্ত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি, এটি কী? তারা বলেন, 'চলুন, চলুন।'

এরপর চলতে চলতে একটি রক্তের নদীর নিকট এসে পৌঁছুই। সেখানে এক লোক নদীতে; আর আরেকজন নদীর পাড়ে। তার সামনে একটি পাথর। নদীতে থাকা লোকটি ওঠার চেষ্টা করলে, (তীরে থাকা) লোকটি তার মুখের উপর পাথর ছুড়ে মারছে। ফলে লোকটি আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। লোকটি যখনই ওঠার চেষ্টা করছে, তখনই সে তার মুখ বরাবর পাথর ছুড়ে মারছে। ফলে সে আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এটি কী? তারা বলেন, '(সামনে) চলুন।'

তারপর চলতে চলতে একটি সবুজ উদ্যানে এসে পৌঁছুই। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। বৃক্ষের গোড়ায় এক বৃদ্ধ ও অনেক শিশু। তারপর নজরে পড়ে, গাছের কাছেই এক লোক। তার সামনে আগুন, যা সে প্রজ্জ্বলিত করে রাখছে। এরপর তারা আমাকে নিয়ে গাছের উপরে উঠে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেন। ওর চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনও দেখিনি। সেখানে আছে পুরুষ, বয়োবৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশু। তারপর তারা আমাকে সেখান থেকে বের করে আনেন। আমাকে নিয়ে গাছের আরও উপরে উঠে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেন। এটি ছিল আরও উত্তম, আরও সুন্দর! সেখানে ছিল কয়েকজন বৃদ্ধ ও যুবক।

আমি বলি, 'তোমরা তো আমাকে সারা রাত ঘুরালে। যা দেখলাম, এখন তার ব্যাখ্যা দাও।' তারা বলেন, 'ঠিক আছে। (শুনুন তাহলে।)'

'যার গাল চিরতে দেখলেন, সে হলো চরম মিথ্যুক। সে মিথ্যা কথা রটায়। আর তার বরাতে ওই মিথ্যা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, কিয়ামাত পর্যন্ত তার সঙ্গে এ আচরণ চলতে থাকবে।

যার মাথা চূর্ণ হতে দেখলেন, সে হলো ওই লোক যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছেন। কিন্তু সে রাত কাটিয়ে দিয়েছে ঘুমে; আর দিনেও ওই অনুযায়ী কাজ করেনি। তার সঙ্গে ওই আচরণ চলবে কিয়ামাত পর্যন্ত।

চুল্লি-সদৃশ গর্তে যাদের দেখলেন, তারা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী।

যাকে (রক্তের) নদীতে দেখলেন, সে হলো সুদখোর।

গাছের নিচের বৃদ্ধ হলেন ইবরাহীম ﷺ। তাঁর চারপাশের শিশুগুলো হলো (বিভিন্ন) মানুষের সন্তান।[১] অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারী হলেন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) মালিক।

প্রথম যে ঘরটিতে প্রবেশ করেছিলেন, সেটি সাধারণ মুমিনদের বাসস্থান। আর এটি শহীদদের বাসস্থান। আমি জিব্রীল, আর ইনি মীকাঈল। এবার আপনার মাথা ওঠান!'

মাথা উপরের দিকে ওঠাতেই দেখি, আমার উপর মেঘসদৃশ একটি বস্তু। তারা বলেন, 'এটি আপনার বাসস্থান।' বলি, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আমার ঘরে ঢুকি।' তারা বলেন, 'আপনার আয়ুষ্কাল এখনও বাকি! (আপনার) পার্থিব জীবন এখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে আপনি আপনার বাসস্থানে চলে আসবেন।' " '[২]

[৭৭] আবূ উমামা বাহিলি ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ وَأَتَيَا بِي جَبَلًا فَقَالَا لِي اصْعَدْ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَا إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ قَالَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قَالَ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُنْشَقَّةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

فَقَالَ سُلَيْمٌ لَا أَدْرِي أَشَيْئًا سَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْئًا مِنْ رَأْيِهِ

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا

---

[১] যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মারা গিয়েছে। (—অনুবাদক)

[২] বুখারি, ১৩৮৬ ও ৭০৪৭।

قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ يَنْهَشْنَ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهَرَيْنِ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرَفًا فَإِذَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَذَا جَعْفَرٌ وَزَيْدٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرَفًا آخَرَ فَإِذَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ

"আমি তখন ঘুমে। দু'জন লোক এসে আমার দু' হাত ধরে একটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে যান। তারপর আমাকে বলেন, 'আরোহণ করুন!' আমি বলি, 'আমি তো পারব না।' তারা বলেন, 'আমরা আপনার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেবো।' এরপর আমি সেখানে উঠি। পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় ওঠার পর তীব্র আওয়াজ শুনতে পাই। জিজ্ঞাসা করি, 'এটি কীসের আওয়াজ?' তিনি বলেন, 'এটি জাহান্নামবাসীদের চিৎকার।' তারপর তিনি আমাকে নিয়ে একদল লোকের কাছে উপস্থিত হন। তাদেরকে নিজেদের হাঁটুর পেছনের পেশিতন্তুর সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; চোয়াল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। জানতে চাই, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা ওইসব লোক যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই সিয়াম ভেঙে ফেলে।' "

এরপর আবূ উমামা ﵁ বলেন, 'ইয়াহূদি ও খৃষ্টানরা ব্যর্থ হোক!' বর্ণনাকারী সুলাইম ﵀ বলেন, 'আমি জানি না—এ বাক্যটি আবূ উমামা রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছিলেন, নাকি নিজে থেকে মন্তব্য করেছেন।'

"তারপর তিনি আমাকে একদল লোকের কাছে নিয়ে যান। এদের দেহ অস্বাভাবিক রকমের ফুলে গিয়েছে; সেখান থেকে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে; আর তাদের দৃশ্যও ছিল খুবই বিদঘুটে। জিজ্ঞাসা করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো কাফিরদের ওই দল যারা (যুদ্ধে) নিহত হয়েছে।' তারপর তিনি আমাকে অস্বাভাবিক রকমের ফুলে যাওয়া (আরও) একদল লোকের কাছে নিয়ে যান, যাদের কাছ থেকে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছিল, আর যাদের

দেখতেও লাগছিল চরম বিদঘুটে। তাদের দুর্গন্ধ ছিল শৌচাগারের দুর্গন্ধের ন্যায়। জিজ্ঞাসা করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী।' তারপর তিনি আমাকে কয়েকজন মহিলার কাছে নিয়ে যান, যাদের স্তনে সাপ দংশন করছে। জিজ্ঞাসা করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো ওইসব নারী, যারা (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) নিজেদের সন্তানদের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে।' তারপর তিনি আমাকে একদল শিশুর কাছে নিয়ে যান, যারা দু' ঝর্ণার মাঝখানে খেলাধুলা করছে। জিজ্ঞাসা করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো মুমিনদের শিশুসন্তান।' তারপর তিনি আমাকে নিয়ে তিনজনের একটি দলের সামনে হাজির হন, যারা (নেশামুক্ত) মদ পান করছেন। জিজ্ঞাসা করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলেন জাফার [ইবনু আবী তালিব], যাইদ [ইবনু হারিসা] ও ইবনু রাওয়াহা ﷺ।[১] তারপর তিনি আমাকে তিনজনের একটি দলের কাছে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসা করি, 'তাঁরা কারা?' তিনি বলেন, 'তাঁরা হলেন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' "[২]

[৭৮] আবূ রাফি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَمْشِي خَلْفَهُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هُدِيتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ تَبًّا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ إِيَّاكَ أُرِيدُ أُرِيدُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُسْئَلُ عَنِّي غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُنِي وَإِذَا قَبْرٌ رُشَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حِينَ دُفِنَ صَاحِبُهُ

'বাকীউল গারকাদ (কবরস্থান)-এ আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর সাথে। আমি তাঁর পেছনে হাঁটছি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'না তোমাকে সঠিক রাস্তা দেখানো হলো, আর না তুমি নিজে সঠিক রাস্তা খুঁজলে!' কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তাতে আবূ রাফি বলেন, 'ধ্বংস আমার, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বলেন, 'তোমাকে বলছি না, বলছি এই কবরের বাসিন্দাকে। আমার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, অথচ সে আমাকে চেনে না।' তাকিয়ে দেখি, একটি কবর। কবরবাসীকে দাফন করার সময় ওই কবরের উপর পানি

---

[১] তাঁরা তিনজন মূতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

[২] ইবনু হিব্বান, *সহীহ*, ১৮০০।

ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'[১]

[১] হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৫৩। তিনি বলেন, 'হাদীসটি বায্যার ও তাবারানি তাঁর *আল-মু'জামুল কাবীর* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সনদে একজন আছেন, যিনি আমার কাছে অপরিচিত।'

কবরের শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন

কবরের শাস্তির ব্যাপারে ঈমানদারদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ﷺ-কে বলেন,

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

"আর যদি আমি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তাহলে তোমার পক্ষে তাদের দিকে কিছু-না-কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যদি তুমি এমনটি করতে, তাহলে আমি তোমাকে দ্বিগুণ জীবন ও দ্বিগুণ মৃত্যুর মজা টের পাইয়ে দিতাম, তারপর আমার মোকাবিলায় তুমি কোনও সাহায্যকারী পেতে না।"

(সূরা আল-ইসরা/ বানী ইসরাঈল ১৭:৭৪-৭৫)

(আয়াতে উল্লিখিত) "দ্বিগুণ মৃত্যু"-এর ব্যাখ্যায় হাসান ইবনু আবিল হাসান বসরি রহ. বলেন, 'এর মানে হলো কবরের শাস্তি।'

[৭৯] উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহ. বলেন,

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ هَلْ شَعُرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا يُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আয়িশা রা. বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার কক্ষে প্রবেশ করেন। তখন আমার কাছে ছিল এক ইয়াহূদি মহিলা। সে বলছিল, 'তুমি কি জানো—কবরে তোমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে?' তখন সন্ত্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'ইয়াহূদিদের কবরে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।' আয়িশা রা. বলেন, 'কিছুদিন যেতে না যেতেই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তুমি কি জানো, আমার কাছে এ মর্মে ওহি পাঠানো হয়েছে—তোমাদের কবরে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে?" আয়িশা রা. বলেন, 'তারপর আমি আল্লাহর

রাসূল ﷺ-কে কবরের শাস্তির ব্যাপারে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতে শুনেছি।' '[১]

[৮০] উরওয়া ইবনুউয যুবাইর ﷺ বলেন, তিনি আসমা বিন্‌তু আবী বাকর ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ آخِرَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي أَيْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

'ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশে নবি ﷺ উঠে দাঁড়ান। এরপর কবরে মানুষ যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, তিনি কবরের ওই পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন। ওই আলোচনার সময় মুসলিমগণ এমন এক চিৎকার দেন, যার ফলে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শেষ কথাটি বুঝতে পারিনি। তাঁদের চিৎকারধ্বনি থেমে গেলে, আমি আমার পাশের লোকটিকে বলি, "আল্লাহ আপনার (কাজের) মধ্যে বরকত দিন! আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কথার শেষের দিকে কী বললেন?" তিনি বলেন, '(আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,) "আমার কাছে এ মর্মে ওহি পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে, যা অনেকটা দাজ্জালের পরীক্ষার অনুরূপ।" ' '[২]

[৮১] আতা ইবনু ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا عُمَرُ كَيْفَ بِكَ إِذَا أَنْتَ أُعِدَّ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثُ أَذْرُعٍ وَشِبْرٌ فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْكَ أَهْلُوكَ فَغَسَّلُوكَ وَكَفَّنُوكَ وَحَنَّطُوكَ ثُمَّ احْتَمَلُوكَ حَتَّى يُغَيِّبُوكَ ثُمَّ يَهِيلُوا عَلَيْكَ التُّرَابَ ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْكَ فَأَتَاكَ فَتَّانَا الْقَبْرِ

---

[১] মুসলিম, ৫৮৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* দ্রষ্টব্য: *আল-ফাতহুর রব্বানি,* ৮/১২১।

[২] বুখারি, ১৩৭৩।

مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ أَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ قَدْ سَدَلَا شُعُورَهُمَا فَتَلْتَلَاكَ وَتَوَهَّلَاكَ وَقَالَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَيَكُونُ مَعِي قَلْبِي الَّذِي مَعِي الْيَوْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا أَكْفِيكَهُمَا بِاللَّهِ تَعَالَى

'আল্লাহর রাসূল ﷺ উমার ইবনুল খাত্তাব ‎رضي الله عنه‎-কে বলেন, "উমার! (সেদিনটি) কেমন হবে, যখন তোমার জন্য সোয়া তিন হাত (দীর্ঘ) ও সোয়া এক হাত প্রস্থ জমি প্রস্তুত করা হবে! এরপর তোমার পরিবারের লোকজন এসে তোমাকে গোসল দেবে, কাফন পরিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দেবে, তারপর তোমাকে (কবর পর্যন্ত) বয়ে নিয়ে যাবে। তোমাকে ঢেকে দিয়ে তোমার উপর মাটি চাপিয়ে দেবে। তারপর তারা তোমার কাছ থেকে চলে আসবে। এরপর তোমার কাছে আসবে দু'জন মহাপরীক্ষক—মুনকার ও নাকীর। তাদের আওয়াজ অন্তর্ভেদী বজ্রের ন্যায়; আর দৃষ্টি যেন চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎচমক; উভয়ের চুল থাকবে খোলামেলা ও ঝুলন্ত। তারা তোমাকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার রব কে? আর তোমার দ্বীন কী?' উমার ‎رضي الله عنه‎ বলেন, 'হে আল্লাহর নবি ﷺ! আজ আমার দেহে যে হৃদয় আছে, সেদিন কি এই অন্তঃকরণ থাকবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ!' উমার ‎رضي الله عنه‎ বলেন, 'তাহলে ইন শা আল্লাহ, তাদের জন্য আমিই যথেষ্ট।' " '[১]

[৮২] ইবনু আব্বাস ‎رضي الله عنه‎ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

كَيْفَ أَنْتَ يَا عُمَرُ إِذَا انْتُهِيَ بِكَ إِلَى الْأَرْضِ فَحُفِرَ لَكَ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَشِبْرٌ ثُمَّ أَتَاكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ أَسْوَدَانِ يَجُرَّانِ أَشْعَارَهُمَا كَأَنَّ أَصْوَاتَهُمَا الرَّعْدُ الْقَاصِفُ وَكَأَنَّ أَعْيُنَهُمَا الْبَرْقُ الْخَاطِفُ يَحْفِرَانِ الْأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا فَأَجْلَسَاكَ فَزِعًا فَتَلْتَلَاكَ وَتَوَهَّلَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَكْفِيكَهُمَا بِإِذْنِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

"উমার! (সেদিন) তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমার পার্থিব সময় শেষ হয়ে তুমি কবরমুখী হবে! তোমার জন্য সোয়া তিন হাত গর্ত খনন করা হবে!

---

[১] ইবনু হিব্বান, *সহীহ্*, দ্রষ্টব্য: *মাওয়ারিদুয যাম্‌আন*, ৭৮০; *আল-মাতালিবুল আলিয়াহ্*, ৪/৩৬৩, হাদীস নং ৪৬০৩। তিনি বলেন, 'এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।'

অতঃপর তোমার কাছে মুনকার ও নাকীর (ফেরেশতাদ্বয়) আসবে। দুজনই কালো; চুল থাকবে ঝুলন্ত; তাদের আওয়াজ হবে অন্তর্ভেদী বজ্রের ন্যায়; আর চোখ যেন চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎচমক; তারা মাটি খনন করে দাঁত দিয়ে। তারা তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে বসাবে। তারপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্রকম্পিত করবে।" উমার ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আজ আমি যেভাবে আছি, সেদিন কি এভাবে থাকব?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ!' উমার ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাহলে, আল্লাহর অনুমতিতে, তাদের জন্য আমিই যথেষ্ট।' " '

[৮৩] উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

يَا عُمَرُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي ذِرَاعَيْنِ فَرَأَيْتَ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ قَالَ فَتَّانَا الْقَبْرِ أَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ مَعَهُمَا مِرْزَبَّةٌ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنًى مَا اسْتَطَاعُوا رَفْعَهَا هِيَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمَا مِنْ عَصَايَ هَذِهِ فَامْتَحَنَاكَ فَإِنْ تَعَايَيْتَ أَوْ تَلَوَّيْتَ ضَرَبَاكَ بِهَا ضَرْبَةً تَصِيرُ بِهَا رَمَادًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي عَلَى حَالَتِي هَذِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرْجُو أَكْفِيكَهُمَا

"উমার! (সেদিন) তোমার কী হবে, যখন তুমি দু' হাতের মাটির ঘরে থাকবে! সেখানে তুমি মুনকার ও নাকীরকে দেখতে পাবে।' তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, মুনকার ও নাকীর কী?' নবি ﷺ বলেন, 'কবরের দু'জন মহাপরীক্ষক; তাদের চোখ যেন চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎচমক, আর আওয়াজ যেন অন্তর্ভেদী বজ্র। তাদের সাথে থাকবে একটি লৌহদণ্ড; মিনাবাসী সবাই মিলে যা ওঠাতে পারবে না, অথচ তাদের জন্য সেটি এই লাঠির চেয়েও নগণ্য। তারা তোমার পরীক্ষা নেবে। সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে, কিংবা উলটো-পালটা উত্তর দিলে, তারা তোমাকে ওই দণ্ড দিয়ে আঘাত করবে; এর ফলে তুমি ছাইয়ে পরিণত হবে।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তখন কি আমার অবস্থা বর্তমান সময়ের ন্যায় থাকবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ!' উমার ﷺ বলেন, 'তাহলে আশা করি, তাদের জন্য আমি যথেষ্ট হব।' '[১]

---

[১] বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ*, ১০৯; *কানযুল উম্মাল*, ১৫/৭৪১।

[৮৪] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْهَا لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কবরে চাপ/ উৎকণ্ঠা আছে; তা থেকে একজনও যদি রেহাই পেত, তাহলে সাদ ইবনু মুআয রেহাই পেত।" '[১]

[৮৫] ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا نَجَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ثُمَّ قَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَجَمَعَهَا كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ ضُغِطَ ثُمَّ عُوفِيَ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "একজনও যদি কবরের আযাব থেকে রেহাই পেত, তাহলে সাদ ইবনু মুআয রেহাই পেত।" তারপর তিনি নিজের আঙুল তিনটিকে একত্রিত করে যেন সংখ্যাটিকে কমিয়ে আনলেন। তারপর বলেন, "তাকে চাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"'[২]

[৮৬] ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِى تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَهْبِطُوا إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهُ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এই সৎ বান্দা (অর্থাৎ, সাদ ইবনু মুআয ﵁); যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে, আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং যাকে সত্তর হাজার ফেরেশতা সঙ্গ দিয়েছে; ওই ফেরেশতারা এর আগে (কখনও) পৃথিবীতে নামেনি। তাকে (কবরে) একবার চাপ দেওয়া হয়েছে, তারপর নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে।" '[৩]

[৮৭] নবি ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* দ্রষ্টব্য: *আল-ফাতহুর রব্বানি,* ৮/১৩৪। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৪৬।

[২] *মুশকিলুল আসার,* ১/১০৮।

[৩] নাসাঈ, ৪/১০০।

دَخَلَتْ يَهُودِيَّةٌ فَحَدَّثَتْنِي

وذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِيَّةِ وَإِخْبَارِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهَا قَالَتْ

فَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ضَمَّةٍ

'এক ইয়াহূদি মহিলা [আমার কক্ষে] ঢুকে আমার সাথে আলাপ করেন।' ওই ইয়াহূদি নারীর ঘটনা এবং তার কথার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আয়িশা ؓ-এর জিজ্ঞাসা—এসব বিষয় ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়িশা ؓ বলেন,

'নবি ﷺ আমার কথার কোনও জবাব দেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি বলেন, "আয়িশা, কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও! কারণ, তা থেকে কেউ রেহাই পেলে, সাদ ইবনু মুআয রেহাই পেত; অবশ্য কবর তাকে একটির বেশি চাপ দেয়নি।" '[১]

[৮৮] ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ يَعْنِي قَبْرَ سَعْدٍ فَاحْتُبِسَ فَلَمَّا خَرَجَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَبَسَكَ قَالَ ضُمَّ سَعْدٌ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَهُ عَنْهُ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদ (ইবনু মুআয ؓ)-এর কবরে ঢুকে আটকে থাকেন। তারপর (কবর থেকে) বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হয়: 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে কীসে আটকে রাখল?' তিনি বলেন, "সাদ-কে কবরে একটি চাপ দেওয়া হয়েছে। তাই আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তার কাছ থেকে এটি সরিয়ে দেন।" '[২]

---

[১] হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৪৬। তিনি বলেন, 'হাদীসটি তাবারানি তাঁর *আল-মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী হলেন ইবনু লুহাইআ। তাকে নিয়ে কিছু কথা আছে।'

[২] ইবনু আবী শাইবা, *মুসনাদ*। দ্রষ্টব্য: *আল-মাতালিবুল আলিয়াহ্*, ৪/৯৮, হাদীস নং ৪০৬০। বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

[৮৯] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَعَدَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثُمَّ اسْتَرْجَعَ فَقَالَ لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ أَوْ لَمِهِ أَوْ ضَمِّهِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ لَقَدْ ضَمَّهُ ضَمَّةً ثُمَّ رُخِّيَ عَنْهُ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদ ইবনু মুআয ﷺ-এর কবরের পাশে বসেন। তারপর তিনি পড়েন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন/ আমরা তো আল্লাহরই, আর আমাদের তো তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' এরপর বলেন, "কবরের পরীক্ষা বা দুর্যোগ কিংবা চাপ থেকে কেউ রেহাই পেলে, সাদ ইবনু মুআয রেহাই পেত। কবর তাকে একটি চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।" '[১]

[৯০] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا وُضِعَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي حُفْرَتِهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَبَّرَ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ سَبَّحْتَ فَقَالَ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ

'সাদ ইবনু মুআয ﷺ-কে কবরে রাখার পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে উঠেন 'সুবহানাল্লাহ/ আল্লাহ পবিত্র!' লোকজনও তাঁর সাথে সুবহানাল্লাহ বলে উঠেন। এরপর তিনি বলেন, 'আল্লাহু আকবার/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।' লোকজনও তাঁর সাথে বলে উঠেন 'আল্লাহু আকবার'। জিজ্ঞাসা করা হয়: 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার 'সুবহানাল্লাহ' বলার কারণ কী?' তিনি বলেন, 'এই সৎ বান্দার জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, পরিশেষে আল্লাহ তার কাছ থেকে ওই সংকীর্ণতা সরিয়ে দিয়েছেন।" '[২]

[৯১] উমাইয়া ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত,

---

[১] হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৪৬। তিনি বলেন, 'হাদীসটি তাবারানি তাঁর *আল-মু'জামুল কাবীর* ও *আল-মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।' ইয়াকূব ইবনু সুফ্ইয়ান, *আল-মা'রিফাহ্ ওয়াত তারীখ,* ১/২৪৭।

[২] নাসাঈ, ৪/১০০। হাইসামি বলেন, 'হাদীসটি আহমাদ ও তাবারানি তাঁর *আল-মু'জামুল কাবীর* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের একজন হলেন মাহমুদ ইবনু আবৃদির রহমান, যার হাদীস পরিত্যাজ্য।' *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৪৬

أَنَّهُ سَأَلَ بَعْضَ أَهْلِ سَعْدٍ مَا بَلَغَكُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا فَقَالُوا ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ يُقَصِّرُ فِي بَعْضِ الطُّهُورِ مِنَ الْبَوْلِ

'তিনি সাদ ইবনু মুআয ﷺ-এর পরিবারের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, '(তাঁকে যে কবরে চাপ দেওয়া হলো)—এর কারণ কী? এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল কী বলেছেন, যা আপনাদের কাছে পৌঁছেছে?' তারা বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছেন—"প্রস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা কমতি ছিল।" '

[৯২] হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْقَبْرَ جَعَلَ يَنْظُرُ فِيهِ فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْهُ يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَايِلُهُ وَيُمْلَأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا

'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে একটি জানাযায় ছিলাম। কবরের কাছে পৌঁছে তিনি এর ভেতরে তাকাতে থাকেন। তারপর বলেন, "এটি দেখে আমি চমকে উঠেছি: মুমিনকে এর ভেতর এমন এক চাপ দেওয়া হয়, যার ফলে তার পাঁজরের হাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে যায়; আর কাফিরের উপর ভরপুর করে দেওয়া হয় আগুন!" '[১]

[৯৩] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ مُنْذُ يَوْمِ حَدَّثْتَنِي بِصَوْتِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَيْسَ يَنْفَعُنِي شَيْءٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ أَصْوَاتَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي أَسْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ كَالْإِثْمِدِ فِي الْعَيْنِ وَإِنَّ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْأُمِّ الشَّفِيقَةِ يَشْكُو إِلَيْهَا ابْنُهَا الصُّدَاعَ فَتَغْمِزُ رَأْسَهُ غَمْزًا رَفِيقًا وَلَكِنْ يَا عَائِشَةُ وَيْلٌ لِلشَّاكِّينَ فِي اللَّهِ كَيْفَ يُضْغَطُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَضَغْطَةِ

---

[১] আহমাদ, ৫/৪০৭। ইরাকি'র মতে, এর সনদ দুর্বল। দ্রষ্টব্য: *ইহ্ইয়া উলূমিদ্দীন,* ৪/৫০৩। হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ৩/৪৬। তিনি বলেন, 'আহমাদ হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।'

'আয়িশা ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, একদিন যাবৎ আপনি আমার কাছে মুনকার ও নাকীরের আওয়াজ এবং কবরের চাপ প্রসঙ্গে কথা বলছেন; বিষয়টি আমার কিছুই বুঝে আসছে না।' তিনি বলেন, "আয়িশা, মুমিনদের কানে মুনকার ও নাকীরের আওয়াজ মনে হবে যেন চোখে-লাগা সুরমা; আর মুমিনের উপর কবরের চাপ মনে হবে যেন এক মমতাময়ী মা—তার কাছে তার ছেলে এসে নিজের মাথা ব্যাথার অভিযোগ করছে, আর মা তার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন! তবে, আয়িশা, দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা আল্লাহতে সংশয় পোষণ করে; প্রস্তরখণ্ডের উপর ডিম রেখে চাপ দেওয়ার ন্যায়, কবরের ভেতর তাদের চাপ দেওয়া হবে!" '[১]

[১] এই সনদটি দুর্বল। (ড. শারাফ মাহমূদ)

প্রস্রাবে অসতর্কতা ও কুৎসা রটনার দরুন কবরে শাস্তি

[৯৪] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ وَكِيعٌ لَا يَتَوَقَّاهُ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

'আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, "এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। বড় কোনও কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তা কিন্তু নয়; বরং এদের একজন কুৎসা রটাত, আর আরেকজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে আড়াল করত না [বা সুরক্ষিত রাখত না]।" এরপর তিনি খেজুর গাছের তাজা ডাল আনার নির্দেশ দেন। [ডাল আনা হলে] তিনি সেটিকে দু' টুকরো করে প্রত্যেক কবরে একটি করে ডাল গুঁজে দিয়ে বলেন, "হতে পারে, এগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব করে দেওয়া হবে।" '[১]

[৯৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ

'নবি ﷺ বলেন, "কবরের বেশিরভাগ শাস্তি হয় প্রস্রাবে (অসতর্কতার) দরুন।" '[২]

[৯৬] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কবরের বেশিরভাগ শাস্তি মূলত প্রস্রাবের

---

[১] বুখারি, ১৩৬১; মুসলিম, ২৯২; আবূ দাউদ, *সুনান*, ১/৫।

[২] ইবনু মাজাহ, *সুনান*, ৩৪৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, দ্রষ্টব্য: *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ১/২৮৭।

দরুন; সুতরাং তোমরা প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন হও।" '[১]

[৯৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَأَخَذَ سَعَفَةً أَوْ جَرِيدَةً فَشَقَّهَا فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَحَدِ الْقَبْرَيْنِ وَالشُّقَّةُ الْأُخْرَى عَلَى الْقَبْرِ الْآخَرِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَرَى سُئِلَ عَنْ فَعْلَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ كَانَ لَا يَتَّقِي مِنَ الْبَوْلِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ فَانْتَظَرَ بِهِمَا الْعَذَابُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খেজুরের একটি পাতা নিয়ে দু' টুকরো করেন। তারপর এক টুকরো একটি কবরের উপর, আর অপর টুকরো আরেক কবরের উপর রাখেন। (বর্ণনাকারী) ইবনু ওহাব বলেন, আমি দেখি তাঁকে এ কাজের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "(এদের) একজন পুরুষ, যে প্রস্রাবের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকত না, আর অপরজন মহিলা, যে মানুষের মধ্যে কুৎসা রটাত। এদের আযাব কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের জন্য থেমে গেল।" '[২]

[৯৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَوَقَفَ فَقَالَ إِيتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَنْ يَزَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا دَامَ فِيهِمَا نُدُوٌّ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে থেমে বলেন, "আমার কাছে দু'টি খেজুরপাতা নিয়ে আসো।" (পাতা আনা হলে) তিনি একটি পাতা তার মাথার কাছে, আর আরেকটি পাতা তার দু' পায়ের কাছে রাখেন। আমরা তাঁকে বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল, এটি কি তার কোনও

---

[১] হাকিম, *আল-মুস্তাদ্‌রাক,* ১/১৮৩; তাবারানি, *আল-মু'জামুল কাবীর;* বায্‌যার, দ্রষ্টব্য: হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ,* ১/২০৭।

[২] আলি মুত্তাকি, *কানযুল উম্মাল,* ১৫/৭৪৩; *জামউল জাওয়ামি',* ২/৬৯৩।

উপকারে আসবে।' তিনি বলেন, "পাতা দুটির মধ্যে যতক্ষণ আর্দ্রতা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কবরের কিছু শাস্তি লাঘব হতে থাকবে।" '[১]

[৯৯] আবূ বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنَنَا إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ فِي قُبُورِهِمَا فَأَيُّكُمْ يَأْتِينِي مِنْ هَذَا النَّخْلِ بِعَسِيبٍ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَسَبَقْتُهُ وَكَسَرْتُ مِنَ النَّخْلِ عَسِيبًا فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ مِنْ أَعْلَاهُ فَوَضَعَ عَلَى أَحَدِهِمَا نِصْفًا وَعَلَى الْآخَرِ نِصْفًا وَقَالَ إِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا دَامَ فِيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

'একদিন আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে হাঁটছি। আমার সাথে ছিল আরেকজন। আল্লাহর রাসূল ﷺ হাঁটছেন আমাদের মাঝখান দিয়ে। দুটি কবরের কাছে এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এ দু'টি কবরের বাসিন্দাকে এখন তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কে এই খেজুর গাছ থেকে একটি তাজা ডাল নিয়ে আসবে?" এ কথা শুনে আমি ও আমার সঙ্গী প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি। আমি তার আগে গিয়ে খেজুর গাছ থেকে একটি তাজা ডাল ভেঙে নবি ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসি। তিনি সেটিকে উপর থেকে চিরে দু' টুকরো করেন। তারপর অর্ধেক ডাল রাখেন একটি কবরের উপর, আর অপর অর্ধেক রাখেন অন্য কবরের উপর। তারপর তিনি বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দু'টির মধ্যে কিছুটা আর্দ্রতা থাকবে, ততক্ষণ তাদের শাস্তি লাঘব হবে। এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গীবত ও প্রস্রাব (থেকে অসতর্কতা)-এর দরুন।" '[২]

[১০০] আবূ বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأْتِيَانِي بِجَرِيدَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا

---

[১] *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৫৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ২/৪৪১।

[২] ইবনু মাজাহ (সংক্ষেপে); আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৫/৩৯।

وَصَاحِبِي فَسَبَقْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ فَوَضَعَ فِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً وَفِي ذَا وَاحِدَةً وَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ بِلَا كَبِيرٍ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ও অন্য আরেক ব্যক্তির মাঝখানে ছিলেন। দু'টি কবরের কাছে এসে তিনি বলেন, "এ দু'টি কবরের বাসিন্দাকে এখন তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; তোমরা গিয়ে একটি খেজুরপাতা নিয়ে আসো।" এ কথা শুনে আমি ও আমার সঙ্গী প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি। আমি তার আগে গিয়ে একটি খেজুরপাতা নিয়ে আসি। তিনি সেটিকে চিরে দু'টুকরো করেন। তারপর একটি এই কবরে, আর আরেকটি আরেক কবরে গুঁজে দিয়ে বলেন "হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটি আর্দ্র থাকবে, ততক্ষণ তাদের শাস্তি লাঘব হবে। এরা কিন্তু বড় রকমের গোনাহ ছাড়াই শাস্তি পাচ্ছে; এদের শাস্তির কারণ হলো গীবত (কারও অনুপস্থিতিতে তার নিন্দাবাদ) ও প্রস্রাব (সংক্রান্ত অসতর্কতা)।" '[১]

[১০১] ইয়া'লা ইবনু সিয়াবাহ ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَرَّ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ مَا كَانَتْ رَطْبَةً

'নবি ﷺ একটি কবরের পাশ দিয়ে যান। কবরবাসীকে বড় কোনও গোনাহ ছাড়াই শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর তিনি খেজুরপাতা আনার নির্দেশ দেন। (পাতা আনা হলে) তিনি তা কবরের উপর রেখে বলেন, "হতে পারে, এ পাতা যতক্ষণ আর্দ্র থাকবে, ততক্ষণ তার শাস্তি লাঘব থাকবে।" '

[১০২] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ لِبَنِي النَّجَّارِ وَهُمَا يُعَذَّبَانِ بِالنَّمِيمَةِ وَالْبَوْلِ فَأَخَذَ سَعَفَةً فَشَقَّهَا بِاثْنَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى هَذَا الْقَبْرِ شُقَّةً وَعَلَى هَذَا الْقَبْرِ شُقَّةً وَقَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا زَالَتَا رَطْبَتَيْنِ

---

[১] ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, ১/১২২; হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ১/২০৭।

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বানুন নাজ্জারের দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যান। তখন কুৎসা রটনা ও প্রস্রাব (সংক্রান্ত অসতর্কতা)-এর দরুন কবরবাসীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর তিনি একটি খেজুরপাতা নিয়ে চিরে দু'টুকরো করেন। তারপর এক কবরে এক টুকরো, আর আরেক কবরে আরেক টুকরো রেখে বলেন, "পাতা দুটি যতক্ষণ আর্দ্র থাকবে, ততক্ষণ তাদের শাস্তি লাঘব থাকবে।" '[১]

[১০৩] আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّمِيمَةِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যান, যাকে কুৎসা রটনার দরুন তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল।'[২]

[১০৪] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَنَفَرَتْ بَغْلَتُهُ الشَّهْبَاءُ فَأَخَذَ الْقَوْمُ بِلِجَامِهَا فَقَالَ خَلُّوا عَنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি কবরের পাশ দিয়ে যান। তখন তাঁর ধূসর রঙের খচ্চরটি আচমকা দৌড় দেয়। লোকজন তার লাগাম ধরে ফেললে, তিনি বলেন, "এটিকে ছেড়ে দাও; কারণ, (এই) কবরের বাসিন্দাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; লোকটি প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পরিচ্ছন্নতা লাভ করত না।" '

[১০৫] আবদুর রহমান ইবনু হাসানাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَكَلَّمْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَأَتَانَا فَقَالَ أَمَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَوْلٌ قَرَضُوهُ فَنَهَاهُمْ فَتَرَكُوهُ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ

'আমি ও আমর ইবনুল আস رضي الله عنهما বসে আছি। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কাছে আসেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ঢাল। অতঃপর তিনি (এক

---

[১] আহমাদ; তাবারানি, দ্রষ্টব্য: হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ১/২০৮।

[২] তাবারানি, দ্রষ্টব্য: হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ১/২০৭।

জায়গায়) বসে প্রস্রাব করেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি—তিনি মহিলাদের মত (বসে) প্রস্রাব করেন! এ কথা শুনে তিনি আমাদের কাছে এসে বলেন, "তোমরা জানো—বানূ ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কী অবস্থা হয়েছিল? (তাদের নিয়ম ছিল) তাদের (কাপড়ে) প্রস্রাব লাগলে, তারা তা কেটে ফেলত। ওই ব্যক্তি তাদেরকে তা করতে নিষেধ করলে, তারা ওই নিয়ম পরিত্যাগ করে। ফলে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।" '[১]

---

[১] আবূ দাঊদ, ১/৫; ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: *মাওয়ারিদুয যাম্আন*, ১৩৯; ইবনু মাজাহ, ৩৪৬; বাইহাকি, ১/১০৪; ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ*, ১২২; ইয়াকূব ইবনু সুফইয়ান, *আল-মারিফাহ ওয়াত তারীখ*, ১/২৮৪।

বিলাপের দরুন কবরে শাস্তির আশঙ্কা, কখন?

বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেছেন, বিলাপের দরুন মৃতব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়, যদি সে বিলাপ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকে।

[১০৬] উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ

'নবি ﷺ বলেছেন, "বিলাপের দরুন মৃতব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।" '[১]

---

[১] বুখারি, ১২৯২; মুসলিম, ৯২৭; বাইহাকি, *সুনান,* ৪/৭১।

আত্মসাতের দরুন কবরে শাস্তি

[১০৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالْأَمْوَالَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا نَحْوَ وَادِي الْقُرَى وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ إِيَّاهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبِيبٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হই। (সেখানে) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে আমরা কোনও সোনা-রুপা পাইনি; পাই কেবল কিছু জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ। তারপর আমরা আল-কুরা উপত্যকার দিকে রওয়ানা হই। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিল তাঁর এক দাস, যা রিফাআ ইবনু যাইদ নামে বানূ দাবীব গোত্রের এক লোক তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাহনের পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে; এমন সময় এক অজ্ঞাতনামা তিরন্দাজের ছোঁড়া একটি তির এসে তার গায়ে বিদ্ধ হয়। এতে সে মারা যায়। তাকে উদ্দেশ্য করে লোকেরা বলে উঠে, 'অভিনন্দন! তার জন্য জান্নাত (অবধারিত)!' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কিছুতেই নয়! শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! খায়বার (জয়ের) দিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের আগে সেখান থেকে সে যে (জুতা বাঁধার) চামড়ার ফিতাটি আত্মসাৎ করেছে, সেটি তার উপর আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠবেই।" এরপর এক ব্যক্তি একটি বা দু'টি (জুতা বাঁধার) চামড়ার ফিতা নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসে। তা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ

বলেন, "(এই) ফিতা বা ফিতা দু'টি হলো আগুনের।" '[১]

[১০৯] আবূ রাফি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ إِلَى الْمَغْرِبِ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ

'আসরের সালাত আদায় করে আল্লাহর রাসূল ﷺ বানূ আব্দিল আসহাল গোত্রের লোকদের কাছে যেতেন; তাদের সাথে কথা বলতেন। তারপর মাগরিবের জন্য দ্রুত চলে আসতেন।' এরপর তিনি যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে রয়েছে—'নবি ﷺ বলেন, "কিন্তু, এই যে অমুকের ছেলে অমুক; আমি তাকে অমুক গোত্রে পাঠালাম। সে একটি চাদর আত্মসাৎ করল। এর ফলে এখন তাকে তদনুরূপ একটি আগুনের বর্ম পরানো হলো।" '[২]

---

[১] বুখারি, ৪২৩৪; আবূ দাউদ, ২/৬২; মুসলিম, ১১৫; *তানবীরুল হাওয়ালিক*, ২/১৫।

[২] নাসাঈ, ২/৮৯; ইবনু খুযাইমা, *সহীহ*, ৪/৫২; আহমাদ, ৬/৩৯২।

ঋণের দরুন কবরে শাস্তির আশঙ্কা

[১১০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

'নবি ﷺ বলেন, "মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করা হয়।" '[১]

[১১১] সামুরা ইবনু জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَنَادَى ثَلَاثًا لَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ مِنْكُمْ قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন সালাত আদায় শেষে বলেন, "অমুক গোত্রের কেউ আছো এখানে?" এভাবে তিনি তিনবার ডাকেন। (কিন্তু) কেউ সাড়া দেয়নি। তারপর তিনি বলেন, "তোমাদের যে লোকটি মারা গেল, তাকে তার ঋণের দরুন জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে; তার ঋণটি এখনও পরিশোধ করা হয়নি। তোমরা চাইলে (তার ঋণ পরিশোধ করে) তাকে মুক্ত কর, আর চাইলে তাকে আল্লাহর শাস্তির কাছে ন্যস্ত কর।" '[২]

[১১২] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَخَطَّ خُطًا ثُمَّ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَيْنُهُ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[১] তিরমিযি, ১০৭৪; হাকিম, ২/২৬, ২৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ২/৪৪০। ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: *মাওয়ারিদুয যামআন*, ১১৫৮।

[২] হাকিম, *আল-মুস্তাদ্রাক*, ২/২৫; ইয়াকূব ইবনু সুফ্‌ইয়ান, *আল-মা'রিফাহ্ ওয়াত তারীখ*, ৩/১২৭; মুসলিম, ১৮৮৬।

وَسَلَّم هُمَا عَلَيْكَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبُرْءُ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي الْغَدِ فَقَالَ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ

'এক ব্যক্তি মারা গেলে আমরা তাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিই এবং কাফন পরাই। তারপর তাকে নিয়ে নবি ﷺ-এর নিকট আসি; যাতে তিনি তার জানাযা পড়ান। এক পা অগ্রসর হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তার কি কোনও ঋণ আছে?" আমরা বলি, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে ফেল।" আবূ কাতাদা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলাম।' নবি ﷺ বলেন, "তোমার উপর কিন্তু দু'টি দায়: ঋণদাতার অধিকার এবং মৃতব্যক্তির দায়মুক্তি।" তিনি বলেন, 'জি, আচ্ছা।' তারপর নবি ﷺ তার জানাযা পড়ান। পরদিন তার সাথে দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "দীনার দু'টির কী হলো? (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করেছ?)" তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, সে তো (মাত্র) গতকাল মারা গেল!' পরদিন আবার দেখা। তিনি জানতে চান, "দীনার দু'টির কী হলো?" তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি দু'টি দায়ই শোধ করে দিয়েছি।' পরিশেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এতক্ষণে তার চামড়া ঠাণ্ডা হলো!" '[১]

[১] আবূ দাউদ, ২/২২১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৩/৩২০। আহমাদের সনদটি হাসান।

আল্লাহর আনুগত্য: কবরের শাস্তির বিপরীতে রক্ষাকবচ

কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধের আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

"যে অবাধ্য হচ্ছে, তার অবাধ্যতার শাস্তি সেই ভোগ করবে। আর যারা সৎকাজ করছে, তারা নিজেদেরই জন্য সুখশয্যা প্রস্তুত করছে।"
(আর রূম ৩০:৪৪)

মুজাহিদ বলেন, '(এই আয়াতে 'সুখশয্যা প্রস্তুত করা' বলতে) কবরের কথা বুঝানো হয়েছে।'

[১১৩] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّوْنَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ

"মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে তার সঙ্গীরা চলে আসার সময়, সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। সে মুমিন হলে, সালাত তার মাথার কাছে অবস্থান নেয়, সিয়াম থাকে তার ডানে, যাকাত থাকে বামে, আর দান-সদাকাহ্, সম্পর্ক রক্ষা, ভালো কাজ ও মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ সংক্রান্ত কল্যাণজনক কাজসমূহ থাকে তার দু'পায়ের কাছে। (ফেরেশতাকে) তার মাথার দিক দিয়ে আনা হলে, সালাত বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই। ডানদিক

দিয়ে আনা হলে, সিয়াম বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই। বাম দিক দিয়ে আনা হলে, যাকাত বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই। দু' পায়ের দিক দিয়ে আনা হলে, দান-সদাকাহ্, সম্পর্ক রক্ষা, ভালো কাজ ও মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ সংক্রান্ত কল্যাণজনক কাজসমূহ বলবে—আমার এদিক দিয়ে ঢুকার জায়গা নেই।[১]

এভাবে তিনি হাদীসটির এক দীর্ঘ বিবরণী পেশ করেন (যার পূর্ণরূপ এ গ্রন্থের ৫২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে)।

---

[১] হাকিম, *আল-মুস্তাদ্রাক*, ১/৩৭৯; ইবনু হিব্বান, ৮৭১; *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ৩/৫১; বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ*, ১০৮।

ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা: কবরে নিরাপদ থাকার উপায়

রিবাত বা 'ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন' করলে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকার প্রত্যাশা করা যায়।

[১১৪] সালমান ফারিসি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ الرِّبَاطُ وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَتَّانِ وَيُقْطَعُ لَهُ رِزْقٌ فِي الْجَنَّةِ

'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "এক দিন বা এক রাতের 'রিবাত' এক মাস সিয়াম পালন ও পুরো মাস রাতে সালাত আদায় করার ন্যায়। (রিবাত পালনকালে) সে মারা গেলে, তার উপর রিবাত (-এর সুবিধা) চলতে থাকবে; মহাপরীক্ষক থেকে সে থাকবে নিরাপদ, আর তার জন্য জান্নাতে জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।"

[১১৫] হিশাম ইবনু আব্দিল মালিক ﷺ নিজের সনদে একই অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; তবে সেখানে বলা হয়েছে, নবি ﷺ বলেন—

خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ أَوْ جَرَى عَلَيْهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

"এক দিন বা এক রাতের 'রিবাত' এক মাস সিয়াম পালন ও পুরো মাস রাতে সালাত আদায় করার চেয়ে অধিক উত্তম। (রিবাত পালনকালে) সে মারা গেলে, তার আমল চলতে থাকবে, অথবা সে যা করত তা চলতে থাকবে, এবং মহাপরীক্ষক থেকে সে থাকবে নিরাপদ।"[১]

[১১৬] ফাদালাহ্ ইবনু উবাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলনামা বন্ধ করে

[১] মুসলিম, ১৯১৩; নাসাঈ, ৬/৩৯।

দেওয়া হয়; তবে যে ব্যক্তি রিবাত-এর দায়িত্ব পালন করে, তার বিষয়টি ব্যতিক্রম, কারণ কিয়ামাত পর্যন্ত তার আমলের পরিমাণ বাড়তে থাকে; কবরের মহাপরীক্ষক থেকেও সে থাকে নিরাপদ।" [১]

---

[১] আবূ দাউদ, ২/৯; তিরমিযি, ১৬৭১; হাকিম, ২/১৪৪; দারিমি, ২/১৩১।

কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় শহীদ হওয়া

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে, কবরে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায়।

[১১৭] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةِ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنَسٌ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

'বিরে মাউনা'র ঘটনায় যারা সাহাবিদের হত্যা করেছিল, নবি ﷺ তাদের বিরুদ্ধে একমাস পর্যন্ত ফাজরের সময় বদ-দুআ করেন। (এই বদ-দুআ ছিল) রি'ল, যাকওয়ান, লিহ্ইয়ান ও উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতায় মেতে উঠেছিল। শহীদদের প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে আয়াত নাযিল করেছিলেন, যা পরে রহিত করে দেওয়া হয়। (ওই আয়াতটিতে বলা হয়েছিল:) "আমাদের জাতিকে জানিয়ে দাও—আমরা আমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি; তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট, আমরাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট।" '[১]

[১১৮] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا فِي الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ

[১] বুখারি, ৪০৯০-৪০৯৫; মুসলিম, ৬৭৭।

عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের ভাইয়েরা যখন উহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়, তখন আল্লাহ তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তারা জান্নাতের ঝর্ণাসমূহে ঘুরে বেড়ায়, সেখান থেকে ফল খায় এবং (শেষে) আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত সোনালি প্রদীপসমূহে আশ্রয় নেয়। নিজেদের খাবার, পানীয় ও বিশ্রামের মিষ্টতা অনুভব করার পর তারা বলে, 'কে আমাদের ভাইদের এ সংবাদ পৌঁছে দেবে—আমরা জান্নাতে জীবিত; আমাদের জীবিকা সরবরাহ করা হচ্ছে!' যাতে তারা জিহাদ-বিমুখ না হয় এবং যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ না করে।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন,

> *"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে কোরো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনও সেখানে পৌঁছুয়নি, তাদের জন্যও কোনও ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" '*
>
> (সূরা আ-ল ইমরান ৩:১৬৯-১৭১)[১]

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁-এর একটি হাদীস ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

[১১৯] কাইস জুযামি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْقَتِيلِ عِنْدَ اللَّهِ سِتَّ خِصَالٍ تُغْفَرُ لَهُ

---

[১] আবূ দাঊদ, ২/১৪; হাকিম, ২/৮৮।

[২] এ গ্রন্থের ৫৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

خَطِيئَتُهُ فِي أَوَّلِ دَفْقَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কাছে শহীদদের ছয়টি বিশেষত্ব রয়েছে:

- তার রক্তের প্রথম প্রবাহের সাথে সাথে তার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়;
- কবরের শাস্তি থেকে তাকে সুরক্ষিত রাখা হয়;
- তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হয়;
- জান্নাতে সে তার অবস্থান দেখতে পায়;
- মহা আতঙ্ক (কিয়ামাত) থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে; এবং
- ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়া হবে।" '[১]

---

[১] তিরমিযি, ১৭১২; ইবনু মাজাহ, ২৭৯৯।

সূরা আল-মুলক: কবরে শাস্তি-প্রতিরোধক

সূরা আল-মুল্‌ক পাঠ করলে, তা কবরের শাস্তি প্রতিরোধ করবে—এই মর্মে আশা করা যায়।

[১২০] আবদুল্লাহ ﷺ বলেন,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَأُتِيَ مِنْ جَوَانِبِ قَبْرِهِ فَجَعَلَتْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ تُجَادِلُ عَنْهُ حَتَّى مَنَعَتْهُ قَالَ فَنَظَرْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَإِذَا هِيَ سُورَةُ الْمُلْكِ

'এক ব্যক্তি মারা গেলে, তাকে তার কবরের বিভিন্ন দিক দিয়ে (কবরে) আনা হয়। তখন কুরআনের একটি সূরা তার পক্ষে তর্ক করে তাকে সুরক্ষা দেয়। আমি ও মাসরূক তাকিয়ে দেখি, তা হলো সূরা আল-মুল্‌ক।'

[১২১] মাসরূক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন,

جَادَلَتْ سُورَةُ تَبَارَكَ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ

'সূরা আল-মুল্‌ক তার তিলাওয়াতকারীর পক্ষে তর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে।'

[১২২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أُتِيَ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَقَالَتْ لَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى هَذَا إِنَّهُ كَانَ قَدْ دَعَا فِي سُورَةِ الْمُلْكِ وَأُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَقَالَتْ رِجْلَاهُ لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَى هَذَا إِنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِي بِسُورَةِ الْمُلْكِ فَمَنَعَتْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ

'সূরা আল-মুল্‌ক হলো প্রতিরোধক; আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে এই সূরা কবরের শাস্তি প্রতিরোধ করবে। এক ব্যক্তিকে তার মাথার দিক দিয়ে আনা হলো। মাথা বলল, তোমার জন্য এর কাছে আসার কোনও জায়গা নেই, সে সূরা আল-মুল্‌ক পাঠ করে (আল্লাহকে) ডেকেছে; তার দু' পায়ের দিক দিয়ে আনা হলে পা দু'টি বলল, তোমাদের জন্য এর কাছে আসার কোনও জায়গা নেই, সে আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে (সালাতে) সূরা আল-মুল্‌ক পাঠ

করত। এভাবে, আল্লাহর অনুমিতক্রমে, এটি তার পাঠকারীকে কবরের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখল। তাওরাতে আছে: সূরা আল-মুলক (এমন এক সূরা), যে-ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করে, সে উত্তম কাজ করে এবং বিপুল কল্যাণ লাভ করে।'[১]

[১২৩] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ضَوَّبَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ حَتَّى خَتَمَهَا فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোনও এক সাহাবি একটি কবরের উপর তাঁবু টানান। তিনি জানতেন না যে, এটি একটি কবর। তিনি আচমকা খেয়াল করেন, এর ভেতর এক ব্যক্তি সূরা আল-মুল্‌ক পাঠ করছে। পাঠ শেষ হলে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি একটি কবরের উপর তাঁবু টানিয়েছিলাম; বুঝতে পারিনি যে, সেটি একটি কবর। আচমকা খেয়াল করি যে, এর ভেতর এক ব্যক্তি সূরা আল-মুল্‌ক পাঠ করছে। সে পুরো সূরাটি পাঠ করেছে।' আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এটি প্রতিরোধক; এটি সুরক্ষাদাতা—পাঠকারীকে কবরের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখে।" '[২]

[১২৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ سُورَةٌ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'নবি ﷺ বলেন, "কুরআনে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার

---

[১] হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক,* ২/৪৯৮। যাহাবি এটিকে সহীহ্‌ আখ্যায়িত করেছেন।

[২] তিরমিযি, ২০৫৩। ইসনাদের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। (ইমাম বাইহাকি)

পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করে, যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সেটি হলো (সূরা আল-মুল্‌ক, যার শুরু হয়েছে এ আয়াত দিয়ে:) 'বরকতময় সেই সত্তা, যার হাতে (সবকিছুর) রাজত্ব; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" '[১]

---

[১] তিরমিযি, ৩০৫৩; হাকিম, *আল-মুস্‌তাদ্‌রাক*, ২/৪৯৭।

অভ্যন্তরীণ পীড়ায় মৃত্যু: কবরে নিরাপত্তা লাভের সম্ভাবনা

পেটের বা দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় যার মৃত্যু হয়, তার কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

[১২৫] আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ فَذَكَرَا رَجُلًا مَاتَ فِي بَطْنِهِ فَأَحَبَّا أَنْ يَحْضُرَا جِنَازَتَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ بَلَى

'আমি তখন সুলাইমান ইবনু সুরাদ ও খালিদ ইবনু উরফুতা ﷺ-এর কাছে বসা। তারা এক লোকের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এক লোক পেটের পীড়ায় মারা গিয়েছে। তারা দু'জনই তার জানাযায় হাজির হতে চান। তখন তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শোননি—"পেটের বা দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় যার মৃত্যু হয়, কবরে তাকে কখনও শাস্তি দেওয়া হবে না?" অপরজন বলেন, 'অবশ্যই শুনেছি।'[১]

[১২৬] আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার জুহানি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَلَسْتُ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلَّهِ أَبُوكَ أَمَا كُنْتَ تُؤْذِنُنَا بِذَاكَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ نَشْهَدُ جِنَازَتَهُ فَقَالَ كُنَّا مُحِسِّينَ وَكَانَ مَبْطُونًا فَبَادَرْنَاهُ فَأَقْبَلَ سُلَيْمَانُ عَلَى خَالِدٍ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ قَالَ نَعَمْ

'আমি সুলাইমান ইবনু সুরাদ ও খালিদ ইবনু উরফুতা ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। তখন সুলাইমান বলেন, 'তোমার পিতা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হোক! তুমি কি ওই সৎ লোকটির ব্যাপারে আমাদের অবহিত করতে না? আমরা তার জানাযায় যাব।' তিনি বলেন, 'আমরা আঁচ করতে পেরেছিলাম, সে অভ্যন্তরীণ পীড়ায় ভুগছে।' এরপর আমরা তার (জানাযার) উদ্দেশে

[১] নাসাঈ, ৪/৯৮; আহমাদ, *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৮/১৩৩।

রওয়ানা হই। তখন খালিদের সামনে এসে সুলাইমান বলেন, 'তুমি কি নবি ﷺ-কে বলতে শোননি—"পেটের বা দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় যার মৃত্যু হয়, কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না?" তিনি বলেন, 'হ্যাঁ! (শুনেছি)।'[১]

[১২৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا أَوْ وُقِيَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَأَبُوسَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِمَا وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقٍ مِنَ الْجَنَّةِ

'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদ অবস্থায় মারা যায়, অথবা কবরের শাস্তি থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।" '
আবূ আবদিল্লাহ ও আবূ সাঈদ ﵀-এর বর্ণনায় আরও বাড়তি বলা হয়েছে, "সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে জান্নাতের জীবনোপকরণ হাজির করা হয়।"

---

[১] তিরমিযি, ১০৭০। অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট আরেকটি হাদীসের জন্য দেখুন: নাসাঈ, ৪/৯৮।

শুক্রবারে মৃত্যু: কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা

শুক্রবার রাতে মৃত্যু হলে কবরের পরীক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়:

[১২৮] আবূ আবদির রহমান ইবনি মুহ্‌রিম ﷺ বলেন,

أَنَّ ابْنًا لِعِيَاضِ بْنِ عُقْبَةَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَدَّ وَجْدُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الصِّدَفِ يَا أَبَا يَحْيَى أَلَا أُبَشِّرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

'ইয়াদ ইবনু উকবা'র এক ছেলে শুক্রবার রাতে মারা যায়। পুত্র-বিয়োগের শোক তার জন্য অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠলে, সিদাফ এলাকার এক লোক তাকে বলেন, "আবূ ইয়াহ্‌ইয়া, আমি কি তোমাকে এমন একটি বিষয়ের সুসংবাদ দেবো না, যা আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি? আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে কোনও অনুগত বান্দা (মুসলিম) শুক্রবার রাতে মারা গেলে, সে কবরের পরীক্ষা থেকে মুক্ত থাকবে।' " '[১]

[১২৯] আবূ কাবীল মিশরি ﷺ বলেন,

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

'আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "শুক্রবার রাতে কিংবা দিনে কোনও ব্যক্তি মারা গেলে, তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে।" '

[১৩০] সিনান ইবনু আবূদির রহমান সিদাফি ﷺ বলেন,

---

[১] তিরমিযি, ১০৮০; ত্বহাবি, *মুশকিলুল আসার,* ১/১০৮; *আল-মাতালিবুল আলিয়াহ্‌,* ২/২৩০, হাদীস নং ৮০৮।

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ يَقُولُ مَنْ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ الْفَتَّانَ

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ বলতেন, "যে-ব্যক্তি শুক্রবার রাতে কিংবা দিনে মারা যায়, তাকে মহাপরীক্ষক থেকে বাচিয়ে দেওয়া হয়।" '

[১৩১] ইকরিমা ইবনু খালিদ মাখযূমি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ خُتِمَ بِخَاتَمِ الْإِيْمَانِ وَوُقِيَ عَذَابَ الْقَبْرِ

'যে-ব্যক্তি শুক্রবার দিনে কিংবা রাতে মারা যায়, তার উপর ঈমানের সীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে কবরের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।'

কবরের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার দুআ

জানাযার সালাতে নবি ﷺ দুআ করেছেন, যেন কবরবাসীর জন্য কবরটিকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

[১৩২] আউফ ইবনু মালিক আশ্‌জায়ী ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا ذَاكَ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ الْمَيِّتِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি জানাযা পড়ান। (তখন) আমি তাঁকে বলতে শুনি, "হে আল্লাহ, তুমি

* তাকে ক্ষমা করো, তার প্রতি দয়া দেখাও;
* তার ভুলত্রুটি মার্জনা করো;
* তাকে (বিপদ-মুসিবত থেকে) মুক্তি দাও;
* তাকে সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও;
* তার প্রবেশগৃহ (কবর) প্রশস্ত করে দাও;
* পানি, বরফ ও শীতল (বস্তু) দিয়ে তাকে ধুয়ে দাও;
* তার ভুলত্রুটিগুলো থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লামুক্ত করা হয়;
* তার (বর্তমান) আবাস, পরিবার ও জোড়ার চেয়ে উত্তম আবাস, পরিবার ও জোড়া দান করো; এবং
* তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও!"

আউফ ؓ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ওই মৃতব্যক্তির জন্য যে (আবেগময়) দুআ করলেন, তা দেখে আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগে—ইশ, ওই মৃতব্যক্তিটি যদি আমি হতাম!'[১]

---

[১] মুসলিম, ৯৬৩।

[১৩৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'নবি ﷺ প্রচুর রক্তক্ষরণে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির জানাযা পড়ান। তারপর তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, তুমি তাকে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় দাও!" '[১]

---

[১] সুয়ূতি, *জামউল জাওয়ামি'*, ২/৬৯৪, ৬৯৯।

কবরের অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হয়ে ওঠা

নবি ﷺ জানাযা পড়ালে আশা করা যেত যে, কবরবাসীর জন্য কবরের অন্ধকার দূর হয়ে তা আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠবে:

[১৩৪] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

أَنَّ إِنْسَانًا أَسْوَدَ أَوْ إِنْسَانَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ يَقُمُّ فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَالَ فَهَلَّا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهَا أَوْ بِهِ وَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

'এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী কিংবা পুরুষ মাসজিদ ঝাড়ু দিত। সে মারা যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তার কী হয়েছে?" তাঁরা বলেন, 'সে তো মারা গিয়েছে!' নবি ﷺ বলেন, "তার মৃত্যুর কথা তোমরা আমাকে জানাওনি কেন?" (নবি ﷺ-কে না জানানোর কারণ ছিল) সম্ভবত তারা ওর ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করেছিল। তিনি বলেন, "আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।" কবরের কাছে এসে তিনি তার জন্য (জানাযার) সালাত আদায় করেন।[১] তারপর বলেন, "এ কবরগুলো বাসিন্দাদের জন্য অন্ধকারে ভরপুর হয়ে আছে। আমি তাদের জন্য দুআ করেছি; এর ফলে আল্লাহ তাআলা কবরগুলোকে আলোকজ্জ্বল করে দেবেন।" '[২]

---

[১] আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, 'তিনি তার জন্য দুআ করেন।'

[২] মুসলিম, ৯৫৬।

মুশরিকদের কবরে শাস্তির জন্য দুআ

নবি ﷺ দুআ করেছেন, যাতে মুশরিকদের কবরে শাস্তি দেওয়া হয়:

[১৩৫] আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

'খন্দকের (যুদ্ধের) সময় আমরা নবি ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, "আল্লাহ তাদের ঘর ও কবরগুলো আগুন দিয়ে ভরপুর করে দিন, তারা যেভাবে আমাদেরকে কাজে মশগুল করে রেখেছে; এর ফলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা মধ্যবর্তী সালাত আদায় করতে পারলাম না।" মধ্যবর্তী সালাত হলো আসরের সালাত।" '[১]

[১৩৬] আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَاعِدًا عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ فَقَالَ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا أَوْ بُطُونَهُمْ

'আহযাবের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ খন্দকের একটি খাঁজে বসেছিলেন। এরপর তিনি বলেন, "তাদের কারণে আমরা কাজে মশগুল; সূর্যাস্ত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সালাত আদায় করতে পারলাম না। আল্লাহ তাদের কবর ও বাড়ি-ঘর কিংবা পেটগুলো আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন!" '[২]

[১৩৭] আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

'আহযাবের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তাদের কারণে আমরা কাজে

---

[১] বুখারি, ৪১১১; মুসলিম, ৬২৭, ৬২৮।

[২] মুসলিম, ৬২৭, ৬২৮।

মশগুল থাকায় মধ্যবর্তী সালাত, অর্থাৎ আসরের সালাত, আদায় করতে পারলাম না। আল্লাহ তাদের বাড়ি-ঘর ও কবরগুলো আগুন দিয়ে ভরপুর করে দিন!" তারপর তিনি দুই ইশা'র—অর্থাৎ মাগরিব ও ইশা'র—মধ্যবর্তী সময়ে ওই সালাত আদায় করেন।'[১]

[১৩৮] ইবনু তাহমান ﷺ-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন,

شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى صَلُّوا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقَالَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا

'আহযাবের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ (পরিখা খননের কাজে) মশগুল হয়ে পড়েন; ফলে তিনি (সময়মত) আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি। পরিশেষে তাঁরা মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে তা আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, "তাদের কারণে আমরা মধ্যবর্তী সালাত, অর্থাৎ আসরের সালাত, আদায় করতে পারিনি; আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরগুলো আগুন দিয়ে ভরপুর করে দিন!" '[২]

[১৩৯] যার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْنَا لِعُبَيْدَةَ سَلْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

'আমরা উবাইদা ﷺ-কে বলি, মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে আলি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, 'আহযাবের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তাদের কারণে আমরা মধ্যবর্তী সালাত, অর্থাৎ আসরের সালাত, আদায় করতে পারিনি; আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরগুলো আগুন দিয়ে ভরপুর করে দিন!" ' '[৩]

[১৪০] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ২/২৬১।

[২] মুসলিম, ৬২৭, ৬২৮।

[৩] *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ২/২৬১।

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

'আহযাবের দিন আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তাদের কারণে আমরা মধ্যবর্তী সালাত, অর্থাৎ আসরের সালাত, আদায় করতে পারিনি; আল্লাহ তাদের পেট ও কবরগুলো আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন!" '[১]

[১৪১] হুযাইফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

'আহযাবের দিন আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তাদের কারণে আমরা মধ্যবর্তী সালাত, অর্থাৎ আসরের সালাত, আদায় করতে পারিনি।" সেদিন তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাত আদায় করেননি। "আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়ি ও কবরগুলো আগুন দিয়ে ভরপুর করে দিন!" '

[১৪২] ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا

'আল্লাহর রাসূল ﷺ মুশরিকদের সাথে লড়াই করেন। (লড়াইয়ের সময়) তাঁদের সালাত ছুটে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তাদের কারণে আমরা মধ্যবর্তী সালাত, অর্থাৎ আসরের সালাত, আদায় করতে পারিনি। আল্লাহ তাদের কবর ও পেটগুলো আগুন দিয়ে ভরপুর করে দিন!" '

---

[১] মুসলিম, ৬২৭, ৬২৮।

কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ

নবি ﷺ কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চেয়েছেন, এবং (উম্মাহ-কে) এর নির্দেশ(ও) দিয়েছেন:

[১৪৩] মাসরূক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَتْ يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَيْئًا فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا وَمَا عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ فَسَلِيهِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ فَمَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'এক ইয়াহূদি মহিলা আয়িশা ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কবরের শাস্তি সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন?' আয়িশা ﷺ বলেন, 'না; কবরের শাস্তি কী?' ইয়াহূদি মহিলা বলেন, 'তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।' এরপর নবি ﷺ এলে, আয়িশা ﷺ তাঁকে কবরের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কবরের শাস্তি সত্য।" এরপর প্রত্যেক সালাতের পর আমি তাঁকে কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতে শুনেছি।'[১]

[১৪৪] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَتْ عَجُوزَانِ مِنْ عَجَائِزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا يَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'মদীনার ইয়াহূদিদের দু' বৃদ্ধা মহিলা (আমার কাছে এসে) বলেন, কবরবাসীদের কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার

---

[১] মুসলিম, ৫৮৪, ৫৮৫।

কাছে এলে, আমি বলি—হে আল্লাহর রাসূল, দু' বৃদ্ধা মহিলা আমার কাছে এসেছিল। তাদের ধারণা, কবরবাসীদের কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। এ কথা শুনে তিনি বলেন, "তাদের কথা সত্য। কবরবাসীদের কবরে এমন শাস্তি দেওয়া হয়, যা জন্তু-জানোয়াররা শুনতে পায়।" এর পর আমি দেখেছি, প্রত্যেক সালাতে তিনি কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাচ্ছেন।'[১]

[১৪৫] মাসরূক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا سَمِعْتُهُ يُصَلِّي بَعْدُ صَلَاةً إِلَّا وَتَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'এক ইয়াহূদি মহিলা আয়িশা ﷺ-এর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর কাছে কিছু চান এবং বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় দিন!' নবি ﷺ এলে, আয়িশা ﷺ তাঁকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কবরের শাস্তি সত্য।" তার পর প্রত্যেক সালাতে আমি তাঁকে কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতে শুনেছি।'[২]

[১৪৬] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَائِذًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتْ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَعِيذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'এক ইয়াহূদি মহিলা এসে তাঁর কাছে কিছু একটা চায়। তারপর সে তাঁকে বলে, 'আল্লাহ আপনাকে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় দিন!' পরে আয়িশা ﷺ

---

[১] বুখারি, ৬৩৬৬; মুসলিম, ৫৮৬।

[২] মুসলিম, ৫৮৪, ৫৮৫।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'মানুষকে কি কবরে শাস্তি দেওয়া হয়?' জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ (কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর নিকট) আশ্রয় চান। তারপর একদিন কোথাও যাওয়ার উদ্দেশে বাহনে উঠেন। এরপর সূর্যগ্রহণ হয়। (বর্ণনাকারী এখানে নবি ﷺ-এর সালাতের বিবরণী তুলে ধরেন।) তারপর তিনি (সাহাবিদের দিকে) মুখ ফিরিয়ে কিছু কথা বলেন। পরিশেষে নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় কামনা করেন।'[১]

[১৪৭] 'আমরা ﷺ থেকে বর্ণিত

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ فَقَالَتْ فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'এক ইয়াহূদি মহিলা আয়িশা ﷺ-এর কাছে এসে কিছু চায়। তারপর বলে, 'আল্লাহ আপনাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় দিন।' আয়িশা ﷺ বলেন, আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল, মানুষকে কি কবরে শাস্তি দেওয়া হয়?' (জবাবে) আল্লাহর রাসূল ﷺ (কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর নিকট) আশ্রয় চান। তারপর একদিন কোথাও যাওয়ার উদ্দেশে বাহনে উঠেন। এরপর সূর্যগ্রহণ হয়। (বর্ণনাকারী এখানে নবি ﷺ-এর সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত সালাতের বিবরণী তুলে ধরেন।) তারপর তিনি বলেন, "আমি দেখেছি, কবরে তোমাদেরকে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে।" আমি আয়িশা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'এরপর আমি প্রত্যেক সালাতের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর

---

[১] বুখারি, ১০৫০।

নিকট) আশ্রয় চাইতে শুনেছি।' '[১]

[১৪৮] উরওয়া ইবনুয যুবাইর ﵀ বলেন, নবি ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা ﵂ তাঁকে জানিয়েছেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

'নবি ﷺ সালাতের মধ্যে এই দুআ করতেন,

"হে আল্লাহ,

* আমি তোমার কাছে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই,
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই মসীহ্ [ত্রাণকর্তা(!)] দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে, আর
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই গোনাহ ও ঋণের বোঝা থেকে।"

এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ঋণের বোঝা থেকে আল্লাহর কাছে এত বেশি বেশি আশ্রয় চান কেন?' জবাবে তিনি বলেন, "মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে, আর ওয়াদা দিলে ওয়াদা ভঙ্গ করে।" '[২]

[১৪৯] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

---

[১] মুসলিম, ৯০৩।

[২] বুখারি, ৮৩২; মুসলিম, ৫৮৯; আবূ দাউদ, *সুনান*, ১/২০৩।

'নবি ﷺ বলতেন,

"হে আল্লাহ,

* আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে;
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে;
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্র্যের পরীক্ষার অনিষ্ট ও প্রাচুর্যের পরীক্ষার অনিষ্ট থেকে;
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই মসীহ্ [ত্রাণকর্তা(!)] দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে।

হে আল্লাহ,

* আমার অন্তরকে আমার ভুলত্রুটি থেকে সেভাবে পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেভাবে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করো;
* আমার ও আমার ভুলত্রুটির মধ্যে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করো, যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।

হে আল্লাহ,

* আমি অলসতা, জরাগ্রস্ততা বা বার্ধক্য, ঋণ ও গোনাহ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" '[১]

[১৫০] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِي دُبُرِهَا اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'আমি দেখেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেক সালাতের পর বলেছেন, "হে আল্লাহ—জিব্‌রীল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রব! আমাকে জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় দাও।" '[২]

[১৫১] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

---

[১] বুখারি, ৬৩৭৭; মুসলিম, ২৭০৫; ইবনু মাজাহ, *সুনান*, ৩৮৩৮।

[২] হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়াইদ*, ১০/১১০।

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ—জিব্‌রীল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রব! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।" '[১]

[১৫২] মুসআব ইবনু সাদ ؓ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْخَمْسِ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'তিনি পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে বলতেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ এসব বিষয়ের নির্দেশ দিতেন: 'হে আল্লাহ,

* আমি তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই;
* আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে;
* আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট বয়সে (অর্থাৎ জরাগ্রস্ত ও শক্তিহীন বার্ধক্যে) উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই;
* আমি তোমার কাছে দুনিয়ার পরীক্ষা থেকে আশ্রয় চাই; আর
* আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে।' "[২]

[১৫৩] আমর ইবনু মাইমূন ؓ বলেন,

كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'সাদ ؓ তাঁর ছেলেদের এসব বাক্য এমনভাবে শেখাতেন, যেভাবে শিক্ষক ছোটো ছোটো ছেলেদের শেখান। তিনি বলতেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতের পর এসব বিষয়ে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন:

'হে আল্লাহ,

* আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে;

---

[১] সুয়ূতি, *আল-জামিউস সগীর*, ১/৬১।

[২] বুখারি, ৬৩৭০, ৬৩৬৫।

* আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট বয়সে (অর্থাৎ জরাগ্রস্ত ও শক্তিহীন বার্ধক্যে) উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই;
* আমি তোমার কাছে দুনিয়ার পরীক্ষা থেকে আশ্রয় চাই; আর
* আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে।' "[১]

[১৫৪] আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মিম্বারে থাকাবস্থায় পাঁচটি বিষয়ে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতে শুনেছি, "হে আল্লাহ,

* আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই;
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই নিকৃষ্ট বয়স (জরাগ্রস্ত ও শক্তিহীন বার্ধক্য) থেকে;
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই বক্ষের পরীক্ষা থেকে; আর
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে।" '[২]

[১৫৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'সন্ধ্যা নেমে এলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন, "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম; আল্লাহর উদ্দেশে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে (পুরো) রাজত্ব। প্রশংসা সবই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই। তিনি একক; তাঁর (সার্বভৌমত্বে) কোনও অংশীদার নেই। হে আল্লাহ,

---

[১] বুখারি, ২৮২২।

[২] ইবনু মাজাহ, *সুনান,* ৩৮৪৪।

* আমি তোমার কাছে এই রাতের কল্যাণ ও রাতের ভেতরকার বিষয়াদির কল্যাণ চাই;
* তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট ও এর ভেতরকার বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে;
* হে আল্লাহ! অলসতা, জরাগ্রস্ততা, নিকৃষ্ট বার্ধক্য, দুনিয়ার পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" '[১]

[১৫৬] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ دَعَوْتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَعْلُومَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ لَا يُعَجِّلُ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهَا وَلَا يُؤَخِّرُ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ حِلِّهَا فَلَوْ دَعَوْتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعَافِيَكِ وَسَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا أَوْ لَكَانَ أَفْضَلَ

'উম্মু হাবীবা বিন্‌তু আবী সুফ্ইয়ান ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার পিতা আবূ সুফ্ইয়ান ও আমার ভাই মুআবিয়া—তাঁদের দ্বারা আমাকে সারাজীবন উপকৃত হওয়ার সুযোগ দাও!' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তুমি আল্লাহর কাছে যা চেয়েছ, তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এসব রিয্ক ইতোমধ্যে বণ্টিত হয়ে আছে, আর তা হলো অতিক্রান্ত পদচিহ্নমাত্র;[২] এসবের জন্য যে সময় নির্ধারিত হয়ে আছে, তা থেকে একটু আগেও কোনও কিছু আসবে না; নির্ধারিত সময়ের পরেও সেসব সংঘটিত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। সুতরাং তুমি যদি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে তিনি যেন তোমাকে ক্ষমা করে দেন, এবং আল্লাহর কাছে চাইতে তিনি যেন জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের শাস্তি থেকে তোমাকে আশ্রয় দেন, তাহলে তা হতো সর্বোত্তম।" '[৩]

---

[১] মুসলিম, ২৭২৩।

[২] সম্ভবত এর অর্থ হতে পারে, এগুলো অভিনব কিছু নয়; ইতঃপূর্বে বহু মানুষ এ ধরনের পার্থিব অনুগ্রহ পেয়েছে। তবে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। [অনুবাদক]

[৩] হাকিম, *আল-মুস্তাদ্‌রাক*, ২/৩৮১; বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ*, ৭৯; মুসলিম,

[১৫৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

'নবি ﷺ এ দুআ করতেন, "হে আল্লাহ, আমি কবরের শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" '[১]

[১৫৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন,

عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"তোমরা আল্লাহর শাস্তির পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও; কবরের শাস্তির পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে।" '[২]

[১৫৯] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ (সালাতের মধ্যে) তাশাহহুদ শেষ করলে, সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়:

* জাহান্নামের শাস্তি,
* কবরের শাস্তি,
* জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা, ও
* ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জালের অনিষ্ট।" '[৩]

২৬৬৩।

[১] বুখারি, ১৩৭৭; মুসলিম, ৫৮৮।

[২] মুসলিম, ৫৮৮।

[৩] বাইহাকি, *আল-ই'তিকাদ,* ১১০; মুসলিম, ৫৮৮।

[১৬০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কবরের শাস্তি থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতে শুনেছি।'[১]

[১৬১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ কবরের শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি ও দাজ্জালের পরীক্ষা—এসব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন।[২]

[১৬২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও; আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও কবরের শাস্তি থেকে; আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জাল থেকে; আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।" '

[১৬৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

'নবি ﷺ আল্লাহর কাছে জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ট, কবরের শাস্তি ও ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।'

[১৬৪] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

নবি ﷺ বলেন, "তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।"

---

[১] মুসলিম, ৫৮৭।

[২] মুসলিম, ৫৮৮।

[১৬৫] সুলাইমান ﷺ বলেন,

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

'আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ, আমি বার্ধক্য, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা ও জরাগ্রস্ততা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই; তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে; আর আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।" '[১]

[১৬৬] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

'নবি ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি বার্ধক্য, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, জরাগ্রস্ততা ও কবরের শাস্তি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই; আর আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।" '[২]

[১৬৭] হুমাইদ ﷺ বলেন,

حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'আনাস ইবনু মালিক ﷺ-কে কবরের শাস্তি ও দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, ভীরুতা, কৃপণতা, দাজ্জালের পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" '

[১৬৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

---

[১] বুখারি, ৬৩৬৭; মুসলিম, ২৭০৬।

[২] বুখারি, ৬৩৬৭; মুসলিম, ২৭০৬।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

'নবি ﷺ তাঁদেরকে কুরআনের সূরা শেখানোর ন্যায় এই দুআ শেখাতেন। তিনি বলতেন:

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই; তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে; আশ্রয় চাই ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে, আর আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।" '[১]

[১৬৯] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

'নবি ﷺ তাশাহ্হুদের পর বলতেন, "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই; তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে; তোমার কাছে আশ্রয় চাই একচোখা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে; আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।" '

[১৭০] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি কুফর (অবাধ্যতা), ঋণের বোঝা, কবরের শাস্তি ও বক্ষের পরীক্ষা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" '

[১৭১] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَحَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ

---

[১] মুসলিম, ৫৯; ইবনু মাজাহ, ৩৮৪; *তানবীরুল হাওয়ালিক*, ১/২১৬।

خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ مَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُنِي ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

'যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ আমাদের বলেছেন—'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর একটি খচ্চরে চড়ে বানুন নাজ্জারের একটি খেজুর বাগানে যান। সাথে ছিলাম আমরা। খচ্চরটি তাঁকে নিয়ে আচমকা দৌড় দিয়ে তাঁকে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল। তখন দেখি, সেখানে চার-পাঁচ কিংবা ছয়টি কবর। তিনি বলেন, "এসব কবরের বাসিন্দাদের কে চিনে?" এক-ব্যক্তি বলে, 'আমি চিনি।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এরা কবে মারা গিয়েছে?" সে জানায়, 'তারা মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।' তখন নবি ﷺ বলেন, "এ উম্মাহ্‌কে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা একে এপরকে দাফন করবে না—এ আশঙ্কা না থাকলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি যেন কবরের শাস্তির কিয়দংশ তোমাদের শোনান, যা তিনি আমাকে শোনালেন।" তারপর তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বলেন, "তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" আমরা বলি, 'আমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' তিনি বলেন, "তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" আমরা বলি, 'আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' তিনি বলেন, "তোমরা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" আমরা বলি, 'আমরা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' '[১]

[১৭২] জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي

---

[১] মুসলিম, ২৮৬৭।

قُبُورِهِمْ فَخَرَجَ مَذْعُورًا يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বানুন নাজ্জারের একটি খেজুর বাগানে ঢুকে শুনতে পান, কিছু লোককে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তা শুনে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন, আর বলতে থাকেন—"কবরের শাস্তি থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।" '

[১৭৩] উবাই ইবনু কাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ দাজ্জালের আলোচনা করেন। [তারপর তিনি (এ সংক্রান্ত) হাদীসটি উল্লেখ করেন।] এর মধ্যে তিনি বলেন, "সুতরাং তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" '

[১৭৪] মুসলিম ইবনু আবী বাক্‌রা رحمه الله বলেন,

أَنَّهُ مَرَّ بِوَالِدِهِ وَهُوَ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْهُ فَكُنْتُ أَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ فَمَرَّ بِي وَأَنَا أَدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنَّى عَلِمْتَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَيَّ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

'তিনি তাঁর পিতার পাশ দিয়ে যান। তখন তিনি দুআয় বলছেন, 'হে আল্লাহ, আমি কুফর (অবাধ্যতা), দারিদ্র্য ও কবরের শাস্তি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' আমি তাঁর কাছ থেকে কথাগুলো শিখে নিয়ে, সালাতের পর সেসব দুআ পড়তে থাকি। এরপর তিনি আমার পাশ দিয়ে যান; আমি তখন সেসব দুআ পড়ছি। শুনে তিনি বলেন, 'ছেলে আমার, এসব কথা তুমি কোত্থেকে শিখেছ?' আমি বলি, 'আব্বা, আমি আপনাকে সালাতের পর এসব দুআ পড়তে শুনেছি। আপনার কাছ থেকে আমি এগুলো নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'তাহলে, ছেলে আমার, এগুলো আঁকড়ে ধরো; কারণ, আল্লাহর নবি ﷺ সালাতের পর এসব দুআ পড়তেন।' '[১]

---

[১] *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৪/৬৪।

[১৭৫] যাইদ ইবনু আরকাম ﷺ-এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ﷺ বলেন,

قُلْنَا عَلِّمْنَا أَوْ حَدِّثْنَا قَالَ لَا أُعَلِّمُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'আমরা (তাঁকে) বলি, "আমাদের কিছু শেখান, কিংবা কিছু বলুন।" তিনি বলেন, "আমি তোমাদের কেবল তা-ই শেখাব, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, (আর তা হলো) 'হে আল্লাহ! আমি বার্ধক্য, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, জরাগ্রস্ততা ও কবরের শাস্তি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' " '

[১৭৬] আমর ইবনু শুআইব ﷺ তাঁর পিতা থেকে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! আমি অলসতা, ঋণের বোঝা ও গোনাহ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই; তোমার কাছে আশ্রয় চাই ত্রাণকর্তা(!) দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে; আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে।" '[১]

[১৭৭] নবি ﷺ-এর আযাদকৃত দাসী মাইমূনা ﷺ থেকে বর্ণিত,

قَالَ لَهَا يَا مَيْمُونَةُ تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحَقٌّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ عَذَابِ الْقَبْرِ الْغِيبَةَ وَالْبَوْلَ

'নবি ﷺ তাঁকে বলেন, "মাইমূনা, কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, কবরে কি আযাব হবে?' নবি ﷺ বলেন, "হ্যাঁ। কবরে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে গীবত (পরনিন্দা) ও প্রস্রাব(জনিত অসতর্কতা)-এর দরুন।" '[২]

---

[১] সুয়ূতি, *আল-জামিউস সগীর*, ১/৬২।

[২] *কানযুল উম্মাল*, ১৫/৭৩৮।

দাফন শেষে মুমিনের জন্য দুআ করার নির্দেশ

দাফন শেষে মুমিনের জন্য দুআ করা, যেন আল্লাহ তাকে (প্রশ্নোত্তর পর্বে) শক্তি যোগান:

[১৭৮] উসমান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَيِّتِكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

'মৃতব্যক্তিকে দাফন শেষে নবি ﷺ বলতেন, "তোমাদের মৃতব্যক্তির জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমাপ্রার্থনা করো, এবং তাঁর কাছে চাও তিনি যেন (প্রশ্নোত্তর পর্বে) তাকে শক্তি যোগান; কারণ, এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।" '[১]

---

[১] আবূ দাউদ, ২/১৯২; হাকিম, *আল-মুস্তাদ্রাক*, ১/৩৭০।

যাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে—আল্লাহ্ তাকে কী দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সে তা নিজ জাতিকে জানিয়ে দেবে। আল্লাহ্ তাআলা যাকে ক্ষমার পুরস্কারে ভূষিত করেন, তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

(শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করে ফেলল এবং) সে ব্যক্তিকে বলে দেওয়া হলো, "প্রবেশ করো জান্নাতে"। সে বলল, "হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানত আমার রব কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে মর্যাদাশালী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!" (সূরা ইয়াসীন ৩৬:২৬-২৭)

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'নিজের প্রতিদান দেখে, সে এ কথা বলবে।' অন্যরা বলেন, *"হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানত আমার রব কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন।"* (ইয়াসীন ৩৬:২৬-২৭)-এর মানে হলো 'আমার রবের প্রতি আমি যে ঈমান এনেছি এবং তাকে যেভাবে সত্য বলে মেনে নিয়েছি'-এর ফলে (আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন)। (এ কথা জানতে পারলে) তারাও ঈমান এনে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, যেভাবে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি।

[১৭৯] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَهُ حَرَامَ بْنَ عُثْمَانَ أَخَا أُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى بَنِي عَامِرٍ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالُهُ أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنْتُمْ قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا رَجُلٌ أَعْرَجُ كَانَ فِيهِمْ فَصَعِدَ الْجَبَلَ

قَالَ فَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ لَقُوا

رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ قَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا قَالَ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বানূ আ'মির গোত্রের উদ্দেশে যে সত্তর জন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর মামা হারাম ইবনু উসমান ﷺ—যিনি ছিলেন উম্মু সুলাইম ﷺ-এর ভাই। তাঁরা সেখানে আসার পর তার মামা তাঁদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি তোমাদের আগে যাই; তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, যাতে আমি তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বার্তা পৌঁছে দিতে পারি (তাহলে তো ভালোই)। অন্যথায়, তোমরা কাছাকাছি থেকো।' এ কথা বলে তিনি এগিয়ে যান। তিনি তাদের সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রসঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় তারা নিজেদের একজনকে ইশারা দেয়। সে পেছনে গিয়ে তাঁকে বল্লম দিয়ে আঘাত করে। তিনি বলে উঠেন, 'আল্লাহু আকবার/ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! কা'বার রবের শপথ! আমি সফল হয়ে গিয়েছি!' তারপর তারা তাঁর সঙ্গীদের দিকে এগিয়ে আসে এবং তাঁদের হত্যা করে; তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পঙ্গু, কেবল তিনিই পাহাড়ের উপর উঠে বেঁচে যান।'

আনাস ﷺ বলেন, 'জিব্রীল ﷺ নবি ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে জানিয়ে দেন, "তাঁরা তাঁদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; তিনি তাঁদের উপর খুশি হয়েছেন, এবং তাঁদের খুশি করে দিয়েছেন।"

আনাস ﷺ বলেন, '(তাঁদের প্রসঙ্গে) কুরআনের যে আয়াতটি তিলাওয়াত করা হতো সেটি হলো, "(তাঁরা বলে,) আমাদের লোকদের জানিয়ে দাও, আমাদের রবের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে; তিনি আমাদের উপর খুশি, এবং তিনি আমাদের খুশি করে দিয়েছেন।" পরবর্তীকালে আয়াতটি মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ চল্লিশ দিন যাবৎ ভোরবেলা রি'ল, যাক্ওয়ান ও উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।'[১]

---

[১] বুখারি, ৪০৮৮-৪০৯১; মুসলিম, ৬৭৭।

[১৮০] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ وَرَأَوْا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الرِّزْقِ قَالُوا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

'(বি'রে মাঊনার ঘটনায়) হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার পর তাঁরা দেখতে পান, আল্লাহ তাঁদের জন্য কী কী জীবনোপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছেন! তখন তাঁরা বলেন, 'হায়! আমাদের ভাইয়েরা যদি (তা) জানতে পারত।' এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

> *"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে কোরো না। তারা আসলে জীবিত; নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনও সেখানে পৌঁছুয়নি, তাদের জন্যও কোনও ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" '*
>
> (আ-ল ইমরান ৩:১৬৯-১৭১)

[১৮১] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَزَبَرَاهُ فَيَقُومُ يَهَابُ الْفَتَّانَ قَالَ فَيَسْأَلَانِهِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي فَيَقُولَانِ لَهُ صَدَقْتَ كَذَلِكَ كُنْتَ فَيُقَالُ افْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاكْسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى

أُخْبِرَ أَهْلِي فَيَقُولَانِ لَهُ اسْكُنْ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "মুমিন কবরে প্রবেশ করলে, তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় ধমক দেবে। ফলে সে মহাপরীক্ষকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। ফেরেশতা দু'জন তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবি কে?' সে বলবে, 'আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন, আর মুহাম্মাদ ﷺ আমার নবি।' তারা তাকে বলবে, 'তোমার উত্তর সঠিক। তুমি তো এ উত্তরের উপরেই জীবন কাটিয়েছ।' তখন বলা হবে, 'তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, আর তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও।' সে বলবে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমার পরিবার-পরিজনদের এ সংবাদ দিয়ে আসি।' তারা তাকে বলবে, 'শান্ত হও!' "[১]

[১৮২] আবুয যুবাইর رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْقَبْرِ فَقَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ شَدِيدُ الِانْتِهَارِ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَبْدُهُ فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِي كُنْتَ تَرَى مِنَ النَّارِ يَعْنِي قَدْ أُبْدِلَ مَكَانَهُ مَقْعَدُكَ الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا كِلَاهُمَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ دَعُونِي أُبَشِّرُ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقْعُدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَهْلُهُ فَيُقَالُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ أُبْدِلَ مَكَانَهُ مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ

'আমি জাবির رضي الله عنه-কে কবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জাবির رضي الله عنه বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "এ উম্মাহকে তাদের কবরে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে। মুমিন তার কবরে প্রবেশ করার পর তার

---

[১] এটি এই গ্রন্থের ১৪ ও ৪৫ নং হাদীসের অংশবিশেষ।

সঙ্গী-সাথীরা চলে এলে, তীব্র ভর্ৎসনাকারী এক ফেরেশতা তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' মুমিন বলবে, 'আমি বলতাম—তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ।' তখন ফেরেশতা তাকে বলবে, 'জাহান্নামে তোমার আসনটির দিকে তাকাও; অর্থাৎ তোমার আসনটিকে ইতোমধ্যে জান্নাতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উভয়টি দেখে মুমিন বলবে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমার পরিবারকে (এই) সুসংবাদ দিয়ে আসি।' তখন তাকে বলা হবে, 'শান্ত হও!'

আর মুনাফিকের পরিবারের লোকজন চলে আসার পর, সে বসবে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' সে বলবে, 'আমি জানি না; মানুষ যা বলে, আমিও তাই বলি।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি তো তোমার অনুধাবন-শক্তি কাজে লাগাওনি। (দেখো,) তোমার এ আসনটি ছিল জান্নাতে, কিন্তু ইতোমধ্যে এটি বদলে জাহান্নামে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।' " ' '

[১৮৩] জাবির ﷺ বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ

'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক মানুষকে ওই অবস্থায় ওঠানো হবে, যে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে; মুমিনকে ওঠানো হবে তার ঈমানের অবস্থায়, আর মুনাফিককে তার মুনাফিকির অবস্থায়।" '[১]

---

[১] মুসলিম, ২৮৭৮।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَـٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

'আর এরা বলে, "কিয়ামাতের এ হুমকি কবে পুরা হবে? (বলো,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে, তা তো একটি বিস্ফোরণের শব্দ, যা সহসা এদের ঠিক এমন অবস্থায় ধরে ফেলবে, যখন এরা (নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে)বিবাদ করতে থাকবে এবং সে সময় এরা কোন অসিয়তও করতে পারবে না এবং নিজেদের গৃহেও ফিরতে পারবে না। তারপর একটি শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে। ভীত হয়ে বলবে, "আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?" এটা সে জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রাসূলদের কথা সত্য ছিল। একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এবং সবকিছু আমার সামনে হাজির করে দেওয়া হবে। আজ কারও প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে।'

(সূরা ইয়াসীন ৩৬:৪৮-৫৪)

"আর একটি শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে। ভীত হয়ে বলবে, "আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"

(সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫১-৫২)-আল্লাহ্ তাআলার এ কথার ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'তারা এ কথা বলবে, কারণ শিঙায় দু'বার ফুঁ দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেবেন; ফলে তারা শাস্তি ভুলে গিয়ে মনে করবে—এতক্ষণ তারা ঘুমিয়ে ছিল, কবর থেকে বের হয়ে বলবে, *"আরে! কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"* (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২) ফেরেশতারা তাদের বলবে, *"এটা সে জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ্ দিয়েছিলেন এবং রাসূলদের কথা সত্য ছিল।"* (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২) কাতাদাহ্ ﷺ বলেন, 'তাদের শাস্তি চল্লিশ বছরের জন্য লাঘব করে দেওয়া হবে।'

[১৮৪] কুরআনের ব্যাখ্যাকার তাবিয়িদের বরাতে মুকাতিল ইবনু সুলাইমান ﷺ থেকে বর্ণিত,

فِي قَوْلِهِ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا يس وَذَلِكَ أَنَّ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ كَانُوا يُعْرَضُونَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ النَّارِ طَرَفَيِ النَّهَارِ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ رُفِعَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَرَقَدَتْ تِلْكَ الْأَرْوَاحُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ فَلَمَّا بُعِثُوا فِي النَّفْخَةِ الْأُخْرَى وَعَايَنُوا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ دَعَوْا بِالْوَيْلِ فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا يس وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ مَبِيتِنَا

قَالَتْ لَهُمْ حَفَظَتُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ يس عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ أَنَّهُ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَذَّبْتُمْ بِهِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ يس بِأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الزمر وَهُوَ الْقَرْنُ فَصَعِقَ الزمر يَعْنِي فَمَاتَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ ثُمَّ اسْتَثْنَى إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ النمل فَاسْتَثْنَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلَكَ الْمَوْتِ ثُمَّ يَأْمُرُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَ مِيكَائِيلَ ثُمَّ رُوحَ جِبْرِيلَ ثُمَّ رُوحَ إِسْرَافِيلَ ثُمَّ يَأْمُرُ مَلَكَ الْمَوْتِ فَيَمُوتُ ثُمَّ يَلْبَثُ الْخَلْقُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْأُولَى فِي الْبَرْزَخِ أَرْبَعِينَ سَنَةً

ثُمَّ تَكُونُ النَّفْخَةُ الْأُخْرَى فَيُحْيِي اللَّهُ إِسْرَافِيلَ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَنْفُخَ الثَّانِيَةَ

فَذَلِكَ قَوْلُهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الزمر عَلَى أَرْجُلِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْبَعْثِ الَّذِي كَذَّبُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا

وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي أَنَّ الْكُفَّارَ إِذَا عَايَنُوا جَهَنَّمَ وَأَنْوَاعَ عَذَابِهَا صَارَ مَا عُذِّبُوا بِهِ فِي الْقُبُورِ فِي جَنْبِهَا كَالنَّوْمِ فَقَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا يس قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ أَنَا وَفِي التَّنْزِيلِ مِنْ قَوْلِهِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ غافر ثُمَّ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْهَا مَا مَضَى وَصْفُهَا

' *"হায় দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"* (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'কাফিররা জাহান্নামের যেসব স্থানে থাকবে, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তাদের আত্মাগুলোকে সেখানে হাজির করা হবে। এরপর শিঙায় দু'বার ফুঁ দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেওয়া হবে। ওই অন্তর্বর্তী সময়ে সেসব আত্মা ঘুমিয়ে থাকবে। তারপর দ্বিতীয় ফুঁয়ের সময় তাদের ওঠানো হবে। কিয়ামাতের দিন তারা সেসব বিষয় স্বচক্ষে দেখতে পাবে, যা তারা দুনিয়ায় থাকাকালে মিথ্যে মনে করেছিল, যেমন পুনরুত্থান ও হিসেবের মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদি। তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, *"হায় দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"* (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২)

যেসব ফেরেশতা তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে, তারা বলবে, *"এটা সে জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ* (রাসূলদের মুখ দিয়ে) *দিয়েছিলেন* (যে, তিনি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উঠাবেন, কিন্তু তোমরা তো তা মিথ্যে মনে করেছিলে) *এবং রাসূলদের কথা সত্য ছিল* (যে পুনরুত্থান সত্য)।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২)

"আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে; তখন (প্রচণ্ড ভীতি ও ত্রাসের ফলে) *পৃথিবী ও আকাশসমূহে যারা আছে, তারা সবাই অচেতন হয়ে পড়বে"* (সূরা আয-যুমার ৩৯:৬৮) *"তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন, তাদের বাদে।"* (সূরা আন-নামল ২৭:৮৭) এই ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছেন জিব্রীল, মীকাঈল,

ইসরাফিল ও মৃত্যুর ফেরেশতা ﷺ। এরপর তিনি মৃত্যুর ফেরেশতাকে নির্দেশ দেবেন প্রথমে মীকাইলের আত্মা, তারপর জিব্রীলের আত্মা, তারপর ইসরাফীলের আত্মা বের করার জন্য। পরিশেষে তিনি মৃত্যুর ফেরেশতাকে নির্দেশ দেবেন, ফলে তিনি মারা যাবেন। তারপর (এই) প্রথম ফুঁয়ের পর সকল সৃষ্টি বার্যাখে থাকবে চল্লিশ বছর।

তারপর আরেকটি ফুঁ দেওয়া হবে। এরপর আল্লাহ ইসরাফীল ﷺ-কে জীবিত করে দ্বিতীয় ফুঁ দেওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেবেন। এটিই এ আয়াতে বলা হয়েছে: *"তার মধ্যে আরেকটি ফুঁ দেওয়া হবে; আর অমনি তারা* (নিজেদের পায়ের উপর) *দাঁড়িয়ে* (পুনরুত্থান) *দেখবে* (যা তারা দুনিয়ায় থাকাকালে মিথ্যে মনে করেছিল)।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৬৮)

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'জাহান্নাম ও তার রকমারি শাস্তি স্বচক্ষে দেখার পর কাফিরদের মনে হবে, কবরে তাদের যেসব শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ঘুমের মতো। ফলে তারা বলবে, *"কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"* (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২)

আমার বক্তব্য হলো, 'কুরআনে আল্লাহ বলেন, *"তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয়; আর কিয়ামাতের দিন* (বলা হবে) *ফিরআউনের দলবলকে কঠিনতম শাস্তির ভেতর ঢুকাও!"* (সূরা গাফির/ আল-মু'মিন ৪০:৪৬) তারপর বিশুদ্ধ হাদীসে(ও) এমন অনেক বর্ণনা আছে, যা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ যা বলেছেন, তার বিশুদ্ধতার ইঙ্গিত বহন করে; যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।'

[১৮৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوا أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "(শিঙায়) দুই ফুঁয়ের মাঝখানের সময় চল্লিশ।" তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'আবূ হুরায়রা, চল্লিশ দিন?' তিনি বলেন, 'আমি উত্তর দিলাম না।' তারা বলেন, 'চল্লিশ মাস?' তিনি বলেন, 'আমি উত্তর দিলাম

না।' তিনি বলেন, 'তারপর আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; এরপর লোকজন এমনভাবে গজিয়ে উঠবে, যেভাবে তৃণলতা গজায়। মানুষের এমন কোনও অংশ নেই, যা নিঃশেষ হবে না; তবে মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগের একটি হাড্ডি বাদে, তা থেকে কিয়ামাতের দিন তাকে পুনর্গঠিত করা হবে।'[১]

[১৮৬] আবূ মুআবিয়া ﷺ-এর বর্ণনায় এটুকু বাড়তি বিবরণী রয়েছে:

قَالُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ

وَكَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ بِالْأَرْبَعِينَ وَأَهْلُ التَّفْسِيرِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْبَعُونَ سَنَةً

'তারা জিজ্ঞাসা করেন, 'চল্লিশ বছর?' তিনি বলেন, 'আমি উত্তর দিলাম না।'[২] (উত্তর না দেওয়ার কারণ,) নবি ﷺ চল্লিশ দ্বারা কী বুঝিয়েছিলেন, তা সম্ভবত আবূ হুয়ায়রা ﷺ মনে রাখতে পারেননি। কুরআন ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, 'সেটি হলো চল্লিশ বছর।'

[১৮৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً فَأُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ أَوْ بُعِثَ قَبْلِي وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২৬৬ (সংক্ষেপে); *তানবীরুল হাওয়ালিক*, ১/২৩৮।

[২] বুখারি, ৪৮১৪; মুসলিম, ২৯৫৫।

'এক ইয়াহূদি কিছু পণ্য বিক্রি করছে। বিনিময় হিসেবে তাকে যা দেওয়া হলো, তা তার অপছন্দ, কিংবা সে তাতে রাজি নয়। ('অপছন্দ' নাকি 'অসন্তুষ্ট', এ নিয়ে বর্ণনাকারী আব্দুল আযীযের মনে সংশয় রয়েছে।) ইয়াহূদি বলে উঠে, 'না, শপথ ওই সত্তার, যিনি মূসা ﷺ-কে মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' এক আনসার সাহাবি এ কথা শুনে, তার চেহারায় ঘুষি মেরে বলে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের মাঝে থাকতেই তুমি বলছ—'শপথ ওই সত্তার, যিনি মূসা ﷺ-কে মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন!' ইয়াহূদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলে, 'ওহে আবুল কাসিম, আমি তো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ও চুক্তিবদ্ধ এক ব্যক্তি। অমুক কেমন করে আমার চেহারায় ঘুষি মারে?' আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তুমি তার চেহারায় ঘুষি মেরেছ কেন?' তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, সে বলে, 'শপথ ওই সত্তার, যিনি মূসা ﷺ-কে মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন'। অথচ আপনি এখনও আমাদের মাঝে বিদ্যমান!' এ জবাব শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ রেগে যান। রাগের চিহ্ন তাঁর চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। তারপর তিনি বলেন, "তোমরা আল্লাহর নবিদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কারণ, শিঙায় ফুঁ দেওয়া হলে, আকাশ ও পৃথিবীর সবাই অচেতন হয়ে পড়বে, আল্লাহ যাদের চাইবেন তাদের বাদে। তারপর শিঙায় আরেকবার ফুঁ দেওয়া হলে, পুনরুত্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমি হব প্রথম ব্যক্তি, (কিংবা তিনি বলেছেন) পুনরুত্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমি থাকব প্রথম দিকে। তখন দেখব, মূসা ﷺ আরশ ধরে রেখেছেন। আমি জানব না, তূর পাহাড়ে তিনি যে অচেতনতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা-ই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল, নাকি তাঁকে আমার পূর্বে পুনরুত্থিত করা হয়েছে। আর আমি (এটিও) বলি না যে, কেউ (নবি) ইউনুস ইবনু মাত্তা'র চেয়ে উত্তম।" '[১]

---

[১] মুসলিম, ২৩৭৩; ইবনু মাজাহ, ৪২৭৪; বুখারি, ৩৪১৪।

কবর ও কিয়ামাতের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের ভীতি

কবরের শাস্তির সত্যতা প্রসঙ্গে পূর্বসূরীগণের—আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন—যেসব বক্তব্য আমার কাছে পৌঁছেছে, এবং তাঁরা কবর ও কিয়ামাতের বিভীষিকাকে যেভাবে ভয় করতেন (তা নিচে তুলে ধরা হলো):

[১৮৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ فَقُلْتُ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمْتَ حِينَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ اثْنَانِ وَقُتِلْتَ شَهِيدًا فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ

'ছুরিকাহত হওয়ার পর, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর কক্ষে প্রবেশ করে বলি, "সুসংবাদ নিন, হে আমীরুল মুমিনীন! মানুষ যখন কুফ্‌রিতে (অবাধ্যতায়) লিপ্ত ছিল, তখন আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন; আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থেকে লড়াই করেছেন, লোকজন যখন তাঁকে পরিহার করেছে; আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন সময় ইন্তেকাল করেছেন, যখন তিনি ছিলেন আপনার উপর সন্তুষ্ট; দু'জন ব্যক্তিও আপনার খিলাফাতের বিরোধিতা করেনি; আর (এখন) আপনি শহীদ অবস্থায় ইন্তেকাল করছেন! উমার ﷺ বলেন, 'আমাকে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে শোনাও।' আমি তাকে পুনরাবৃত্তি করে শোনাই। এরপর তিনি বলেন, "শপথ ওই সত্তার, যিনি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই! আমি যদি পৃথিবীর সকল হলুদ ও শ্বেত সম্পদের (অর্থাৎ সোনা-রূপার) মালিক হতাম, তাহলে কবর ও কিয়ামাতের বিভীষিকা থেকে বাঁচার জন্য সব দিয়ে দিতাম!" '

[১৮৯] উসমান ﷺ এর আযাদকৃত দাস হানি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَيُقَالُ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَمَنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

'উসমান ইবনু আফ্‌ফান ﷺ কোনও কবরের সামনে দাঁড়ালে এত বেশি কাঁদতেন যে, তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করা হয়, তখন আপনি কাঁদেন না, আর এতে কাঁদছেন!' তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। এখানে মুক্তি পেলে, পরের ধাপগুলো এর চেয়ে সহজ; আর এখানে মুক্তি না পেলে, পরের ধাপগুলো আরও কঠিন।" উসমান ﷺ বলেন, "আমি যেসব দৃশ্য দেখেছি, তার মধ্যে কবরের দৃশ্য সবচেয়ে ভয়ংকর" '[১]

[১৯০] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عُثْمَانَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَهُ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আলি ইবনু আব্‌দিল্লাহ মাদীনি ﷺ-এর নিজস্ব সনদের বরাতে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সেখানে শেষের দিকের বাক্য "আমি যেসব দৃশ্য দেখেছি, তার মধ্যে কবরের দৃশ্য সবচেয়ে ভয়ংকর"-কে উসমান ﷺ-এর কথা হিসেবে উল্লেখ করেননি। হিশামের বরাতে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মাঈন যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি সেটিকে রাসূল ﷺ-এর কথার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[২]

[১৯১] আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا زِلْنَا نَشُكُّ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

---

[১] তিরমিযি, ২৪১০; ইবনু মাজাহ, ৪২৬৭; হাকিম, ১/৩৭১।

[২] *আল-ফাতহুর রব্বানি*, ৮/১০৬।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٨

فَقَدْ رُوِّينَا فِي الثَّابِتِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ

'কবরের শাস্তি সম্পর্কে আমাদের মনে নিরন্তর সংশয় কাজ করছিল। পরিশেষে নাযিল হলো:

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

"বেশি বেশি, এবং একে অপরের থেকে বেশি, দুনিয়ার স্বার্থ লাভের মোহ তোমাদেরকে গাফলতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এমনকি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও। কখনোই না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার (শুনে নাও) কখনোই না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কখনোই না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এই আচরণের পরিণাম) জানতে, (তাহলে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)। তোমরা জাহান্নাম দেখবেই। আবার (শুনে নাও) তোমরা একেবারে নিশ্চিতভাবে তা দেখবেই। তারপর সেদিন তোমাদের এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

(সূরা আত-তাকাসুর ১০২:১-৮)[১]

'মুশরিকদের কবরে শাস্তি দেওয়ার জন্য নবি ﷺ আহ্যাব যুদ্ধের দিন (আল্লাহর কাছে) দুআ করেছিলেন।'-এ বিষয়ে আলি رضي الله عنه-এর বর্ণনা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

[১৯২] ইবনু মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُجْلَسُ فِي قَبْرِهِ إِجْلَاسًا فَيُقَالُ لَهُ مَا أَنْتَ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

---

[১] তিরমিযি, ৩৪১৩।

فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُنَزَّلُ عَلَيْهِ كِسْوَةٌ يَلْبَسُهَا مِنَ الْجَنَّةِ

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا أَنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ ثَلَاثاً فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ أَوْ تَتَمَاسَّ أَضْلَاعُهُ وَيُرْسَلُ عَلَيْهِ حَيَّاتٌ مِنْ جَوَانِبِ قَبْرِهِ يَنْهَشْنَهُ وَيَأْكُلْنَهُ فَإِذَا جَزَعَ فَصَاحَ قُمِعَ بِمَقْمَعٍ مِنْ نَارٍ مِنْ حَدِيدٍ

'তোমাদের কেউ (মারা গেলে) তাকে কবরে ভালোভাবে বসানো হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কী?' মুমিন হলে সে বলবে, 'আমি জীবিত ও মৃত উভয়াবস্থায় আল্লাহর গোলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আমি (আরও) সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক।' তখন তার কবরটিকে আল্লাহ্ যতটুকু চাইবেন ততটুকু প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এরপর জান্নাতে সে তার আবাস দেখতে পাবে। তার পরিধানের জন্য জান্নাত থেকে পোশাক আনা হবে।

আর কাফিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কী?' সে বলবে, 'আমি জানি না।' তখন তাকে তিনবার বলা হবে, 'তুমি তো তোমার অনুধাবনশক্তিকে কাজে লাগাওনি!' তারপর তার কবরটিকে তার জন্য এতটা সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তাতে তার পাঁজরের হাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে, অথবা একটির সাথে আরেকটি মিলে যাবে। তার কবরের বিভিন্ন দিক থেকে তার উপর অনেকগুলো সাপ লেলিয়ে দেওয়া হবে। সেগুলো তাকে ছোবল মারবে ও কাটবে। ভয়ে জোরে চিৎকার দিলে, তাকে আগুনে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দিয়ে চেপে ধরা হবে।'

[১৯৩] আবূ মূসা আশ্‌আরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَعْمِقُوا لِي قَبْرِي

'তোমরা আমার কবর গভীর করে খনন কোরো।'

[১৯৪] আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَخْرُجُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ وَهِيَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ قَالَ فَتَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ

الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ دُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ فَيَقُولُونَ حَيَّاكُمُ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعَكُمْ قَالَ فَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيُشْرِقُ وَجْهُهُ قَالَ فَيَأْتِي الرَّبَّ تَعَالَى وَوَجْهُهُ بُرْهَانٌ مِثْلُ الشَّمْسِ قَالَ

وَأَمَّا الْآخَرُ فَتَخْرُجُ نَفْسُهُ وَهِيَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ فَتَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَسْوَإِ عَمَلِهِ قَالَ فَيَقُولُونَ رُدُّوهُ رُدُّوهُ فَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ شَيْئًا فَقَرَأَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

'(মৃত্যুর সময়) মুমিনের আত্মা (দেহ থেকে) বেরিয়ে যায়। তা থেকে মেশ্‌কের চেয়ে উত্তম ঘ্রাণ বেরোয়। মৃত্যু কার্যকরকারী ফেরেশতারা তা নিয়ে উপরে উঠে। আকাশের নিচে তাদের সাথে একদল ফেরেশতার সাক্ষাৎ হয়। তারা বলে, 'তোমাদের সঙ্গে এ ব্যক্তি কে?' তারা বলে, 'অমুক।' তারা তাকে তার কৃত সর্বোত্তম কাজ সহকারে উল্লেখ করে। জবাবে তারা বলে, 'অভিনন্দন তোমাদের! অভিনন্দন তোমাদের সঙ্গে থাকা লোকটিকে!' তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এরপর সে আল্লাহ তাআলার কাছে হাজির হয়। তখন তার চেহারা থাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল।

আর অপর ব্যক্তির (অর্থাৎ কাফিরের) আত্মা বেরিয়ে যায়; তা থেকে সবচেয়ে বাজে গন্ধ আসতে থাকে। মৃত্যু কার্যকরকারী ফেরেশতারা তা নিয়ে উপরে উঠে। আকাশের নিচে তাদের সাথে একদল ফেরেশতার সাক্ষাৎ হয়। তারা বলে, 'তোমাদের সঙ্গে এ ব্যক্তি কে?' তারা বলে, 'অমুক।' তারা তাকে তার কৃত সর্বনিকৃষ্ট কাজ সহকারে উল্লেখ করে। জবাবে তারা বলে, 'তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও! তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও! আল্লাহ তার উপর একটুও যুলুম

করেননি (বরং সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করেছে)।' এরপর আবূ মূসা ﷺ পাঠ করেন:

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের জন্য কখনও আকাশের দরজা খোলা হবে না। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করছে! আর এভাবেই আমি অপরাধীদের বদলা দিয়ে থাকি। তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান্নামের এবং ওপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের। জালিমদের প্রতিফল আমি এভাবেই দিয়ে থাকি।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭:৪০)'

[১৯৫] উমাইর ইবনু সালামা ﷺ বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّكَ قَدْ أَصْبَحْتَ عَلَى جَنَاحِ فِرَاقِ الدُّنْيَا فَمُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَأَذْكُرُكَ بِهِ فَقَالَ إِنَّكَ بَيْنَ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِنْ كَانَ لَكَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبِ الْفَوَاحِشَ ثُمَّ أَبْشِرْ

فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ اجْلِسْ ثُمَّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا عَرْضَ ذِرَاعَيْنِ فِي طُولِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ أَقْبَلَ بِكَ أَهْلُكَ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ فِرَاقَكَ وَجُلَسَاؤُكَ وَإِخْوَانُكَ فَأَتْقَنُوا عَلَيْكَ الْبُنْيَانَ ثُمَّ أَكْثَرُوا عَلَيْكَ التُّرَابَ ثُمَّ تَرَكُوكَ ثُمَّ جَاءَكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ أَسْمَاؤُهُمَا مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ فَأَجْلَسَاكَ ثُمَّ سَأَلَاكَ مَا أَنْتَ أَمْ عَلَى مَاذَا كُنْتَ أَمْ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ قُلْتَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلًا فَقُلْتُ قَوْلَ النَّاسِ فَقَدْ وَاللَّهِ رَدِيتَ وَهَوِيتَ فَإِنْ قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ فَآمَنْتُ بِهِ وَبِمَا جَاءَ مَعَهُ فَقَدْ وَاللَّهِ نَجَوْتَ وَهُدِيتَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَثْبِيتٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشِّدَّةِ وَالتَّخْوِيفِ

'এক লোক আবুদ দারদা ﷺ-এর নিকট আসে। তখন তিনি অসুস্থ। লোকটি বলে, 'আবুদ দারদা, আপনি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার দ্বারপ্রান্তে

পৌঁছে গিয়েছেন। অতএব, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন, যার বদৌলতে আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ দেবেন, এবং যার মাধ্যমে আমি আপনাকে স্মরণ রাখব।' জবাবে তিনি বলেন, 'তুমি এমন এক উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে;[১] সুতরাং সালাত কায়েম কোরো, সম্পদ থাকলে তার যাকাত আদায় কোরো, রমাদান মাসে সিয়াম পালন কোরো এবং যাবতীয় অশ্লীল কাজ পরিহার কোরো; এরপর সুসংবাদ লও!'

লোকটি পুনরায় অনুরোধ করলে আবুদ দারদা ﷺ বলেন, 'বসো! আমি যা বলি, অনুধাবন করার চেষ্টা করো! ওই দিনের ব্যাপারে তোমার কী প্রস্তুতি, যেদিন দু' হাত প্রস্থ ও চার হাত দীর্ঘ একটু ভূমি ছাড়া তোমার আর কোনও ভূমি থাকবে না? তোমার পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও ভাইয়েরা—যারা কখনও তোমার বিচ্ছেদকে পছন্দ করত না—তোমার দিকে এগিয়ে আসবে; তোমার উপর একটি কাঠামো স্থাপন করবে; তোমার উপর বিপুল পরিমাণ মাটি রাখবে; তারপর তোমাকে ছেড়ে চলে আসবে! তারপর তোমার কাছে আসবে দুজন ফেরেশতা; কালো ও নীল বর্ণের; কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট; তাদের নাম মুনকার ও নাকীর। তারা তোমাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কী? তুমি কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে? এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো?' শপথ আল্লাহ্র, জবাবে তুমি যদি বলো 'আমি জানি না। লোকদের একটা কিছু বলতে শুনেছিলাম, আর আমিও লোকদের ওই কথাই বলেছি', তাহলে, শপথ আল্লাহ্র, তোমার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য! আর যদি বলো '(ইনি হলেন) আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ; আল্লাহ্ তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন; আমি ওই কিতাব এবং এর সাথে তিনি যা যা নিয়ে এসেছেন সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি', তাহলে, শপথ আল্লাহ্র, তুমি মুক্তি পেয়ে গেলে! তুমি সঠিক পথের দিশা পেয়ে গেলে! পরিস্থিতির কাঠিন্য ও ভয়াবহতা দেখার পর, তুমি ওই (প্রশ্নসমূহের সঠিক) জবাব দিতে পারবে না, যদি না আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে শক্তি যোগান।' '

[১৯৬] আবূ হুরায়রা ﷺ-এর বরাতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ থেকে বর্ণিত,

[১] আক্ষরিক অর্থ: 'তুমি এমন এক উম্মাহ'র সামনে আছো, যাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَنْفُوسٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'কু-দৃষ্টির ফলে মারা-যাওয়া এক ব্যক্তির জানাযা পড়িয়ে, তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আমি তাকে তোমার আশ্রয়ে দিয়ে দিচ্ছি।" '[১]

[১৯৭] আবদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা ﷺ বলেন,

سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ الْكَافِرَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فَيَأْكُلُ لَحْمَهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلِهِ ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رِجْلِهِ إِلَى رَأْسِهِ فَهُوَ كَذَالِكَ

'আমি আয়িশা ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কাফিরের কবরে একটি বিশেষ প্রকৃতির সাপ লেলিয়ে দেওয়া হবে, যা তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাংসগুলো দংশন করবে,[২] তারপর মাংস দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হলে, ওই সাপ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দংশন করবে/ খাবে। অতঃপর সে আবার আগের মত হয়ে যাবে।" '

[১৯৮] আসমা বিন্‌তু আবী বাকর ﷺ-এর আযাদকৃত দাসী উম্মু খারিজা ﷺ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهَا حَضَرَتِ امْرَأَةً تَمُوتُ فَجَعَلَتْ تَقُولُ لَهَا إِنَّكِ تُسْأَلِينَ عَنْ رَبِّكِ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَتْ تُثَبِّتُهَا

'আসমা ﷺ এক মুমূর্ষু নারীর কাছে হাজির হয়ে বলতে থাকেন, "তোমাকে (কবরে) তোমার রব ও নবি ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" তারপর তিনি তার মনোবল বাড়াতে থাকেন।'

[১৯৯] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

فِي قَوْلِهِ

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ

---

[১] সুয়ূতি, *জামউল জাওয়ামি'*, ২/৬৯৪, ৬৯৯।

[২] আক্ষরিক অনুবাদ: 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাংস খাবে'।

قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَهِدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا مَاتَ مَشَوْا مَعَ جِنَازَتِهِ ثُمَّ صَلَّوْا عَلَيْهِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا دُفِنَ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَسُولُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ لَهُ مَا شَهَادَتُكَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيُوسَعُ لَهُ قَبْرُهُ مَدَّ بَصَرِهِ

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ فَيَبْسُطُونَ أَيْدِيَهُمْ وَالْبَسْطُ هُوَ الضَّرْبُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ أُقْعِدَ فَقِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَأَنْسَاهُ اللَّهُ ذِكْرَ ذَلِكَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَسُولُكَ الَّذِي بُعِثَ إِلَيْكَ لَمْ يَهْتَدِ لَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا يَقُولُ اللَّهُ

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> *"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের মজবুত কথা দিয়ে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে শক্তি যোগাবেন; আর যারা জুলুম করে, আল্লাহ তাদের পথহারা করে দেবেন।"*

(সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭)

উপরিউক্ত আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুমিনের মৃত্যু হাজির হলে, ফেরেশতারা তার কাছে এসে তাকে সালাম ও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর, তারা তার জানাযার সাথে সাথে যায় এবং লোকদের সাথে জানাযার সালাত আদায় করে। দাফনের পর তাকে তার কবরে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার রব কে?' সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার রাসূল কে?' সে বলে, 'মুহাম্মাদ ﷺ।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার সাক্ষ্য কী?' সে বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক।' এরপর দৃষ্টি যতদূর যায়, কবরটি তার জন্য ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

আর কাফিরের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা নেমে আসে। তারা নিজেদের হাত বাড়িয়ে দেয়। হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হলো মারধর করা। (কাফিরদের) মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাদের চেহারা ও পশ্চাদ্দেশে আঘাত করে। কবরে

প্রবেশ করার পর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার রব কে?' সে তাদের কোনও জবাব দেয় না। আল্লাহ তাকে ওই জবাব ভুলিয়ে দেন। আর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার রাসূল কে, যাঁকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল', সে সঠিক জবাব খুঁজে পায় না, তাই তাদের কোনও জবাব দেয় না। আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহ এভাবেই কাফিরদের পথভোলা করে দেন।"

(সূরা গাফির/ আল-মুমিন ৪০:৭৪)'

[২০০] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا صَادِرٌ عَنْ غَزْوَةِ الْأَبْوَاءِ إِذْ مَرَرْتُ بِقُبُورٍ فَخَرَجَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ قَبْرٍ يَلْتَهِبُ نَارًا وَفِي عُنُقِهِ سِلْسِلَةٌ يَجُرُّهَا وَهُوَ يَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْقِنِي سَقَاكَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي بِاسْمِي يَدْعُونِي أَوْ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذْ خَرَجَ عَلَى أَثَرِهِ أَسْوَدُ بِيَدِهِ ضِغْثٌ مِنْ شَوْكٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْقِهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ فَأَدْرَكَهُ فَأَخَذَ بِطَرَفِ السِّلْسِلَةِ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِذَلِكَ الضِّغْثِ ثُمَّ اقْتَحَمَا فِي الْقَبْرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى الْتَأَمَ عَلَيْهِمَا

'আমি গায্ওয়াতুল আবওয়া থেকে বেরিয়ে আসছি। কিছু কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, একটি কবর থেকে এক লোক বেরিয়ে আসে। তার শরীরে আগুন জ্বলছে। কাঁধে একটি শিকল, যা সে টেনে বেড়াচ্ছে। সে বলে, 'আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করাও, আল্লাহ তোমাকে পানি পান করাবেন।' শপথ আল্লাহর! সে আমার নাম ধরে ডাকছে, নাকি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে যেভাবে আবদুল্লাহ বলে ডাকে, ওরকম কিছু একটা—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এমন সময় তার পেছনে পেছনে এক কালো ব্যক্তি বেরিয়ে আসে। হাতে তার একগুচ্ছ কাঁটা। সে বলে, 'আবদুল্লাহ, তাকে পানি করাবে না, সে একজন কাফির।' এ কথা বলে সে তাকে ধরে ফেলে। তারপর শিকলের এক প্রান্ত ধরে তাকে ওই কাঁটার গুচ্ছ দিয়ে পেটায়। তারপর আমার চোখের সামনেই দু'জন দ্রুত কবরে ঢুকে পড়ে। পরিশেষে কবর দু'জনকে অন্তরীণ করে নেয়।'

[২০১] আবদুল্লাহ দানাজ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ قَوْمًا يُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ

الْقَبْرِ قَالَ فَلَا تُجَالِسُوا أُولَئِكَ

'আমি আনাস ইবনু মালিক -এর নিকট উপস্থিত হই। (তখন) এক ব্যক্তি তাকে বলেন, 'আবূ হামযা, কিছু লোক কবরের শাস্তিকে অস্বীকার করে।' আনাস বলেন, "ওইসব লোকের সাথে ওঠাবসা করবে না।" '

[২০২] ইবনু আবিল হাসান বস্‌রি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ فَحَادَتْ بِهِ فَقَالَ حَادَتْ وَلَمْ تَحِدْ عَنْ كَبِيرٍ حَادَتْ عَنْ رَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ أَجْلِ التَّمِيمَةِ وَآخَرَ يُعَذَّبُ مِنَ الْغِيبَةِ

'আল্লাহর রাসূল ছিলেন তাঁর একটি ধূসর রঙের খচ্চরের পিঠে (বসা)। সেটি আচমকা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "(এই যে) খচ্চরটি সরে দাঁড়াল, এটি কিন্তু বড় কোনও কারণে সরে দাঁড়ায়নি। এর সরে যাওয়ার কারণ হলো, এক ব্যক্তিকে কুৎসা রটানোর দায়ে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর আরেকজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে গীবত বা পরনিন্দার দরুন।" '

[২০৩] ইবরাহীম নাখ্‌য়ি থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَشَكَى ذَلِكَ جِيرَانُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا كُرْبَتَيْنِ وَاجْعَلُوهُمَا فِي قُبُورِهِمَا يُرَفَّهُ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ فَسُئِلَ فِيمَا عُذِّبَا قَالَ فِي النَّمِيمَةِ وَالْبَوْلِ

'দু ব্যক্তিকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। তাদের প্রতিবেশীরা এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল -এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তখন তিনি বলেন, "দুটি খেজুর নিয়ে তাদের কবরে রেখে দাও। খেজুর দুটি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব থাকবে।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কী কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?' তিনি বলেন, 'কুৎসা রটনা ও প্রস্রাব (সংক্রান্ত অসতর্কতা)-এর দরুন।" '

[২০৪] কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَذَابُ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ

'কবরের শাস্তির তিনটি অংশ রয়েছে: এক তৃতীয়াংশের কারণ হলো গীবত বা পরনিন্দা, আরেক তৃতীয়াংশের কারণ কুৎসা রটনা, আর অপর তৃতীয়াংশের কারণ প্রস্রাব (সংক্রান্ত অসতর্কতা)।'

[২০৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبَوْلِ وَإِيَّاكُمْ وَذَلِكَ

'নবি ﷺ বলেন, "কবরের শাস্তির কারণ তিনটি: গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, ও প্রস্রাব (সংক্রান্ত অসতর্কতা)। এসব থেকে বেঁচে থেকো।" '

[২০৬] ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনিশ্ শিখ্খীর ﷺ বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسِيرُ فِي أَرْضٍ إِذِ انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ فَسَمِعَ صَاحِبَهُ يَقُولُ آهٍ آهٍ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ قَالَ فَضَحَكَ عَمَلُكَ وَافْتُضِحْتَ

'এক ব্যক্তি ভ্রমণে বেরিয়ে একপর্যায়ে একটি কবরের কাছে এসে পৌঁছুয়। এরপর সে শুনতে পায়, কবরবাসী আহ্ আহ্ করছে। তখন সে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমার আমল (কর্মকাণ্ড) তোমাকে প্রকাশ করে দিয়েছে!' '

সমাপ্ত

অনুবাদক পরিচিতিঃ

জিয়াউর রহমান মুন্সী। জন্ম ১৯৮৪ সালে, কুমিল্লায়। ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়ে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর হিফ্‌জুল কুরআন সম্পন্ন ও কওমি নেসাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ২য় স্থান, ফাজিল পরীক্ষায় ১৪তম স্থান অর্জন সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি পেয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

বক্ষ্যমাণ অনুবাদ গ্রন্থটি ছাড়াও মাকতাবাতুল বায়ান থেকে প্রকাশিত তার অনূদিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছেঃ *রাসূলের চোখে দুনিয়া*; *আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন*; *মৃত্যু থেকে কিয়ামাত*; *আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল*; *সীরাতুন নবি (স.) ১, ২ ও ৩*।

... প্রকাশক